



উদ্বোধন



৮১ তম বর্ষ ১৩৮৬

উদ্বোধন

বর্ষসূচী

৮১তম বর্ষ

(মাস, ১৩৮৫ হইতে পৌষ, ১৩৮৬ ; ইংরেজী : ১৯৭৯



‘উজ্জিঞ্চিত কাণ্ডাল আগ্রহ প্রকাশিতে বোধক’

সম্পাদক
শাকু হিরান্যানন্দ

সংযুক্ত সম্পাদক
শাকু ধ্যানানন্দ

উদ্বোধন কাৰ্যালয়

১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০০০৬

বাবিক মূল্য ১২'০০ টাকা

অঙ্ক সংখ্যা ১২০ টাকা

উদ্বোধন



৮১ তম বর্ষ
(৪ৰ্থ সংখ্যা) ১৩৮৬ বৈশাখ

সূচীপত্র

লেখক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
স্বামী হিরণ্যানন্দ	বিষয়	পত্রাঙ্ক
ডষ্টের রমা চৌধুরী	দিব্য বাণী	১৬৯
ডষ্টের প্রণৱজ্ঞন ঘোষ	কথাপ্রসঙ্গে	১৭০
ডষ্টের সুরোধ চৌধুরী*	গীতার কর্মযোগ-প্রসঙ্গ	১৭৫
শ্রীমতী সুনন্দা ঘোষ	দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়	১৭৮
স্বামী প্রভানন্দ	বিবেকানন্দ-সাহিত্যে হাস্যরস	১৮৩
অধ্যাপক শ্রীশিবশঙ্কু সরকার	মনোমোহন বসুর পৌরাণিক নাটকে ভক্তিরস	১৮৬
ডষ্টের সচিদানন্দ ধর	কালাডি	১৯৩
	কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ	২০৭
	নব রূপায়ণ	২১১
	আত্মীপ বুদ্ধ	২১২
	সমালোচনা	২১৩
	রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ	২১৫
	শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ	২১৮
	বিবিধ সংবাদ	২২১



৮১তম বর্ষ, ৪ৰ্থ সংখ্যা

বৈশাখ, ১৩৮৯

দিব্য বাণী

বেদান্তদর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা শঙ্করাচার্য। তিনি অকাটা মুক্তিসহায়ে বেদের সারসংক্ষিপ্ত সংগ্রহ করিয়া অপূর্ব জ্ঞানশান্ত রচনা করিয়াছেন, যাহা তাহার ভাষ্যের মাধ্যমে শিক্ষণীয়; অস্ত নির্দেশক পরম্পরা-বিকল্প বাক্যাবলী গ্রথিত করিয়া দেখাইয়াছেন, একমাত্র সেই নির্বিশেষ সত্ত্বাই আছেন। আরও দেখাইয়াছেন, চড়াই-পথে অগ্রগতি ধীরে-ধীরেই সম্ভব, এবং মাছুষের ধারণাশক্তির তারতম্য অসুস্মারে অক্ষনির্দেশক বিচিত্র বর্ণনাগুলি অতি প্রয়োজনীয়। শীষ্ট তাহার শ্রোতাদের যোগ্যতা অসুস্মারে যে-উপদেশ দিয়াছেন, তাহা কতকটা ইহারই অনুকূল। প্রথমতঃ তিনি সর্বে আদীন দৈশ্ব্যের নিকট প্রার্থনা জ্ঞানাইবার উপদেশ দেন। তাঁরপর একধাপ উত্তে উঠিয়া বলেন, ‘আমি জ্ঞানাত্মা; তোমরা শোধা-প্রশাধা।’ পরিশেষে চরম সত্য প্রচার করিয়া বলেন, ‘আমি ও আমার পিতা এক’, ‘ব্রহ্মরাঙ্গ তোমাদের অন্তরেই অবস্থিত।’ শঙ্করাচার্য শিক্ষা দেন : দেবতার শ্রেষ্ঠ অমুগ্রহ তিনটি—(১) মমুক্ষুদেহ, (২) দৈশ্ব্যলাভের ইচ্ছা এবং (৩) জ্ঞানের আলোক দিতে সমর্থ আচার্য। এই তিনটি লাভ করিতে পারিলে মুক্তি আমাদের করত প্রস্তুত। একমাত্র জ্ঞানই আমাদের মুক্তি দিতে পারে, কিন্তু জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ধর্মগুলি তিরোহিত হইবে।

—বাণী বিবেকানন্দ

[বাণী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৩য় সং, ২১৪০৬]

কথাপ্রসঙ্গে

অমৃত সংযোগ ও শঁকরাচার্য

দ্বাৰা বিবেকানন্দেৰ একাধিক বক্তৃতাৱ, চিঠিপত্ৰে, বাংলা বচনৰ এবং কথোপকথনে মহিৰ মহৱ সপ্তক উন্মেষ এবং মহসংহিতা হইতে গোকেৰ উক্তি দেখা থাব। একটি বক্তৃতাৰ দ্বাৰাৰী বলিয়াছিলেন, ‘মদি মহু এই ভাৱতত্ত্বমিতে পুনৰাগমন কৰিবেন, তিনি এখনে আলিঙ্গ কিছুমাত্ৰ আকৰ্ষণ হইবেন না; কোন অপৰিচিত হাবে আলিঙ্গ পড়িলাম—একখা তিনি মনে কৰিবেন না। সহজ সহজ বৰ্দ্ধব্যাপী চিন্তা ও গুৰীকাৰ কল্পকল সেই আচীন বিদ্বনসকল এখনও বৰ্তমান; শৃঙ্খল শৃঙ্খল দ্বাৰাৰ অভিজ্ঞতাৰ কল্পকল সেই সকল সন্মান আচীন এখনও এখনও বৰ্তমান।’

আৱেকটি বক্তৃতাৰ মহুকে ‘শ্রেষ্ঠ প্রতিকাৰ’ বলিয়া অভিহিত কৰিয়া দ্বাৰাৰী বলিয়া-ছিলেন, ‘মদি আমহা মহুৰ উপনুত্ক বংশধৰ হই, তবে তাহাৰ আদেশ আমাদিগকে অবগুহি পালন কৰিতে হইবে, যে-কোন বাকি আমাদিগকে শিকা দিতে সমৰ্থ, তাহাৰ নিকট হইতেই ঐতিহ ও পারম্পৰিক বিদ্যৰ শিকা দইবাৰ অস্ত প্ৰস্তুত ধাৰিতে হইবে।’

‘আচা ও পাঞ্চাত্য’ দ্বাৰাৰী শিখিয়াছেন, ‘কুমারুন হ’তে আৱস্তু ক’বে কাশীৰ পৰ্যন্ত— বাঙালী, বেহাৰী, অয়াঙ্গ ও নেপালীৰ চেহেৰ মহু আইনেৰ বিশেব আচাৰ।’

‘দ্বাৰি-শিষ্ট-সংবাদ’ গ্ৰন্থিতে দেখা থাব, শিষ্ট পৰাচক্ষু চক্ৰবৰ্তীকে দ্বাৰাৰী বলিতেছেন, ‘মহু, দাঙ্গবদ্ধ প্ৰত্যক্ষি কৰিদেৱ মন্ত্ৰে দেশটাকে

দীক্ষিত কৰতে হবে। তবে সমৰোপহোৱা কিছু কিছু পৰিৰুচিৰ ক’বে দিতে হবে।’

পাঞ্চাত্য একবাৰ এক শ্ৰীষ্টান ধৰ্মবাচকেৰ সহিত দ্বাৰাৰীৰ তুমুল তৰ্ক হৰ। দ্বাৰাৰী অভ্যন্ত উদ্দেৰিত ও কুকু হইয়া দ্বাৰাৰীকে কটুকি কৰিবেন। এই ধৰনেৰ বাগ্যুক্ত দ্বাৰাৰীৰ প্ৰচাৰকাৰ্যেৰ ক্ষতিকৰণ বলিয়া তাহাৰ গুড়াকাঞ্চীয়া মন্ত্ৰ্যা কৰিলে দ্বাৰাৰী একটি বিশ্যাত পত্ৰ লেখেন। সেই পত্ৰে আছে, ‘আমি মিষ্টানী হইতে বৎসোণ চোষা কৰি, কিন্তু বধন উহাতে আমাৰ অন্তৱ্য সত্ত্বেৰ সহিত একটা উৎকৃষ্ট বৰকমেৰ আপন কৰিতে হয়, তখনই আমি ধামিয়া থাই।... আমি স্পষ্ট বুবিয়াছি, মহু কেন সংযোগিগণকে উপদেশ দিয়াছেন: একাবী ধাৰিবে, একাবী বিচৰণ কৰিবে।’

তৎ বিবেকানন্দ নহেন, শঁকুৰ হইতে আৱস্তু কৰিয়া সমস্ত মহান আচাৰী মহিৰ মহুকে বোগ্য মৰ্যাদা দিয়া পিয়াছেন। অবশ্য মহু কোন সবৰেৰ লোক, তাহা আজও নিৰীত হৰ নাই এবং তিনি নিষে কোন গ্ৰহণ বচনা কৰিবে নাই। তবে ‘ভূগোৱা মহু-সংহিতা’ নামে দে গ্ৰহণ বৰ্তমানে আমৰা পাই, তাহাতে মহুই বিধানসমূহ লিপিবদ্ধ আছে, ইগুই দ্বাৰাৰীপ্ৰযুক্ত আচাৰ্যগণেৰ উকিতে সপ্রযোগ। পক্ষান্তৰে ঐতিহাসিকদেৱ মতে বৰ্তমান মহুসংহিতাটি ২০০ শ্ৰী: পূৰ্বীৰ হইতে ২০০ শ্ৰীষ্টাদেৱ মধ্যে বৰচিত; মহু এই সময়েৰ বহু বহু পূৰ্বেৰ মাজুৰ এবং তাহাৰ

অলিখিত বিশানগুলি সর্বাংশেই হে এই গ্রহে
লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এইকণ মনে করিবার
কোনও হেতু নাই।

মহসংহিতার ষষ্ঠাধ্যায়ের প্রথমাংশে
(গ্রোক ১-১২) বানপ্রস্থাঞ্চীর এবং শেষাংশে
(গ্রোক ৩৩-৭) সংযাসাঞ্চীর হৃতা
স্থকে বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে। ঐ
অধ্যায়ের বলা হইয়াছে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয় ও বৈশ্য
জাতির গৃহস্থ বখন দেখিবেন হে, গোচর্ম
শোল ও কেশ পক হইয়াছে এবং পুরুষেও পুত্ৰ
হইয়াছে, তখন তাহার বনগমন করা উচিত।
তাহার পক্ষী যদি সদে বাইতে ইচ্ছুক হন,
তাহা হইলে তাহাকেও সহে লইয়া বাইবেন,
অঙ্গুষ্ঠা তাহাকে পুত্রগণের নিকট বাধিয়া
একাকীই বনবাসী হইবেন। বানপ্রস্থাঞ্চে
কঠোর তপস্কার জীবনের হৃতীয় ভাগ
বাপন করিয়া চতুর্থ ভাগে সর্বসম পরিত্যাগ
করিয়া মোক্ষলাভের অঙ্গ সংযাসাঞ্চী
হইবেন। (বনবাসিনী পক্ষীর কি গতি হইবে
তাহার উজ্জেব নাই!)। দিঙগণ ব্রহ্মচর্য, পার্বীহ্য
ও বানপ্রস্থ—এই তিনি আশ্রম ক্রিয় অবলম্বন
না করিয়া মোক্ষকামনা করিলে অধোগতি
প্রাপ্ত হন। যিনি সর্বভূতে অভয়ানন্দ করিয়া
সংযাসাঞ্চী হন, সেই ব্রহ্মবানী ব্যক্তি
তেজোমূল লোকসমূহ লাভ করেন। সর্বসম-
বৃহিত হইলে সিদ্ধিলাভ হয় আনিন্দ্যা আশ্র-
মিদ্বির অঙ্গ নিত্য একাকী বিচরণ করিবেন।
সংযাসীর দৃজাদি কোনও কর্ম ধাকিবে না,
নিন্দিত কোনও বাসহান ধাকিবে না, তিনি
ব্যাধি-প্রাপ্তকারে উপেক্ষাকারী, হিয়মতি
এবং সর্বান ব্রহ্মভাবে সমাহিত হইয়া অবশ্যে
জীবনবাপন করিবেন—কেবল ডিক্ষাদের
অঙ্গই গ্রামে বাইবেন। মৃত্যুর শর্বাবাদি ডিক্ষা-
পাত্ৰ, বাসের অঙ্গ ইক্ষমূল, জীৱ কৌপীনাদি

বসন, একাকী অবহান এবং সর্বসম সমস্ত—এই
সকল সুকের লক্ষণ। সংযাসী জীবন বা
স্বর্ণকে অভিনন্দিত করিবেন না, অপসাম-
অনক বাক্যসকল সহ করিবেন; ক্ষণস্তুত
দেহ ধারণ করিয়া কাহারও সহিত শক্তা
করিবেন না। কেহ কোথ করিলে তাহার
প্রতি ক্রুক হইবেন না, আজোখকারীর
প্রতি ক্রুপ বাক্য প্রয়োগ করিবেন।
গৃহস্থের গৃহে পাকায়ি নিবাপিত হইলে,
সকলের আহাৰ শেব হইলে এবং উজ্জিঠ
পাজাদি পরিত্যাক হইলে সংযাসী ডিক্ষাৰী
হইবেন। ডিক্ষা না পাইলে তিনি বিবৰ
হইবেন না, পাইলেও আহ্লাদিত হইবেন না;
বাহাতে প্রাদ্যুম্নামূল নির্বাহ হয়, এইকণ
ডিক্ষার গ্রহণ করিবেন এবং দিবাৰাত্রে একোৱা
মাত্ৰ ডিক্ষা করিবেন। সহসূর-সহকারে
বে-ডিক্ষালাভ, তাহা সর্বান পরিবর্জন করিবেন,
অঙ্গুষ্ঠা সংযাসী মৃত্যুবহু হইলেও, তাহার
সংসাৰবক্ষ ঘটিতে পারে। তিনি অস্তাহার
ও নিঃস্বর্বাসের দ্বাৰা ইত্তিসমূহকে বিষয়-
সমূহ হইতে নিৰৃত করিবেন। (৬৪৯)।
আগুন্যাম, প্রত্যাহাৰ, ধাৰণা ও ধ্যানেৰ
অভ্যাস করিবেন—জীবেৰ উৎকৃষ্ট বা অপৃৃষ্ট
বোনিতে কি কাৰণে অস্ত হয়, তাহা ধ্যান-
ধোণেৰ দ্বাৰা আনিতে পাৰা দ্বাৰা। ধ্যান-
ধোণেৰ দ্বাৰা সহায় আকুলৰ্মসল্পৰ সংযাসী
পাপ-পুণ্যাদি কৰ্মসমূহেৰ দ্বাৰা সংসাৰবক্ষনে
আৰক্ষ হন না; আকুলৰ্মসল্পীন দ্বাৰাৰী
সংসাৰগতি প্রাপ্ত হয়। বখন মন সর্ববিষয়ে
নিঃস্পৃহ হয়, তখন কি ইহলোক, কি পৰলোক
—সর্বতই নিষ্পত্তি লাভ কৰা দ্বাৰা। এই-
ভাবে বে-বিজ্ঞ সংযাসাঞ্চী হন, তিনি সমস্ত
পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পৰত্বকে প্রাপ্ত হন।

ইহাৰ পৰ মহসংহিতার ষষ্ঠাধ্যায়েৰ শেষে

গার্হিণ্যাশ্রমকেই সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম বলা হইয়াছে, কারণ গৃহসংগ্রহ অঙ্গ তিনি আশ্রমের পোষক। সর্বশেষে 'কুটীচর' নামক সন্ন্যাসীদের কথা বলা হইয়াছে। ইহারা গৃহস্থের অবস্থা-অঙ্গের অধিক্ষেত্রে সর্বকর্ম পরিচ্যাগ করিলেও, সংবল হইয়ানিয়া বেদপাঠ করিবেন এবং পূজার আসাঞ্ছাননের উপর নির্ভর করিয়া হৃথে কালাতিপাত করিতে পারিবেন।

মহসংহিতার বাঠাধ্যারের এই সন্ন্যাসবিধি বিশেষ করিলে দেখা যায়, মহ একাধিকবার স্পষ্ট ভাবার বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মচর্য, গার্হিণ্য ও বানপ্রস্থ—এই আশ্রমজন্ম ক্রমণ: অবলম্বন না করিয়া চতুর্থ অর্ধাং সন্ন্যাস-আশ্রমে প্রবেশের অধিকার কাহারও নাই। (৩০৪-৩৮, ৮৮)।

মহর প্রতি অশ্রেবঞ্জামস্পর হইলেও, মহসংহিতার অনেক ঝোক নিজ ভাঙ্গে উচ্ছৃত করিলেও এবং মনুক এই পারম্পর্যবর্কিত সন্ন্যাস, ধারার অপর নাম 'আশ্রম-সন্ন্যাস' ('বিবিদিষা'-সন্ন্যাসের বিপরীত), ভাঙ্গে শীকার করিলেও ক্রমতর করিয়া দে সন্ন্যাস সংজ্ঞাই নহে, একথা খঁকের মানিতে প্রস্তুত নহেন। এক্তগুলো খঁকের আশ্রম-সন্ন্যাস অপেক্ষ। বিবিদিষা-সন্ন্যাসের উপরই বিশেষ কোন দিয়াছেন। বৈবাগ্যের সূর্তিপ্রিণ, তিনি অষ্টম বর্ষ ক্রমেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তিনি কি করিয়া মনুক আশ্রম-সন্ন্যাসকেই একথা সন্ন্যাস বলিয়া শীকার করিতে পারেন! অবশ্য নিজের আচার-অঙ্গালোক বা উপরকিকে খঁকের তাঁহার বচনাবসীতে প্রসাধ হিসাবে কোন শুল্ক উল্লেখ করেন নাই। সর্বজ্ঞ তিনি অংতি, শুভি, ইতিহাস, পুরাণকেই প্রমাণকল্পে উপহারিত করিয়াছেন। গীতার হঙ্গীর অব্যাধের ভাস্তুবিকার তিনি বিবিদিষা-সন্ন্যাসের সপক্ষে প্রমাণকল্পে উচ্ছৃত

করিয়াছেন অনেক শান্তবচন। উহাদের ক্ষেক্ষণের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

১। বৃহস্পতিবচন :

'সৎসারদেব নিঃসারং দৃষ্টঃ। সারদিমৃক্ষয়।'

প্রত্যঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঃ পরঃ বৈবাগ্যমাত্রিতাঃ॥'—সৎসারকে অসার দেবিয়া সারদর্শনের ইচ্ছার অবিবাহিত ব্যক্তিগণ পরম বৈবাগ্যের আশ্রম গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করেন।

২। আবাস উপনিষদ :

'ব্রহ্মচর্যাদেব প্রত্যঙ্গঃ'— ব্রহ্মচর্য-আশ্রম হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত [যদি ব্রহ্ম বৈবাগ্য উপনিষত হয়]। [মূল আছে, 'ব্রহ্মচর্যাদেব প্রত্যঙ্গে, গৃহাদ বা বনাদ বা ।']

৩। বৃহদারণাক উপনিষদ :

'বৃথার অধ ডিকাচৰ্য চৱতি'—পুরৈষণা, বিষ্ণোবণা ও লোকৈবণা পরিচ্যাগ করিয়া তিক্ষণ্যা অবলম্বন করিবে অর্ধাং সন্ন্যাসী হইবে।

৪। কৈবল্য ও মহানারায়ণ উপনিষদ :

'ন কর্মণা ন প্রজ্ঞাদনেন ত্যাগেনেকে অসৃতস্থানঙ্গঃ'—কর্মের দ্বারা নহে, সত্ত্বান-সৃষ্টির দ্বারা নহে, ধনের দ্বারাও নহে, একমাত্র ত্যাগের (সন্ন্যাসের) দ্বারাই কেহ কেহ অসৃতস্থানাত্ম করিয়াছেন।

তথ্যীতাত্ত্বাঙ্গে নহে, উপনিষদ ও ব্রহ্মজ্ঞের ভাঙ্গেও বিবিদিষা-সন্ন্যাসের সর্বর্থনে তিনি শেখনেধারণ করিয়াছেন এবং গার্হিণ্যাশ্রম নহে, সন্ন্যাসাশ্রমই বে সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম, ইহাই তাঁহার বক্তব্য। বক্তব্য: মহসংহিতার বাঠাধ্যারে গার্হিণ্যাশ্রমের প্রতিতে যহু দে-উপন্যাসিয়াছেন (৩১০)—

'যদা নদীনদীঃ সর্বে সাগরে যাণি সংহিতিঃ।
তবৈব আশ্রমিণঃ সর্বে গৃহস্থে যাণি সংহিতিঃ।'

(বেদন নদনবীমসূহ সাগরে বাইয়া হিতিলাভ করে, সেইজন্য অস্তুষ্ট সমষ্টি আশ্রমবাসীরা গৃহসংহিতারে হিতিলাভ করে), সে-উপর স্থূল নহে, কারণ নদনবী অস্তুষ্ট সাগরে বার, সধাপথে নহে। উপরাটির স্থূল প্রয়োগ চতুর্ভু আশ্রম সম্পর্কেই হইতে পারে।^১

মহসংহিতার বাঠাধ্যারের সম্মানপ্রকরণে যত্ন তত্ত্ব ‘বিজ্ঞ’, ‘বিশ্ব’ ও ‘আক্ষণ্য’ শব্দের ব্যবহৃত হওয়ার অনেকেরই সংশ্লিষ্ট হল, মহমতে কেবলমাত্র আক্ষণ্যদেরই সম্মান বিহিত অধ্যাৎ বিজ্ঞদেরই অর্থাৎ আক্ষণ্য, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের। মহ সম্মানপ্রকরণ শুভ করিয়াছেন ‘বিজ্ঞ’ শব্দের বাবা, শেষ করিয়াছেন ‘আক্ষণ্য’ শব্দের দারা এবং সধে কখনও ‘বিজ্ঞ’, কখনও ‘আক্ষণ্য’, কখনও বা ‘বিশ্ব’ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। কোনও উচ্চনার তাত্পর্য-নির্মাণে উপক্রম ও উপসংহারের বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ চূমিকা আছে এবং পুনরুক্তিরও। উপক্রম

ও উপসংহার এক না হওয়ার এবং সধে কেবলমাত্র ‘বিজ্ঞ’ শব্দটির পুনরুক্তি না থাকার মহসংহিতার অধিক্ষেত্রে দুর্বা কঠিন। মহসংহিতার অধ্যাত তাত্কার মেধাতিথি নামা পূর্ণগুরুত্বে করিয়া, বহু বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মহমতে আক্ষণ্যদেরই সম্মানে অধিকার। টাকাকার কুমুক ভট্টেরও ঐ একই অভিযন্ত। যদিও ইঁহাদের বৈশ্যে সন্দেহাতীত, তখাপি পণ্ডিতগণ সকলেই কোনকালে একমত হইতে পারেন না। তাই সেখা বাব বাজেবক্ষ-সংহিতার টাকাকার বিশ্বকণ মহসংহিতার ‘আক্ষণ্যবৌন সমারোপ্য আক্ষণ্যঃ প্রত্যেদ গৃহাণ’ (৬০৮) (আয়াতে অগ্নি আরোপণ করিয়া অর্থাৎ বাহু অগ্নিহোত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া আক্ষণ্য গৃহ হইতে প্রত্যয়া করিবেন) —এই বচনটির ব্যাখ্যার লিখিয়াছেন, ‘আক্ষণ্যঃ ক্ষত্রিয়ে বা অথ বৈশ্যে অপি প্রত্যেদ গৃহাণ’ অর্থাৎ কৃত্য আক্ষণ্য নহেন, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেও সম্মানগ্রহণ করিবেন।^২ আধুনিক কালেও

১ ইতিহাস-সচেতন বাক্তিগণ বলেন, মহসংহিতার বাঠাধ্যারে সম্মানপ্রকরণে অক্ষণ্য-গার্হস্থান্ধের অনুষ্ঠ প্রথমা এবং আশ্রমসমূহের অনুষ্ঠ করিয়া সম্মানপ্রাপ্তেরে তৌর নিষ্কার কাথণ এই যে, প্রথম বর্ণন বৃচিত হইয়াছিল (২০০ ঝী: পৃঃ-২০০ ঝী:), তখন এবং সহস্র সহস্র বৌক বিবিদিশ্য-সম্মানীয় আবির্ত্তার হইয়াছিল এবং মুবাবসনেই সম্মান-গ্রহণকে অচার্ষ পৌরবের বিষয় বলিয়া বলে কঠিন। হইত, যদিও ঐ সকল সম্মানীয় সকলেই যে সম্মানের প্রত্যক্ষ অধিকারী ছিলেন, তাহা নহে। বেদবিব্রোধী বৌক সম্মানীয়ের এই ব্যাপার মহসংহিতাকার ঘোটেই স্থুনস্থুনে দেখেন নাই, কারণ ইহার কলে অধ্যাত চতুর্বাচ্চ-ব্যবহৃত বিগ্রহে হইয়াছিল।

২ বৌকণ প্রত্যাক্ষীর অধ্যাত প্রতিকার ব্যুননন (১৪২০-১৫ ঝী:) তাহার অসিদ্ধ গ্রহ ‘অষ্টাবিংশতিত্বে’র অন্তর্গত মলমাসত্ত্বের ‘সম্মাননিষেধবিচারঃ’ অকরণে বিশ্বকণের ব্যাখ্যা। সম্মানবি পরিহার করিতে না পারিয়া লিখিয়াছেন যে, ঐ ব্যাখ্যা মুগড়েদে গ্রহণ করিতে হইবে; অর্থাৎ সত্য, হেতু ও পাপবৃগ্রে আক্ষণ্য, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সম্মানে অধিকার হিল, কিন্তু কলিশ্যুপে কেবলমাত্র আক্ষণ্যেরই সম্মানে অধিকার আছে।

অনেকে বলেন মহুর অভিপ্রায় এই যে, পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু শীতার বিজ্ঞানেরই সংযোগ অবিকার আছে।^{১০}

মহসংহিতার ভাষা এই বিষয়ে স্পষ্ট না হইলেও, শংকরের ভাষা স্পষ্ট। তিনি বৃহদারণ্যক উপনিষদের তাত্ত্ব ধার্থীন ভাষার একাধিকবার বলিয়াছেন যে, ক্রিয় ও বৈক্ষেণ সংযোগের ভাষা বৈক্ষেণ সংযোগের ভাষা অবিকার আছে।

বিবিদ্যা-সংযোগ বিষয়ে মহুর সহিত শংকরের বচত মতবিবোধ ধারুক, গার্হিণ্যামকে সর্বশেষ আশ্রম বলিয়া অভিহিত করাতে বচত আগম্য ধারুক, মুখ্য-সংযোগীর (অ-‘ডুটীচ’ সংযোগীর) ক্ষত্য সম্পর্কে মহুর সকল বিদ্যান বিজ্ঞানে, শংকর তাহারই আলোকে শীতাদি পাদ্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা আমরা লক্ষ্য করি। শীতার অঠারো অধ্যায়ে ‘বিবিক্ষণেবৌ লক্ষণী’ (১৮।৭২) ইত্যাদি কথার বাবা বে প্রস্তু উপাদিত হইয়াছে, শংকর তাহার সংযোগ-

পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু শীতার সেখানে ‘সংযোগী’ শব্দের বাঁ সমানার্থক শব্দের অর্থোগ না ‘ধারণা’ অনেকেই শংকরের সমালোচনা করেন। কিন্তু শংকর মহুকেই অঙ্গসরণ করিয়াছেন। নির্জন হানে বাস করা ও প্রাণহাতী হওয়া সংযোগীর ধর্ম—মহু বলিতেছেন (৭।৫১):

অঞ্চলাভ্যবহারেণ যহঃস্থানাসনেন চ।
ত্রিমাণানি বিষয়েরিজ্ঞাপি নির্বর্তেৎ॥

[অঙ্গবাস পূর্বেই সেওয়া হইয়াছে]
অঙ্গপতাকে শীতার বাঁধ্যায়ে ‘একাকী’ (৭।১০), বাসপাদ্যায়ে ‘অনিকেতসঃ’ (১২।১২) ইত্যাদি শব্দের অর্থোগ মেডিয়া শংকর সংজ্ঞিত গ্রোকসমূহের সংযোগক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কারণ এই সকল শব্দ সংযোগীর বিশেষণকলে মহসংহিতার সংযোগপ্রকরণেই বিষয়ান। স্মৃতির সংযোগপ্রকরণে বচত সহিত প্রবল মতভেদ ধারিলেও শংকর মহুকে তাহার বোগ্য সন্ধান নিতে কখনও কুটিত হন নাই।

৩ প্রতিত কাশীজ্ঞ বিজ্ঞান মহসংহিতার উপর ‘চিরপ্রতা’ নামে একটি সংস্কৃত শীঘ্র প্রিয়াছেন। (গুইটি ধৰ্মাবহোপাধ্যায় প্রবন্ধনার তর্কভূমিতে তৃতীকা-সংবলিত)। তিনি সংযোগপ্রকরণে মূল্য ‘ব্রাহ্মণ’ ও ‘বিদ্য’ প্রত্যন্ত সর্ব ক্রিয় ও বৈশেষ উপলক্ষে প্রযুক্ত বলিয়াছেন।

হিন্দু আইনেও (Hindu Law) কেবলমাত্র আক্ষণ, ক্রিয় ও বৈক্ষেণ সংযোগ বীকৃত। এইজন্ত হিন্দু সংযোগীরই পূর্ণাঙ্গীয় সম্পত্তিতে অধিকার নাই। এই সকল হিন্দু আইন প্রবন্ধনে অতীতে এবং পুরী মধ্যাদি-স্থানিক প্রতিতপ্রদেশের তৃতীকা-ও স্ববিহিত।

৪ ছাইটি গ্রোকের পূর্বে (১৩।৪৩-এ) অবক্ষ ‘সংযোগেন’ শব্দটি আছে। কিন্তু ব্রায়াহ্মণ আচার্যগণ উহার অর্থ করিয়াছেন, কর্মের কল্পাগ, কর্মে সমৰ্পক্ষিত্যাগ এবং কর্মে কর্তৃত্যুক্ত্যাগ। এই প্রিয় ত্যাগের নামই সংযোগ।

गीतार कर्मयोग-प्रसंगे

शामी हिंदूगानन्द

उगवान अर्जुनके कर्मयोग पिका दियेहेन
एवं निकाम कर्माधनार मरठेवे वड्ह छटि शक्ति
काम आर क्रोधेव कथा बलेहेन। साधक या
करते चान, ऐ छटि ताके ता करते मेव ना।
यदिओ याहुवेर करवार किछुइ नेहि; एतो
ठिक ये, उगवानेव ईच्छातेइ सरकिछु हज्जे—
सरकिछुइ हिन्दीकृत हज्जे रमेहेन, predesti-
nated, त्वं याहुवेर हातेवे एकेवारेइ
किछु नेहि, ता नव। किछुटा आहे। सेटि
पूरुषकार। सेटिके ग्रंथोग करते हवे।
तार केत्र यदिओ अत्यन्त संकीर्ण, त्वं नेहि
सीमित परिसद्वेर मधेहै पूरुषकार ग्रंथोग
करे याहुवके वाचार वावहा करे निते
हवे। एतोও उगवद्वत्कृता। यदि पूरुष-
कारेव कोन थान ना थाकतो, ताहले
याहुवेर साधनार्थावे कोन ग्रंथोग थाकतो
ना। आमार या घटवार ता तो घटवेहि,
काढेकाळेहै आमारतो आर करवार किछु
नेहि। आमार हात-गा वारा। वड्ह गत्व मठेतो
किछुइ करते गारिना। उगवानहै सर किछु
करवेन। एताव किंठि ठिक नव। गीताते
उगवान बलेहेन, तोयार पूरुषकार आहे,
ताके अवलवन करते हवे। ‘अहि शक्तं
यहावाहो।’ (३४०)। उगवान श्रीरामकृष्ण
तार शुभव उपवासहारे बलेहेन, याहुव वड्ह
ठिकहै किंठि तार एই वक्षनेर मध्येव किछुटा
आवीनता आहे। तार एই आवीनता आहे
बलेहै साधनार सार्वकृता। गवर पलार र्होटार-
वारा दफ्तिर घेट्कू गीरा तार मध्ये से आवीन।
याहुवके वे सीमित आवीनता देवेहा आहे,
तार सद्यवहार से करते गारे।

वे-याहुव अत्यन्त अनेतिक जीवन यांगन
करहे, लृष्टिन करहे, अपवार ओपर उंगीचन
करहे, से वेन तराष-विसूक समुद्रे कृष्ण एकठि
लोकार मठेतो डूब-डूब हज्जे पडेहेह। एই कि
याहुवेर गति? तार कि वाचार कोन उपार
नेहि? आहे। शांत बलेहेन, तार एই ये
वक्षन-अवस्था, ता खेके युक्तिव उपार तार
निवेद वाहेहै आहे। ताके ‘संतता
आप्तानम् आप्ताना’ (३४०) निवेदेहै चेता
करते हवे। पूरुषकार अवलवन करते
हवे। हरतो उत संकर आमि करलाम,
आर कोनव अस्तार काळ करवो ना बले
मने मने हिंव करलाम। किंठि ता सर्वेऽ केन
ये आमार आवार सर ओलटपालट हज्जे
याव—के वेन आमार जोर करे अस्तारेर
दिके, अस॒ चित्तार पद्धे निरे वार। ‘वलादिव
निरेभितः’ (३०६)। के करहे? ‘अकृतिं
यास्ति भृतानि निश्चिः किं करिति।’ (३००)।
निवेद अकृतिव याव। आडित हज्जे अतिति
जीव काळ करते याव्य हज्जे। तार हात
खेके वाचि कि करे? अर्जुनेर अप्ति खूबहै
तारवार विषय—के जोर करे आमाके
दिवे अस्तार करिये निच्छ?—हिंव ना
याकलेऽ आमि करते याव्य हिंव, तार यावा
प्रेरित हज्जे आमि एই सर करहि? याहुव
आने मद खेले याताल हव, ताते संसारे
अशास्ति आसे, ता सर्वेऽ ‘अनिष्टगणि’ (३००)
हिंव ना याकलेऽ, ऐ दृकर्मे केन लिख हिंव?
आमार यावन बृक्षि हिंव याके तर्फन आमि ठिक
याकि, किंठि यावे याके केन एमन हव?
श्रीचौतेओ एই द्यन्वेव कथा आहे—देवी

ভগবঠী জামীদেরও বৃক্ষ ‘বলাঁ আকৃষ
মোহার’ মোহগতে কেলে বিগঝ করেন।
সেখানে অবশ্য মহামারীর ওভাবে হচ্ছে বলা
হয়েছে।

আর এখাবে শ্রীভগবান বলছেন, মাছবের
বে অকৃতি, সেটা তিনটি উন্দের সংযুক্তির ওপর
নির্ভর করছে—সত্য, ব্রহ্ম ও তত্ত্ব। কারণ
কারণও রক্ষেণ্টগ বেলী, তাৰ খেকেই কারণ ও
কোথেৰ হষ্টি (৩৩)। এ হষ্টি মেন হাকসেৰ
মতো, এদেৱ দুখা-তফাৰ পরিচৃষ্টি লেই—
চৰিতাৰ্থ হয় না কৰ্মণও। এৱাই তোমাৰ শক্ত
—এৱাই তোমাকে পাপ কৰাচ্ছে। এই হষ্টি
বেৰাবৰ মত তোমাৰ জানকে আবৃত কৰে
বেথে দিচ্ছে। (৩৪)। বুৰতে দিচ্ছে না সেই
মুহূৰ্তে বে তুমি অস্তাৰ কৰাচ্ছে। জানেৱ
আবৰণকাৰী এবা তোমাৰ নিত্য বৈৱী—চিৰ-
দিনেৱ শক্ত। (৩৫)। অতএব এ হষ্টিকে সংবত
কৰো। এই কাম-ক্রোধকে সামৰাতে গেলে
এদেৱ মূলকে জানতে হবে। এদেৱ অবিষ্টান-
ক্ষেত্ৰ কি? এৱা প্রতিষ্ঠিত আমাদেৱ ইত্তিয়,
মন, বৃক্ষিতে। এখন এই অবিষ্টান-ক্ষেত্ৰকে
মূল কৰতে পাৰলৈহ, কাম-ক্রোধকে মূল
কৰাৰ সত্ত্ব। সেৱচ্ছ শান্তি বলছেন শ্ৰম-সম
অবলম্বন কৰতে। শ্ৰম হচ্ছে মনকে সংবত
কৰাৰ উপায়—অস্তুৰিক্ষিৰ মূল কৰাৰ
উপায়। আৱ বহিৰিক্ষিৰ মূল কৰাৰ উপায়
হচ্ছে মন। কৰ্মেক্ষিয়, জ্ঞানেক্ষিয়—এদেৱ মূল
কৰতে হবে, সংবত কৰতে হবে। তবেই মাছব
প্রকৃতিকে বৰ্ণীভূত কৰতে সক্ষম হবে। এটাই
তাৰ পুৰুষকাৰ প্ৰয়োগ। এইজন্ত এখনেই
ইত্তিয়ওলিকে সংবত কৰতে হবে—‘তথাৎ স্মৃৎ
ইত্তিয়ণামো নিৰয়’ (৩৬)। বৌদ্ধধৰ্মেও
ভগবান বৃক্ষ তাৰ আঠা঳িক মার্গে বলছেন এই
ইত্তিয়-সমন্বেৰ কথা। অটোটি গথ হয়েছে

নিৰ্বাখলাতেৰ অঙ্গ—(১) সম্যক মৃষ্টি, (২) সম্যক
সকল, (৩) সম্যক বচন, (৪) সম্যক কৰ্ম, (৫) সম্যক
আৰুৰিকা, (৬) সম্যক ব্যাপোৰ, (৭) সম্যক স্মৃতি,
(৮) সম্যক সমাপি। (১) আমাৰ মৃষ্টি সম্যক হবে,
মাধু মৃষ্টি হবে।—ষা মেধা উচিত নহ, সেদিকে
আমাৰ মৃষ্টি বাবে না। (২) আমাৰ মনেৰ
সকল সাধু হবে—অসংচিত। মনে আসবে না।
(৩) সত্য কথা বলতে হবে। (৪) আমাৰ
কাজ ঠিক গথে চলবে। (৫) আমাৰ জীবিকা
সংপৰ্কে হবে। দুব নেবো না, Black-
marketing কৰবে। না। (৬) চেষ্টা ঠিক গথে
চলবে। (৭) আমাৰ স্মৃতি সং-বিবৰণ বিয়ে
চলবে। আমি অঙ্গালুক কাজ কৰেছি পূৰ্বে কিছি
পৱেও মাবে মাবে সেই অসংবৰ্তিৰ বোমহন
কৰে আনল পাৰাৰ চেষ্টা কৰি। এটা ঠিক
নহ। আমাৰ স্মৃতিও বেন অসং-বিবৰণ না
হয়। (৮) মনকে সম্যক্তপে কেশীভূত কৰতে
হবে, একাগ্ৰ কৰতে হবে। এইগুলি হলৈ গথে
তবে বৌদ্ধিৰ উদ্বয় হবে। এখনেও ঠিক সেই
কথাই ভগবান বলছেন। প্ৰথমে ইত্তিয়কে
মূল কৰো—মাধু হও। উপনিষদেৰ
কাহিনীতে আছে প্ৰাপতি দেৱ, মানব ও
অনুৱদেৰ উপনৰে বিৱেছিলেন, দ—ম—ম।
দেৱতাৰা ছিলেন অংশত। তাই প্ৰাপতি
তাৰেৱ বললেন, ‘ম’ অৰ্থাৎ ‘মায়ত’—মূল
কৰো। মালবদেৱ বললেন, ‘ম’ অৰ্থাৎ ‘মত’—
মান কৰো। মালুবৰা লোভী। তাই লোভ
পৰিত্যাগ ক’বৰে মান কৰতে বললেন। আৱ
হিংয়-স্বচ্ছ-সম্পৰ্ক অনুৱদেৱ বললেন, ‘ম’
অৰ্থাৎ ‘মহামূল’—মূল কৰো। শ্ৰীকৃষ্ণ তাই
অৰ্থনকে এমেই ইত্তিয়ওলিকে নিৱৰ্ণিত
কৰাৰ কথা বলছেন। তাৰপৰে মন, তাৰপৰে
বৃক্ষিকে নিৱৰ্ণিত কৰতে হবে। মূল বৃক্ষ
নিৱৰ্ণিত হবে, তখন জীবেৰ অন্তৰহ বে আৰু

তিনি প্রোজেল হয়ে, আপন মহিমার ডাঁতের হয়ে প্রকাশিত হবেন। অতএব এটা জানো যে বৃক্ষের পারে যিনি আছেন, তাকে জানলেই কামনপ দুর্জন শক্ত দ্বারা সুধা কখনও হেঠে না, বরং খাল পেলে উজ্জ্বলোত্তর বেড়েই থার, তাকে জর করা থার। অঙ্গ উপার নেই—কারণ ইত্তর, দুর, বৃক্ষ, এবং কামনাকপ শক্তির আশ্রয়। সেই আশ্রয়ের উদ্দেশ্য যিনি আছেন, সেই আশ্রাকে না জানা পর্যন্ত এই শক্তিকে জর করা থার না। একটা মাঝে যদি দশ দিন উপবাস করে, তাতে সে কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়বে, কিন্তু তার মনে ঐ কাম, ক্ষোধের শৃঙ্খ একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যাবে না। সেটা প্রচলাবহার থেকে যাবে। বাসনার বেশ থেকে যাবে। বিদ্যুত্তি নিয়ন্ত হলেও মনে বিদ্যুত্তি থেকে থাবে, বত্তুণ পর্যন্ত না আস্তসাক্ষাৎকার হচ্ছে—‘বসোৎপ্যন্ত পরং মৃষ্ট। নির্বর্ততে।’ (২৫৪)। পরমাত্মার সাক্ষাৎকারলাভ হলেই এই সংসারহস, বিদ্যুত্তি চিরাত্মে নিযুক্ত হয়।

তাহলে গীতার ‘কর্মযোগ’ অধ্যায়ে আমরা কি পেলাম? শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন কর্ম করো—এটা তোমার কর্তব্য, কিন্তু ‘মুক্তসদ: সমাচার।’ (৩১)। নিকাম হয়ে, অনাসক্ত হয়ে কর্ম করো। কিংবা ‘মুরি সর্বাদি কর্মাদি সংক্ষেপ অধ্যাত্মচেতসা।’ (৩৩০)।—আমাকে সমস্ত কর্ম বিবেকবৃক্ষের দ্বারা সহর্পণ করে কাজ করো। এই ছটো উপার কর্মযোগের। একটা হচ্ছে, কর্মকলের দিকে লক্ষ্য না রেখে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করা। এটা একটু কঠিন—যামীজীও বলেছেন। আর একটা হচ্ছে, সমস্ত কর্মকল ভগবানের সহর্পণ করে কর্ম করা। ‘হে ভগবান, আমার কর্মকল সব তোমাকে অর্পণ করছি, নিবেদন করছি’—এই ভাবে

কর্ম করা। এতে একটা স্ববিধা আছে। একটা অঙ্গার বা অনৈতিক কিছু করে, তার ফল যদি ভগবানের অর্পণ করতে দাই, তাহলে কি বক্ষ হবে? ভগবানে যদি আমার বিষ্ণুস ধাকে, তবে কি আমি ঐ অঙ্গার অসং কর্মের ফলও তাকে নিবেদন করতে পারবো, না চাইবো? সেটা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। সেক্ষেত্র দীরে দীরে আমার যদি কর্মও করে আসবে। অবশ্য ভগবানের অতো বাচ্চিচার নেই। আমরা শ্রীমকৃষ্ণের জীবনে দেখেছি, একদিন তিনি অভিনন্দনে দেখতে গেলে কক্ষ গিরিশ ঘোষ নেশার ঘোষে তাকে অশ্রাব্য পালাপালি করেন। সমবেত ভক্তরা তাতে শুক হয়ে ঠাকুরকে বললেন, তিনি বেন গিরিশের কাছে আর না দান। ঠাকুর চূণ করে সব ওনে গেলেন। পরদিন রক্ষিতেরে ঐ প্রসন্ন হচ্ছে, এমন সমরে কক্ষ বামচক্ষ সেখানে এসে উপস্থিত হলে ঠাকুর বললেন, ‘যাম, তুমি কি বলো?’ রামবাবু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার কালীয়-দহন ঘোষে কালীয় নাগের কথাৰ উচ্ছিতি দিয়ে বললেন, “কালীয় নাগ শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিল, ‘এক্ষু আপনি আমার বিষ দিয়েছেন, আরি তাই পিছিছি। অমৃত আমি কোথায় পাবো যে আপনাকে তা দেবো।’ গিরিশবাবুরও সেই দশা। গিরিশবাবুকে আপনি বা দিয়েছেন, তিনি আপনাকে তা-ই দিয়েছেন।” সেখে সেখে ঠাকুর গিরিশের বাড়ী গিয়েছিলেন। সেখানে পিয়ে রেখেন, গিরিশ কেবে অহিম, আহারাদি ত্যাগ করেছেন। গিরিশ ব্যাকুল হয়ে কৌন্দতে কৌন্দতে ঠাকুরের পা জড়িয়ে ধরে বলছেন, ‘আজ যদি তুমি না আসতে, তাহলে বুঝতুম তুমি এখনো নিদানতিকে সমান জ্ঞান করতে পারবি। আমি বুঝেছি, তুমি সেই,

ତୁମି ଦେଇ । ଏବାର ଆମି ଆର ତୋମାର ଛାଡ଼ିଛି
ନା । ବଲ, ତୁମି ଆମାର ଡାର ନେବେ, ଆମାଯି
ଉଚ୍ଛାର କରିବେ ।'

ଅସଂଗତ: ବଳା ଯାର—ଏକବାର ପିରିଶବାଦୁ
ଠୀକୁରେ କାହେ ଏକଟି ଖେଉଡ଼ ଗାନ ଗେରେଛେନ ।
ଠୀକୁର ପେଟି ଓଳେ ତୋକି ହାତଟି ସବେ ମା-କାଳୀର
ମନ୍ଦିରେ ନିଯେ ପିଯେ ମେଧାନେ ନିଜେଇ ଏକଟି
ଖେଉଡ଼ ସରେଛେନ । ଗାନ ଓଳେ ପିରିଶବାଦୁ ବଲଛେନ,
—ହାତ ଝୋଫ କରେ ବଲଛେନ, 'ମଧ୍ୟାର ମେଥିଛି ଏ
ବିବରେ ଆମାର ଶୁଙ୍କ ।' ତଥନ ଠୀକୁର ନିଜେର
ମାଧ୍ୟାର ହାତ ଦିଯେ ଦଲଛେନ, 'ମେଥିବେ ଏଥାନେ
ସଂକୋର କିଛୁ ନେଇ ।' ଏକଟା କଥା ଆହେ 'କଳେ
ବେଦାଶିଳଃ ସର୍ବେ କାନ୍ତନେ ବାଜକା ଇବ ।—
କଲିତେ ସବାଇ ବେଦାଶବାଦୀ । କେମନ ? ନା,
କାନ୍ତନ ମାମେ ହୋଲିର ମମର ଛେଲେବା ବେମନ
ହୋଲିର ଗାନ ପାଇ, କିନ୍ତୁ ତାର ମାନେ ଜାନେ ନା ।
ଠୀକୁରେ ଖେଉଡ଼ ଗାଁଗାଓଇ ତେମନି ସଂକୋରହିନ ।

* ୨୧ଶେ ମାତ୍ର ୧୯୭୫, ବାଗବାଜାର ରାମକୃଷ୍ଣ ମଟେର 'ଶାରଦାନାଳ ହଜେ' ପିଲାଇ ପୃଷ୍ଠାର ଅଧ୍ୟାତେ ଶେଷ ଆଲୋଚନା ।
ବାବୀ ଅଛୁଟାନାଳ କର୍ତ୍ତକ ଟେଗ ରେକର୍ଡ ଗୃହିତ ଓ ମୁଦ୍ରିତିତ ।

ପିରିଶବାଦୁର ଡକ୍ଟି-ବିଦ୍ୟାସ ଅତୁଳନୀଯ ।
ଆମାଦେର ସବେ ତେବେ ଡକ୍ଟି-ବିଦ୍ୟାସେର ଝୋର
ପାକେ, ତବେଇ ପିରିଶବାଦୁର ମତେ ଆମାଦେର
ମୁହଁ ଧାରାପ କାଜେର ବୌରୀଓ ଉଗବାନେର
ଚରଣେ ମର୍ମପଣ କରିବେ ପାରିବୋ । କିନ୍ତୁ ମାଧ୍ୟାରଣ
ମାତ୍ରଦେହ କ୍ଷେତ୍ରେ ଦେଖି ଦେଖି ମହିମା ମହିମା
ମେଟୋ ପାରିବୋ ନା । ଆମରା
ମେଟୋ ପାରିବୋ ନା । ଆମାଦେର ଚେଷ୍ଟା କବେ କର୍ତ୍ତ
କର୍ମ କରାର ଏବଂ ଦେଇ ଶୁଣ କର୍ମର ଫଳ
ଶ୍ରୀଦଗବାନେର ଚରଣେ ଅର୍ପଣ କରାର । ଏଇଭାବେ
ଶାନ୍ତିବିହିତ କର୍ମର ଫଳାପଣ ମୃତ୍ୟୁର ଶପର
ପ୍ରତିହିତ ହଲେ ଆମାଦେର ଧାରୀ କୋନ ଅନୁଭ
କରିବି କରା ମହିମା ହବେ ନା । କାରଣ ତଥନ ଚିତ୍ତ
ଶୁଣ ହେଁ ଯାବେ । ଏଇନାମ କର୍ମଦୋଗ ।

ଏହି କର୍ମଦୋଗ କୋଣା ଥେକେ ଏବା ?
ଆମରା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରେଇ, ଏହି
କର୍ମଦୋଗ ବେଦେର ଭେତ୍ରେ କୋଥାଓ ଶ୍ରୀଦଗବାନେର
ନେଇ; ଶୁଣୁ ଶୀଘ୍ର ଭେତ୍ରେଇ ଏହି ଶ୍ରୀଦଗବାନେର ।

ଦଶ ବେଦାଶ୍ରୀ-ମୁଦ୍ରାଦାୟ

ଡକ୍ଟର ରମ୍ବା ଚୌଧୁରୀ

(ନବମ ପର୍ବିଯ)

ଶ୍ରୀପତିର 'ବିଶ୍ୱାସୈଭତବାନ'

[ପୂର୍ବାହୁନ୍ତି]

(୫) ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ: ଶ୍ରୀପତି ମେ ଅଭିମରଭାବେ
ବଲେଛେନ, ମୁକ୍ତଜୀବ ବିଦ୍ୱୁ-ତାଓ ତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ-
ତାବେ ମହାନ ଅଧ୍ୟୋତ୍ତମ । ବନ୍ଦତଃ କେବଳମାତ୍ର
ଅହୈତ୍ସେବାକ୍ଷେତ୍ରେ ଜୀବେର ବିଦ୍ୱୁତ ଶୋଭା ପାଇ—
ଅଞ୍ଚାନ୍ତ ବେଦାଶେ ନା ଏକେବାରେଇ । କାରଣ,
ଅହୈତ୍ସେବାକ୍ଷେତ୍ର ଏକାଶବାଦୀ, ଅଞ୍ଚାନ୍ତ ବେଦାଶେ
ବଚ-ଆକ୍ଷାବାଦୀ—ତୀରେର ମତେ ଝୀବ ଅବୁ ଓ

ବହ । ତା ବରଃ ହ'ତେ ପାରେ । କିନ୍ତୁ ବହ ବିଭୂ
ଆଜ୍ଞାର ମହାବହିତ ମହିମା କିକପେ ?

ପୁନରାୟ, ଶ୍ରୀପତିର ମତେ ମୁକ୍ତଜୀବ ଓ ବିଦ୍ୱୁରେ
ଚିର-ମାତ୍ର, ଚିର-ଅଧୀନ, ଚିର-ମେବକ, ଚିର-
ଉପାସକ--ବିଦ୍ୱୁର କର୍ତ୍ତକ ଚିର-ଶାସିତ, ଚିର-
ପରିଚାଲିତ, ଚିର-ନିଯାତିତ, ସଂଟୋଦି-ଶକ୍ତି-
ବିହୀନ । ତା ହ'ଲେ ନିଯମା, ଉପାସକ ଓ

সর্বশক্তিবিহীন সুজীব কিঙ্গপে নিয়ামক, উপাস্ত ও সর্বশক্তিমান অক্ষের স্তায় বিহু হ'তে পারেন ?

(১) পঞ্চমতঃ জীব সহস্রত্য বিশ্বকণ-বিশিষ্ট—বক্তব্যায় বা সংসারকালে জীবস্বরূপ এবং মোক্ষাবহায় ব্রহ্মস্বরূপ—শ্রীগতির এই অচূত মতবাদও সমান অযোক্ষিক পরিপূর্ণভাবেই। কোন বস্তুর অক্ষণ বে কেবল একটিই ধাকতে পারে—এই তথ্যটি একপ স্বত্ত্বসিদ্ধ যে, তৎভৱেই পারা যাব না যে, কোন ব্যক্তি একে অগ্রাহ করতে পারেন। অধিচ প্রথমজ্ঞানবৃক্ষিসম্পর্ক স্তোরণশূল্পারবস্তু দার্শনিকপ্রবর শ্রীগতি ত ঠিক তাই করেছেন। ‘কিমান্তর্মতঃপৰম् !’—এর ধেকে বেলী আকর্ষণের কথা আর কি হতে পারে !

বিশেষ ক'রে বেদান্তদর্শনে অক্ষণের একস্বকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কেজীভূত হান দান করা হয়েছে সর্বত্রই, সর্বদাই, সর্বক্ষেত্রেই। যেমন, বলা হয়েছে যে, সঙ্কুচিত-হস্তপাদ দেবস্ত এবং অসারিত-হস্তপাদ দেবস্ত আপাতভূষিতে পরম্পরবিভিন্ন ও পরম্পর-বিকল্প হ'লেও সেই একই দেবস্ত সর্বদাই বিবরাজ্যান—যার অর্থ হ'ল এই যে, অক্ষণ শুধুর অপেক্ষা গুরুতর, মূলীভূততর, সারতর। সেজন্ত বাইরের দিক ধেকে দেখতে পেলে একটি বস্তু বা জীবের আছে কতবিভিন্ন বিচিত্র পরিবর্তন অহরহঃ মুহূর্তে মুহূর্তেই। নিঃচলমান অগতে নিত্যপ্রবাহলীন নদীৰ মতই জীবও ত পর-পর ছাই মুহূর্তও এক ধাকেন না—দেহের দিক ধেকে, মনের দিক ধেকে তাঁর নিত্যমৃতন কতই না ক্ষণ, কতই বা শুণ, কতই বা আকাশ অস্তিত্ব। তাঁর দেহ ত নিমেষে নিমেষে বর্ধিত হচ্ছে, বা ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে; তাঁর মনও ত কতই বিভিন্ন চিন্তা অস্তুতি প্রযুক্তি অস্তুতি দ্বারা

নিভাই পরিবর্তননীল। তা হ'লে ? তা হ'লে কি বলবো যে, যের সেই বস্তুটি সেই ব্যক্তি—বৰ্ণ, দেবস্ত—সম্বে সম্বেই পরিবর্তিত হয়ে যাবেন ? তা কি ক'রে হব ? বরং শিশু দেবস্ত, দুবা দেবস্ত, দৃক দেবস্ত ত সেই একই দেবস্ত ; খারিত দেবস্ত, উধিত দেবস্ত, চলয়ান দেবস্ত ত সেই একই দেবস্ত ; হঁঁয়ী দেবস্ত, হঁঁয়ী দেবস্ত, শুধুঃধাতীত দেবস্ত ত সেই একই দেবস্ত—ইন্দ্যাদিকণে পরিবর্তননীল অসংখ্য শুণ-শক্তি-আকার-অবহাসির মধ্যেও দেবস্ত ত একই—তাঁর অক্ষণও ত সেই একই। সেজন্ত অক্ষণের একস্ব ও নিঃচল বেদান্তদর্শনে সর্বত্রই সানন্দে সংগোব্দে স্বীকৃত। অধিচ অভিনবগহা-গুরুর্বক্রান্তে সপ্তানকামী শ্রীগতি এই মূলীভূত সত্যাটিকে অবলৌলাক্ষমে অবহেলা ক'রে দ্বীর মতবাদকে ক'রে তুলেছেন একটি অবিরোধ-দোষহৃষ্ট অস্তুত বস্তু !

পূর্বেই বলা হ'ল—গ্রাহ্যেক পরিবর্তনের সম্বে সম্বে অক্ষণ-পরিবর্তনও সংখ্যটি হ'লে সেই বস্তুটির অক্ষত অক্ষণ ব'লে আর কি অবশিষ্ট ধাকত ! এবং কি ভাবেই বা সেই অক্ষত অক্ষণটিকে নির্ণয় করা বেত ? পূর্বে তাঁর অক্ষণ এই ছিল, এখন তা এই হয়েছে—একপভাবে একমাত্র ‘সহস্র’কে কারণকাণে গ্রহণ করতে হ'ত। কিন্তু অক্ষত অক্ষণ কেবল সময়ের উপর বিভিন্ন করতে পারে না, যেহেতু সময়ের দিক ধেকে কোনটি বে চৰয়, তাৰও বা হিৰতা কোথাৱ ? দেবস্ত এখন সংকুচিত-হস্তপাদ, তখন অসারিত-হস্তপাদ এবং তাৰও পৰে ত পুনৰাবৃত্তি সঙ্কুচিত-হস্তপাদ অন্যান্যাসেই হ'তে পারেন এবং হনও বাস্তবত : তা হ'লে তাঁর অক্ষত অক্ষণ কোনটা ? একগ বহ এক এহলে উথাপিত হ'তে পারে।

সেজন্ত, ভারতীয় মতান্ত্রারে আজ্ঞার অক্ষণ সেই একই, ছাই বা বহু নয়। সেই এক অদ্বিতীয় অথচ শাখত অক্ষণের অকাশই ত মানবের জীবন-সাধন। ভারতীয় দর্শনের এই সাধনত্ব কি ঐগতির স্থান দার্শনিকপ্রবাদও উপলক্ষ্য করতে পারেন নি? মহাশৰ্চ! সেজন্তই কি তিনি অনন্তাসে জীবের সমান সত্তা, সমান পারমার্থিক, সমান অভাবসিক, অথচ পরম্পরবিকৃত ছাটি অক্ষণের কথা—জীবস্তুর ও ব্রহ্মসংগঠের কথা সাহাজমাত্র বিদ্যা না ক'রেই সঙ্গেরে বলেছেন বারংবার; এবং সেই সঙ্গে বলেছেন বে, প্রথমটির ধৰ্মস হ'লেই বিতীয়টির উত্তর হয়। কি আশ্চর্ষ কথ! ! প্রথমতঃ বা উপরেই বলা হল—একই বন্ধুর ছাটি অক্ষণ অসম্ভব, পরম্পরবিকৃত অক্ষণ ত আরো অসম্ভব। বিতীয়তঃ বা সত্তা, বা পারমার্থিক, বা অভাবস, তাৰ আৱৰ্ধন হয়ে কিৱলে?

এহলে ঐগতি আৱেকটি মূলীভূত ভারতীয় ভবকে—‘সত্তা’ ও ‘মিতা’ সমার্থক, এই ভবকে নষ্টাও কৰেছেন। ভারতীয় মতে—এবং অতীব বিজ্ঞানসম্ভব মতবাদ এটি—বা সত্তা, বা পারমার্থিক, তা সমভাবে মিতা বা শাখত—ভাব বাইবের ওৰ প্রতি প্রত্যুত্তিৰ পরিবর্তন আছে, ধৰ্ম আছে; কিন্তু ভাব ভেতৱেৰ অক্ষণের পরিবর্তনও নেই, ধৰ্মও নেই।

সেজন্ত, জীবস্তু যদি পারমার্থিক সত্ত্ব, তা হ'লে তাৰ পশ্চাত্কালীন ধৰ্মস সন্তুষ্টগুণ নয়; এবং ব্রহ্মসংগঠণও যদি পারমার্থিক হয়, তা হ'লে ভাবও পূর্বকালীন অভাবও সন্তুষ্টগুণ নয়।

সেজন্ত, ঐগতি জীবের জীবস্তুর ও মোক্ষস্তুরকে বারংবার সমান পারমার্থিক ব'লে উল্লেখ কৰলেও ছাটি হয়ে দাঢ়িয়েছে

অহানী পরিবর্তনভাগী, অনিত্য অক্ষণই মাত্র; এবং সেজন্ত জীব হয়ে দাঢ়িয়েছেন, যা পূর্বেই বলা হ'ল, ছাটি পরম্পরবিকৃত অহানী, পরিবর্তনভাগী, অনিত্য অক্ষণের অত্যন্ত সমাহারই মাত্র!

বন্ধুৎ, আমৰা দেখে বিচ্ছান্নিত হই যে, এহলে অবৈতনেৰোন্তবাদিগণেৰ জীব-মিধ্য-বাদেৰ বিৱৰণে অনুধাবণ ক'বে জীবেৰ জীব-অক্ষণহেৰ পারমার্থিক—কেবল ব্যবহাৰিক মাঝই নহ—সত্ত্বা হালনেৰ উৎসাহে অবৈতনেৰোন্তবাদিগণেৰ বে তৰটি ভোক্তুড়েবেৰোন্তবাদিগণেৰ নিকট সৰ্বাপেক্ষা অধোক্ষিক, অগ্ৰহীয়—অৰ্ধাং সুস্কৃত জীবেৰ জীবস্তুর কথা এবং একে জীবস্তুর বিশেষ—সেই তৰটীই বেন ঐগতি ইচ্ছার অবিজ্ঞান গ্ৰহণ ক'বে কেলেছেন সামাজিক পরিশ্ৰেণৈ। কি অচূটেৰ পৰিহাস! কলে মধ্যেৰ বৈতনবাদ এবং শক্তবৰেৰ অবৈতনবাদেৰ সামৰঞ্জস্যবীৰীন সমাহারে ঐগতিৰ প্ৰাণপ্ৰতিৰ বিশেষা-বৈতনবাদ হয়ে দাঢ়িয়েছে একটি অত্যন্ত অসম্ভব মতবাদই মাত্র।

ঐগতিৰ নিজেৰ প্ৰিয় উগমা-উদাহৰণ-সমূহও তাৰ নিজেৰ মতবাদ প্ৰমাণেৰ দিকে কোন একাৰ সাহায্য কৰে না—বৰং ঠিক তাৰ বিপৰীত। বধৰ—‘অমৰ-কীট’। বন্ধুৎ, বে কীট পৰিশ্ৰেণে অৱৰে পৰিণত হয়, সে কীট একতপক্ষে অমৰই—অপৰিণত অপ্ৰকটিত ভবিষ্য অমৰই, বেহেতু একণ বিশেষ একাৰেৰ কীটই ত কেবল অৱৰে পৰিণত হয় ও হতে পাৰে—অস্ত কোন কিছুই নহ। বেমন আত্ম-বীক্ষই আৱৰক্ষে পৰিণত হতে পাৰে, অস্ত কোন একাৰেৰ বীক্ষ বা অস্ত কোন একাৰেৰ বৰ—অন্তৰ, কাঠ প্ৰতি একেবাবেই নহ। একই ভাবে, ‘লোহ-হল’, ‘অল-মুক্তা’ প্ৰতি

উগমাও সমভাবে শ্রীগতির অঙ্গু মতবাদের বলেছেন—
পরিপোষক নয় কোনোক্তমেই। কারণ, কৌট
বখন ভূমরে, কঠিন লৌহ বখন গলিত লৌহে,
জল বখন সূক্ষ্ম পরিণত হয়, তখন তাদের
পূর্বস্থরণের খৎস হয় না, বরং পূর্ণ বিকাশ' বা
প্রকাশই হয় মাত্র।

একই ভাবে, জীব বখন ত্রৈক পরিণত হন,
তখন তার জীববের বিনাশ নয়, বিকাশই
মাত্র সাধিত হয় সমৌরবে—বে কথা সমগ্র
বেদান্তবর্ণন বাবুংবাৰ বলেছে সামনে সামনে সামনে
সমৌরবে।

প্রকৃতক্ষেত্রে, যা পূর্বেই বলা হ'ল—আন
কেবল অজ্ঞানের আবরণ উচ্চোচিত ক'রে
বে সত্ত্বাটি এতদিন অজ্ঞানের আবরণে
সূক্ষ্মিত ও অজ্ঞাত হয়ে ছিল, তাকেই কেবল
প্রকাশিত করে, অন্ত কোন কিছুই করে
না—করে না কোন নৃতন সত্ত্ব স্থাট। জ্ঞানের
সে শক্তি নেই। সূর্য কেবল নিশ্চার অক্ষকার
দূর করতে পারে, পারে না করতে স্ফটি নৃতন
কিছুর, নৃতন জ্যোৎস্নার। সেজন্ত, জ্ঞান
শাখাত প্রক্ষেপণের অজ্ঞানাবরণ উচ্চোচিত
ক'রে উত্তোলিত ক'রে খৎসীভূত ক'রে—সেই
প্রক্ষেপণকেই কেবল পরিপূর্ণভাবে একটিত
করতে পারে—পূর্বের জীবস্থরণকে খৎস
ক'রে সম্পূর্ণ নৃতন প্রক্ষেপণের স্ফটি করতে
পারে না। পুনরাবৃত্তি—হেহেতু একে
স্থরণ-খৎস ও স্থরণ-স্থিতি শক্তি জ্ঞানের নেই,
তার শক্তি আছে কেবল অজ্ঞানাবরণকে খৎস
করার, সেহেতু তারণের যা ঘটবে, তা তার
গতির বা এক্ষেত্রের বাইরে।

সেজন্ত, আমরা দেখেছি যে, শ্রীগতিকে
মধ্যে মধ্যে ‘অঘটন-ঘটন-সামৰ্থ্য’ প্রত্যক্ষের
সাহায্যও গ্রহণ ক'রে নিতে হয়েছে (৪।২।১৪)
এহলে তিনি উৎকুলভাবে, যিনি বিশ্বাসভূতে

‘অঘটন-ঘটন-সামৰ্থ্যস্ত সত্ত্বসংকলনাদি-
বৰ্মাঙ্গুল সর্ববিষ্টানিবানস্ত শিবস্ত প্রত্যক্ষণঃ
স্বোপাসকভজ্ঞানাঃ জীবভাববিহৃতিপূর্বক-
স্ততান্ত্রাজ্য-সিদ্ধিপ্রদায়কত্বে কিং চিত্তম্। অমু-
কৌট-স্বাহুরসাদিবহৃষ্টান্তাহুসারেণ স্বাভাবিক-
নিয়ন্তি: পূর্ণমেবোক্তা।’ (৪।২।১৪)

‘অঘটন-ঘটন-সামৰ্থ্য, সত্ত্বসংকলন-প্রযুক্ত-
গুণাধার, সর্ববিষ্টানিবান প্রত্যক্ষ শিব বে তার
নিজের উপাসক ও ভক্তদের জীবভাব নিয়ন্তি
ক'রে নিজের সঙ্গে একান্তাক্রম সিদ্ধি প্রদান
করেন, তা আর বিচিৰ কি? অমু-কৌট,
স্বোহ-রসাদি প্রযুক্ত বহু উদাহৰণ দ্বাৰা একে
জীবভাবের স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ কথাও অবশ্য
পূর্বেই বলা হয়েছে।’ (জীকুলভাজ্য, ৪।২।১৪)

এহলে শ্রীগতি অবশ্য শ্রীভগবানের এবং
সেই সঙ্গে তার নিজের প্রিয় উদাহৰণ-বলীয়েও
সাহায্য গ্রহণ করেছেন অমত এতিষ্ঠার অক্ষ।
অবশ্য অঘটন-ঘটন-পটিয়ানের পক্ষে অসম্ভব
কিছুই নয়। তা হ'লেও আভোগান্ত
কর্মবাদমূলক, স্বাস্থ্যনির্ভুলীল ভাবতীর দর্শনে
সর্বশক্তিমান শ্রীভগবানকে টেনে আনা নিশ্চয়ই
বাহুনীর নয়।

সেজন্ত, হঃপের সঙ্গে জীবার করতে হয়
যে, যীৱ ভাবে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও স্থায়ুশৰ্প-
তাৰ পরিচয় দিলেও শ্রীগতি শেব পৰ্যন্ত যীৱ
অভিনব মতবাদকে বুক্তিসম্ভতভাবে হালিত
করতে পারেননি। তাৰ কারণ হ'ল, তাৰ
নৃতন কিছু কৰিবার অক্ষয় আগ্রহ—এবং
সেজন্ত প্রচলিত সমস্ত মতবাদকে—অভেদবাদ,
ভেদবাদ, ভেদাভেদবাদ প্রযুক্ত বৰ্দ্ধ-জীব-
সংকোচ্য সমস্ত মতবাদকে ‘না বৰ্জন না গ্রহণ’
ক'রে তাদেৰ মধ্যে সময়ের ব্যাৰ্থ প্রচেষ্টা ক'রে
নিজেৰ মতবাদকে ক'রে তুলেছিলেন একটি

ଅବିଶେଷଦୋଷହୃଦୀ ଅନୁଭବ ଯତ୍କାମାଇ ଥାଏ ।

କିନ୍ତୁ ଏହି ସବ ମୋହ-ଜଣି ସହେଲ ଶ୍ରୀପତିର 'ବିଶେଷାବୈତବାଦ' ବେଦାନୁଦର୍ଶନେର ଇତିହାସେ ଏକଟି ନୃତ୍ୟ ଅଭିନବ ମୌଳିକ ବିଶିଷ୍ଟ ରାମ, ବିଃମଳେହେ । ସେ କଥା ବ'ଲେ ଆରଙ୍ଗ କରେ-ହିଲୋମ, ଗେହ କଥାରେ ପୁନରାୟତି କ'ରେ ଶେଷ କରି—ମାନବ-ମନେର ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ପରିଚାରକ ଏହି ମାର୍ଗନିକ ଯତ୍କାମା । ସମ୍ପତ୍ତି, ମାନବ-ମନେ ରହେଇ ଶାଶ୍ଵତୀ ଉତ୍ତାବନୀ-ଶକ୍ତି—ନୃତ୍ୟ କିଛୁ ଭାବବାବ, ନୃତ୍ୟ କିଛୁ ବଲବାବ, ନୃତ୍ୟ କିଛୁ ଲିଥବାବ, ନୃତ୍ୟ କିଛୁ କରବାବ ଅନୁମ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଦୁର୍ଜନ ସାହସ; ଏବଂ ଏକେହି ତ ବଳୀ ହରେଇ, 'ନବ-ନବୋଦ୍ୟ-ଶାଶ୍ଵତୀ ବୁଝି' ବା 'ପ୍ରତିଭା' । ଏକଥି 'ପ୍ରତିଭା'ରୁଇ ଏକଟି ଆଜଳ୍ୟମାନ ଉତ୍ସାହର ଶ୍ରୀପତିର 'ବିଶେଷାବୈତବାଦ', ବିଃମଳେହେ । ସମ୍ପତ୍ତି, ମାନଦେର ମାର୍ଗନିକ ଚିନ୍ତାବାବା କିଙ୍କରପେ ଅନୁଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଧାତେ ପ୍ରବାହିତ ହତେ ପାରେ, ଏବଂ ଗେହ ଏକହି ଶାଶ୍ଵତ ଶାର୍ଦ୍ଦନୀନ ମହ୍ୟ ସତ୍ୟକେ ଉପଲକ୍ଷ କରବାର ଅନ୍ତ ତା କିଙ୍କରପେ ଅନୁଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପଥ ଆବିକାର କରତେ ପାରେ, ତାରିହ ଅନୁଭବ ପ୍ରକଟ ଉତ୍ସାହର ଶ୍ରୀପତିର 'ବିଶେଷାବୈତବାଦ' ।

ପୁନରାବାବ, ଏକଥାଓ ନିର୍ଜୟେ ବଳୀ ଚଲେ ଥେ, ଶ୍ରୀପତିର 'ବିଶେଷାବୈତବାଦ' ସାଧାରଣ ଅନଦେର ଆଣ୍ଟୋଥା ଆଶା-ଆକାଙ୍କ୍ଷାର ଏକଟି ମନୋରୂପ ଅତୀକ । ସମ୍ପତ୍ତ କଟିବାନ୍ତିକଟିନ ମାର୍ଗନିକ ଚିନ୍ତା-ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଗତୀରାତିଗତୀର

ମାର୍ଗନିକ ଅହତ୍ତି-ଉପଲକ୍ଷିର କଥା ବାବ ଦିଯେ ଯଦି ଆମଦା ଅତି ସାଧାରଣ ମାନୁଷେର ଅତି ସାଧାରଣ ଧ୍ୟାନ-ଧ୍ୟାନାର କଥାହି କେବଳ ତାବି, ତା ହ'ଲେ ଦେଖିବ ଥେ, ଆମଦା ସାଧାରଣତ: ସଂସାରେ ଦିକ ଧେକେ ପରମେଶ୍ୱରର ମଦେ ଆମଦେର ଭେଦେର କଥାହି କେବଳ ବୁଝି—ଆମଦେର ସାଧାରଣତ: ମନେ ହର ଥେ, ଆମଦା କତ ଶ୍ରୀନ-ହୀନ, କତ କୁଞ୍ଜ-କୌଣ, କତ ହର୍ଷତ-ଦୁର୍ଲାଭ, କତ ପାପୀ-ତାପୀ, କତ ବୌଦ୍ଧ-ଶୀର୍ଷ, କତ କ୍ଲିଷ୍ଟ-ପିଟ୍, କତ ଶତ-ତତ୍ପ—ଅଥଚ ଶ୍ରୀପତିର ପରମେଶ୍ୱର କି ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଉତ୍ସାହ-ବିଭୂତିକ, କି ସୌନ୍ଦର୍ଯ-ମାଧୁର୍ୟ-ପ୍ରସର-ବିଭୂତିକ, କି ଆଲୋକ-ଅମୃତ-ଆନନ୍ଦ-ବିଶେଷାଭିତ—ଆମଦେର ମଦେ ତୋର ଅଭିନନ୍ଦ ତ ମୂରେ ଧାରକ, ସାମାଜିକାତ୍ମତ ସାମୃତ୍ୟ ତ ମେହି । ଏହି ତ ହ'ଲ ଆମଦେର ଅତି ସାଧାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରଣା ଓ ବିଶ୍ୱାସ । କିନ୍ତୁ ତା ସହେଲ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଇହଲୋକେ ଏକେବାରେ ଡିଇ ବ'ଲେ ଭବିଷ୍ୟତେ ଭକ୍ତଲୋକେ ତୋର ମଦେ ଅଭିନ ହରେ ସାବାବ ଆକୃତିତ ତ ଆମଦେର ମନେ କହ ପ୍ରବଳ ନାହିଁ । ଏକଥେ, ଆମଦେର କ୍ଷାର ଅତି ସାଧାରଣ ଅନଦେର ଅତି ସାଧାରଣ ଧାର୍ଯ୍ୟା, ଏବଂ ଅତି ଶାକାବିକ କାମବାବ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରତିଶୂନ୍ତରିଜନିପେହ ଦେଇ ଏକଟିତ ହରେଇ ଆମଦେର ନିକଟ ପୁଣ୍ୟାକ୍ରମ ପ୍ରତଚରିତ ଶ୍ରୀପତିର 'ଅଗନ୍ତିମ ଅଭିନବ ଅତ୍ୟାକ୍ରମ 'ବିଶେଷାବୈତବାଦ' । ଗେହ ଦିକ ଧେକେଓ ତା ଆମଦେର ସାଧାରଣ ସାଧାରଣ ଆଭିନନ୍ଦନ ଓ ଅଭ୍ୟାସନାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଗ୍ୟ, ଶୁଣିଚିତ ।

[ଅମ୍ବଃ]

বিবেকানন্দ-সাহিত্যে হাস্তরস

ডষ্টো প্রণবরঞ্জন ঘোষ

[পৃষ্ঠাচ্ছন্নি]

বাংলাসাহিত্যে জ্ঞানশৌ সত্ত্বনপ্রতিভা
নিরে থামীজী ডবিজং ভাবতকে প্রত্যক্ষ
করেছিলেন। ‘পরিদ্রাঙ্ককে’ ‘নৃতন ভাবতকে’
প্রতি তাঁর আহ্বান সাম্যবাদী চিন্ধানবাবৰ
অগ্রসূত। সেই আহ্বানের প্রসঙ্গেই থামীজীর
বাক ও বিজ্ঞপ্তি আৰ এক নতুন ভাবে
এই আবাহনমত্তে আচ্ছাপ্রকাশ করেছে।
আঁটোন ভাবতের গোবৰে আচ্ছাবিভোৱ
ভাবতের তথাকথিত উচ্চ বৰ্ণের উদ্দেশ্যে
থামীজী একালের ভাবতবাসীৰ স্বকণ
বিশ্লেষণ কৰে বৰ্ণন্ব সত্যকে উদ্বাটিত
করেছেন।

“আৰ্য বাবাগণেৰ জ্ঞানকই কৰ, আঁটোন
ভাবতেৰ গোবৰ ঘোৰণা দিন যাতই কৰ;
আৰ যতই কেন তোমৰা ‘ডম্ম’ বলে উচ্ছবই
কৰ, তোমৰা উচ্চবৰ্ণেৱা কি বৈচে আছ?—
তোমৰা হচ্ছ সশ হাজাৰ বছৰেৰ যদি!!
যাদেৱ ‘চলমান আশান’ ৰ’লে তোমাদেৱ পূৰ্ব-
পুত্ৰবৰ্ণ সুণি কৰেছেন, ভাবতে যা কিছু
বৰ্তমান জীৱন আছে, তা ভাবেৱই যদে।
আৰ ‘চলমান আশান’ হচ্ছ তোমৰা।
তোমাদেৱ বাড়ী-ৰ দুৱাৰ মিউলিয়ম,
তোমাদেৱ আচাৰ-ব্যবহাৰ, চাল-চলন
দেখলে বোৰ হয়, যেন ঠানদিনিৰ মুখে গৱ
গুনছি!”^১ একে একে বাক্সেৱ ভাবতি
থামীজী কীভাৱে চড়িছেন তা উচ্ছৃত
পঞ্জিশুলিতে লক্ষণীয়। অতীত গোবৰ-
সৰ্বৰ ভাবতবাসীৰ বৰ্তমানে প্ৰাণহীন অক

অস্তুৰণপ্ৰিয়তা এবং ন্তৰন বা হোলিক কিছু
স্থানক্ষমতাৰ অভাৱকেই তিনি ‘যদি’ বা
'চলমান আশান' বলে ব্যৱ কৰেছেন। গোটা
ভাবত দেন তাৰ অভীতেই তক হৰে আছে,
ঐ ভাখটিই ‘ঠানদিনিৰ মুখে’ গৱ শোনা!
নিকৰ্মাৰ ধাড়ি এই জাতেৰ অহকৰে মনদেৱ
মধে থামীজী তুলনা কৰেছেন সেই ডোমেৱ,
বে নিজেৰ জাতেৰ যদিমা বাড়াৰাৰ জন্ম
বলতো আৰি বে সে ডোম নহে, আমৰা হগুম
'ডম্ম'-ওই খৰোচাগণেৰ বাৰাই উচ্চ
জাতেৰ দন্ত ('ডফ') প্ৰকাশিত।

তাৰপৰ বৈদ্যুতিকেৰ মৃষ্টিতে ইতিহাসেৰ
বিশ্লেষণ—“এ মাঝাৰ সংসারেৰ আসল
গৱেষণা, আসল মূল-সূৰীচিকা তোমৰা—
ভাবতেৰ উচ্চবৰ্ণেৱা!”^২ জাতিবিচাৰেৰ
গঞ্জনা থামীজীকেও সইতে হৰেছে, একধা
মনে বাখলে থামীজীৰ এ মনব্য বিশ্লেষণঃ
আক্ষণ্য-গোবৰেৰ উদ্দেশ্যে প্ৰযুক্ত মনে হওয়া
আৰ্ক্ষণ্য নহ। তবে পূৰ্বীপৰ বিশ্লেষণে এখানে
উচ্চবৰ্ণ বলতে ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্য—এই
তিনি শ্ৰেণীকৈ বোৱাৰে। ‘বৰ্তমান ভাবতে’
থামীজী আসল শুভ্ৰযুগেৰ উপৰ ঝোৱ
দিয়েছেন। সেই শুভ্ৰযুগে উচ্চবৰ্ণেৰ বা ধন-
সম্পদেৱ একচেটিয়া অধিকাৰীদেৱ সম্পূৰ্ণ
বিশ্লেষণ থাভাবিক! সেই বিশুণ্ডিকে
থামীজী ধাতুৱাপেৰ অভীত কালবাচক-
বিভক্তিৰ সৰ কৱতিৰ সমষ্টিতে কণাসূৰিত কৰে
বে বৈদ্যুতাপূৰ্ণ হাস্তৰস স্ফটি কৰেছেন, তাৰ

আভিজ্ঞাত্য বাংলাদাহিত্যে অবিদ্যুরণীয়—“এ বাজার সংসারের আসর্ক গৃহেলিকা, আসল মুক্ত-সঙ্গীচিকিৎসার তোমরা—তারতের উচ্চবর্ণের! তোমরা তৃতী কল—লুক্ত লঙ্ঘ শিটি সব এক সঙ্গে।... ভবিষ্যতের তোমরা শৃঙ্খল, তোমরা ইঁ—লোগ লুগ।”^{১০} সহজসভ্যের বিশ্লেষণে ব্যাকরণ ও বেদান্তের এমন মৌলিক শর্যোগ সব সাহিত্যেই ছুর্ণ উদ্বাহণ! উদ্বেশ্য-শিক্ষির পরে ব্যাকরণের ‘ইঁ’য়েমন লোগ পার, তেমনি প্রয়োজন-সিদ্ধির পরে উচ্চবর্ণের (তারতবর্ণে ত্রাঙ্গণ, ক্রতিয়, বৈশ্ব) এখন লুপ্ত হয়ে নবযুগের ভারত বেরিয়ে আসুক—“বেঙ্ক লাঙ্গল থ’রে, চাঁচার কুটির ডেম ক’রে, খেলে মালা মুচি মেখেরের ঝুপড়ির মধ্য হ’তে। বেঙ্ক মুদির মোকান খেকে। তুমওয়ালার উহুনের পাশ খেকে। বেঙ্ক কারখানা খেকে, হাট খেকে, বাজার খেকে। বেঙ্ক বোড় অঙ্গল পাহাড় পর্বত খেকে।”^{১১}

স্বামীজীর ব্যঙ্গবিক্ষিপ্ত বাণীভবী এখানে ভবিষ্যৎ গণ্যিগ্রবের বহিমন্ত্রে ক্রগান্তরিত হয়ে বাংলাভাষাকে সহসা তীব্র অঙ্গুভুতিসংক্ষারের বিচ্ছুতাধারে পরিষ্কত করেছে।

* * *

স্বামীজীর আহার এখন বাংলার প্রাণ ছেড়ে দক্ষিণে মান্দাজোর দিকে চলেছে। স্বামীজী শিখছেন—“স্বান্নাজ মনে পড়লে থাটি দক্ষিণ-দেশ মনে পড়ে।”^{১২} ধীরে ধীরে পাঠক-মানসকে মান্দাজী চেহারার কথা মনে করিয়ে দেবার অন্ত স্বামীজী তাঁর স্বভাবিক চেতে উড়িষ্টা থেকে আরম্ভ করে ভারতের অঙ্গুষ্ঠ বাস্তুনদের চেহারা মান্দার ভাষায় ছুটিয়ে তুলেছেন—(১) উড়িষ্টার বাস্তু—“কলকেতার

অগ্রাধের থাটেই দক্ষিণ-দেশের আমেজ পাওয়া যাব (সেই ধৰ-কামানো মাখা, ঝুটি দীর্ঘ, কপালে অনেক চির বিচির, পেঁচ-ওলটানো চটিজুড়ে, থাতে কেবল পারের আঙুল-কঠি গোকে, আব নস্তদৰবিগলিত নাসা, ছেলেপুলের সর্বাদে ঢলবের ছাপা লাগাতে মজুত) ...”^{১৩}, (২) “ওজরাতি বাস্তুন”, (৩) “কালো ঝুচকুচে দেশহ বাস্তুন”^{১৪}, (৪) “ধপধপে করসা বেরালচোখে তোকা-মাখা কোকনহ বাস্তুন”—এয়া সবাই দক্ষিণী বলে পরিচিত হল্পেও স্বামীজীর মতে ঠিক ঠিক দক্ষিণী বাস্তুন হলো মান্দাজো (এখনকার তামিলনাড়ুতে)।

এই দক্ষিণী বাস্তুনদের মধ্যে ধীরা বামান্দুষী তামের কপালের তিলকচিহ্ন স্বামীজীর ভাবার—“সে বামান্দুষী তিলক-পরিব্যাপ্ত সলাটিমওল-দূর খেকে দেন ক্ষেত চৌকি দেবার অন্য কেলে হাড়িতে চুল মাখিয়ে গোড়া কাঠের ডগায় বসিয়েছে...”^{১৫}— এ বর্ণনাটি একেবারে বাংলাদেশের প্রামাণ্যলে কাক তাড়াবার জন্ত কালো হাড়িতে সামা চুল মাখানোর কলে যে বিচির মুগভঙ্গীর প্রকাশ দেতে ধীমারে দেখা যাব, তা থেকে বাংলা গল্পে ক্রগান্তরিত। স্বামীজী তিলকের শাগবের বামান্দুষী তিলক, সে তিলক সবক্ষে স্বামীজী হিন্দী প্রথম উজ্জ্বল করেছেন—‘তিলক তিলক সব কোই কহে, পর বামান্দুষী তিলক, দিখত গঙ্গা-পারসে বম গৌহারকে বিড়ক।’^{১৬} যার অর্থ—তিলক তিলক সবাই বলে, কিন্তু বামান্দুষী সম্মানের তিলক দেখলে দয়ঃ দয় গঙ্গার পার থেকেই গোহারে পালান !

স্থায়ীজীর তিলক-মহিমা-বর্ণনা আৰ
একটু আছে—“(আমাদেৱ দেশে চৈতন্য-
সম্প্ৰদায়েৰ সৰীকে ছাগ দেওৱা গোসাই দেখে
মাতাল চিতেবাব ঠাওৱেছিল—এ মাজ্জাজী
তিলক দেখে চিতেবাব গাছে চড়ে !)”^{১২}
স্থায়ীজীৰ এই ভাষাভঙ্গী বাংলা চলতি গভেৰ
আৰ এক পূর্বীয়ীকে ঘনে গড়াৰ ছতোম
প্রাচাৰ ওৱকে কালীগ্ৰামৰ সিংহ ! হাস্তরসেৰ
ভদ্ৰিমাৰ কালীগ্ৰামৰ সিংহ এবং স্থায়ী
বিবেকানন্দ—চ'জনেৰই বিল অনেক, চ'জনেই
(স্থায়ীজীৰ ভাষাৰ) “কলকেতা”ৰ লোক !

তাৰপৰ দক্ষিণীদেৱ ভাষা, আহাৰ-বিহাৰ
—“আৰ সে তামিল তেলেশ মলয়ালম্ বুলি
—যা ছৱ বৎসৰ শুনেও এক বৰ্ণ বোৰবাৰ কো
নাই, বাকে দুনিয়াৰ রকমাৰি ম-কাৰ ও
ড-কাৰেৰ কাৰখনা ; আৰ সেই ‘মৃগ-তিৰি
ৱসম্’ সহিত ভাত সাগড়ানো—যাৰ এক এক
গৱাসে বুক ধূকড় ক'ৱে ওঠে (এমনি খাল
আৰ তেহুল !); সে ‘মিঠি নিমেৰ পাতা,
ছেলোৰ দাল, মুগেৰ দাল, কোড়ন, দণ্ডেদুন’
ইত্যাদি ভোজন ; আৰ সে বেড়িৰ তেল
মেখে দান, বেড়িৰ তেলে মাছ ভাঙা,—এ মা
হ'লে কি দক্ষিণ মূলক হৰ ?”^{১৩}

ৰঙৰসময় এই বৰ্ণনাৰ পৱেই শক্ৰাচাৰ্য-
বামাহুজ-মধুচার্যৰ অশুভমি ভাৰতীয় সভ্য-
ভাৱ ধাৰক ও বাহক দাক্ষিণ্যতা সহকে
স্থায়ীজীৰ অকুণ্ঠ গ্ৰন্থিত বুৰিয়ে দেৱ কেন
দক্ষিণী তঙ্কণেৱা তীৰ অতিভাকে সৰীগে
উগলকি ও গুচাৰে সহায়তা কৰতে
পৱেছিল।

মাজ্জাজ বনৰে স্থায়ীজী ইংৰেজ কৰ্তাৰেৰ
মৰ্জিতে প্ৰেগ-নিৰোধেৰ কাছনে আহাজেই
আটকে রাইলেন, কোনো কোনো ভক্ত,
এমনকি, গুৰুত্বাদী ব্ৰাহ্মকুণ্ডলজীও, নৌকোৱ
চড়ে আহাজেৰ কাছে এসে দূৰ দেকে কণা
বলে চলে গেলেন। একান্ত অহুগত আলাসিঙ্গা
পেকমল ‘অক্ষবাদিন’-পত্ৰিকা ৰ মাজ্জাজেৰ
অক্ষান্ত কাৰকৰ্ম আলোচনা কৰিবাৰ অন্ত
টিকিট কেটে আহাজে স্থায়ীজীৰ সৰী হয়ে
ওধু পাৱে কলখো অবধি চললেন।

আলাসিঙ্গা সখকে স্থায়ীজীৰ মন্তব্য—
“আলাসিঙ্গা বলে, লে কখন কখন জুতো পাইৱে
দেৱ। দেশে দেশে ইকমাহি চালি।”^{১৪}
পালি পাঞ্চে চলাকেৱা দক্ষিণীদেৱ মধ্যে তথন
থৃষ্ণু হল। ঐসদে স্থায়ীজী দেশ বিদেশেৰ
চালেৰ নয়না দিজেন—“ইউৱোপে দেৱেদেৱ
পা দেখানো বড় লজ্জা ; কিন্তু আৰখনা পা
আড়ত বাখতে লজ্জা নেই। আমাদেৱ দেশে
মাখাটা চাকতে হবেই হবে, তা পহনে কাপড়
ধাক বা না ধাক !”^{১৫} এ বৰকম সহাসিয়ি
আক্ৰমণ সহেও স্থায়ীজীৰ মন্তব্যেৰ নিউক
সৱসতা একান্ত উপতোগ্য।

তাৰপৰ আলাসিঙ্গা সখকে স্থায়ীজীৰ
মন্তব্য মন্তব্য—“আলাসিঙ্গা পেকমল, এডিটাৰ
'অক্ষবাদিন', মাইসোৱি বামাহুজী 'ইসম'-
খেকো ব্ৰাহ্মণ, কামানো মাথায় সমত কপাল
ছুড়ে 'তেংকলে' তিলক, 'সন্দেৱ সহল গোপনে
অতি বতনে”^{১৬} এনেছেন কি হচ্ছো পুটলি !
একটাৰ চিঁড়ে-ভাঙা, আৰ একটাৰ মুড়ি-
মটৰ ! আত বাচিৰে ঔ মুড়ি-মটৰ চিৰিয়ে,

১২ তদেৱ পৃঃ ৮৩-৮৪ ১৩ তদেৱ পৃঃ ৮৪ ১৪, ১৫ তদেৱ পৃঃ ৮৭ ১৬ নৱেন্দ্ৰ-
নাথেৰ ব্ৰাহ্মকুণ্ডলেৰে কাছে গাওৱা ‘মন চল নিকেতনে’ গানেৰ একটি চৰণেৰ অংশ-
বিশেষেৰ হাস্যরসেৰ ক্ষেত্ৰে ঝোপনৈপুণ্য লক্ষণীয়।

সিলোনে থেকে হবে!... যাই হোক, এই আলাসিদ্বার সঙ্গে মাঝে পৃথিবীতে অতি অসু; অমন নিঃস্বার্থ, অমন প্রাণপণ খাটুনি, অমন শুরু-ভুক্ত আজাদীর শিক্ষ অগতে অসু হয় হে ভাজা! ১৩

তবে আমীজীর প্রভাবে আলাসিদ্বার এই আত-বাচানের প্রাণপণ চেষ্টাও একটু বিভিন্নে এসেছিল মনে হয়! আলাসিদ্বা সংকলে আমীজীর পুরবর্তী বর্ণনা ও মন্তব্য সকলীর—“যাথা কামানো, ঝুট-বাধা, তুরু পার, শুভি-পরা মাট-ঝী কাস্টেলাসে উঠল; বেড়াচে-চেড়াচে, বিদে গেলে মুড়ি-মুক্তির চিবুচে! চাকরুৱা ধান্ত্রাজীমাত্রকেই ঠাওরার

‘চেষ্ট’ আৰ [বলে] ‘ওদেৱ অনেক টাকা আছে, কিন্তু কাপড়ও পৰবে না, আৰ ধাৰবে না!’ তবে আমাদেৱ সন্দে পড়ে ওৱা জাতেৰ মহা ঘোলা হচ্ছে—চাকরুৱা বলছে। বাতাবিক কথা,—তোমাদেৱ পাঞ্জাৰ পড়ে ধান্ত্রাজীমাত্র জাতেৰ মহা অনেকটা ঘোলা কেন, ধৰ্মক্রিয়ে এসেছে! ১৪

বাম্বুক-বিবেকানন্দেৰ উদ্বার ভাবধারার সংশ্লিষ্টে এসে দাক্ষিণ্যাত্মেৰ অনেকেৱই সামাজিক ও ধৰ্মীয় সংক্ষেপেৰ গোচারি বে অনেক পরিমাণে কমে আসছিল, তাৰই সৱল উপমা ‘ঘোলা’ থেকে ‘ধৰ্মক্রিয়ে আসা’ৰ মধ্যে নিম্ন ব্যৱনার আভাসিত। [ক্রমণ্থঃ]

১৭, ১৮, বাণী ও ইচ্ছা, ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৮৭

মনোমোহন বন্ধুৰ পৌরাণিক নাটকে ভক্তিৰস ডক্টুৰ সুবোধ চৌধুরী *

বাংলা নাটকেৰ এক যুগ-সফিক্ষণে মনোমোহন বন্ধুৰ আবিৰ্ভাৰ। তিনি বধন প্ৰথম বাংলা নাটক ইচ্ছনাৰ প্ৰযুক্ত হন, তখন বাংলা নাটকেৰ আধিবৃগ সমাপ্ত হতে চলেছে এবং যথাযুগ সমাগত-প্ৰায়। মনোমোহনেৰ প্ৰথম প্ৰকাশিত পৌরাণিক নাটক ‘ব্ৰাহ্মভিষেক’ হিসেহেই বাংলা নাটকেৰ যথাযুগেৰ প্ৰকৃত অভিযোক-পৰ্ব সম্পূৰ্ণ হৈ।

বাংলা নাটকেৰ যথাযুগেৰ ব্যাপ্তিকাল মধুমূহন-দীনবন্ধুৰ পৰ্ব থেকে উপৰ কৰে পিৰিশ-চক্রেৰ আবিৰ্ভাৰকাল পৰ্যন্ত। মনোমোহন

বন্ধুৰ নাটক দিয়েই এই যুগেৰ স্থচনা এবং তিনিই হিসেন প্ৰকৃতপ্ৰভাৱে এই যুগেৰ নাটকারদেৱ মধ্যমি। এই যুগেৰ বাংলা নাটকেৰ প্ৰধান ধাৰা ভক্তি-ৰসাকৃত পৌরাণিক নাটকেৰ ধাৰা। পৌরাণিক ধৰ্মবিশ্বাসেৰ অতি সে-যুগে নতুন কৰে বাঙালীৰ আগে বে আভাবিক উজীগনা দেখা গিয়েছিল, তাৰ পৰিচয় প্ৰকটিত হয়েছে এই যুগেৰ পৌরাণিক নাটকগুলিৰ মধ্য দিয়ে। মনোমোহনেৰ নাটকগুলিতে তাৰই আভাবিক প্ৰকাশ আমৰা লক্ষ্য কৰিব।

* প্ৰম. বি., প্ৰতি. চি.। কানক অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ধাৰ্ম, ইচ্ছেক যাবিভাগ (১৮ বৎসৰ),
বৰ্তমানে প্ৰধান, মেয়াদীকাঠ দধাবিভাগ, মেৰিমীগুৰ।

বাংলা নাটকের আদিযুগের গুরুত্ব এবং অধিকারণ তাদের ইচ্ছিত নাটকে মুখ্যতঃ ইউরোপীয় নাট্যবৌতিকেই অবস্থন করেছিলেন; অথবা বাংলারাষ্ট্রে অন্যথ দু-একজন নাট্যকারের ক্ষেত্রে এর কিছুটা ব্যতিক্রম ছিল। বাংলার ইচ্ছিত অথবা দু'বাসি মৌলিক নাটক 'ভজান্তু', 'কৌতুবিলাস'-এ এই ইউরোপীয় নাট্যবৌতির প্রভাব বেশ কিছু পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। মধ্যবয়স ও দীন-বয়সের নাটকেও প্রভাবকারী হইউরোপীয় নাট্যবৌতি অন্যবর্তনের প্রয়োগ দেখা যায়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই প্রভাব মূলতঃ আধিকের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল। তথাপি এমের মধ্যে যথ ছিল:—এই যথ আধিক ও বিষয়বস্তু উভয় ক্ষেত্রেই। মধ্যবয়স-দীনবয়স মত ইংরেজী-বৰীশ নাট্যকারণগণ ইউরোপীয় নাট্যবৌতির অন্যবর্তন করতে পিছেও প্রায় নাট্যবর্তনকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করতে পারেননি; আবার ইরিশচতু মিজ, প্রাণকৃষ্ণ, বিষ্ণুসাগর অন্যথ নাট্যকারণগণ সংস্কৃত নাট্যবৌতি অন্যসরণ করতে পিছেও ইংরেজী নাটকের প্রভাবকে একেবারে অস্বীকার করতে পারেননি। বাংলা নাটকের আদিযুগের নাট্যকারদের এই ঘন্টের পট-ভূমিকারই নাট্যকার মনোমোহন বসুর আবির্ত্তাব।

মনোমোহন বসুই প্রথম অন্যত্ব করেন যে কেবল পাঞ্চাত্যবৌতির নাটক এদেশের অন্যান্যাবলৈর ইসলিপাসা চরিতার্থ করতে সক্ষম নন। তাই তিনি বাংলা নাটকের গতিপথকে সম্পূর্ণ নতুন পথে পরিচালিত করার প্রেরণা অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, বাঙালীর নিজস্ব একটা আতীয় প্রকৃতি আছে—এই আতীয় প্রকৃতির উপরোগী করে নাটক রচনা না করলে তা বাঙালীয় নিকট উপ-

ভোগ্য ও আকর্ষণীয় হবে উঠবে না। তিনি ভাবগ্রহণ বাঙালীকাতির মানস-প্রকৃতি ও সংক্ষার-বৈশিষ্ট্যের দিকে মৃষ্টি রেখে বাংলা নাটকের এক নতুন ধারার সূচনা করেন। এই ধারার তিনি সংস্কৃত নাট্যবৌতির সঙ্গে ইংরেজী নাটকের ভাব ও বাংলা বৌতির মিশ্রণ ঘটিয়ে এক অভিনব নাট্যবর্তনের সূচনা করলেন। এই নাট্যবর্তনের সূচনা তার 'বামাভিদেক' নাটকে।

মনোমোহনের পূর্বে যে সকল পৌরাণিক নাটক বাংলার ইচ্ছিত হয়েছিল, মেঁগলির বসাবাস যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এগুলিতে পূর্বান্ধের কাহিনী আছে, দেব-দেবীর চরিত্র আছে; কিন্তু তা যেন নিছক পূর্বান্ধের গুর। পৌরাণিক কাহিনী পরিবেশনের অস্বা঳ে ফল্গনারায় ক্ষার ভক্তিরসের মন্দাকিনী-প্রবাহ মৰ্শক-চিত্তকে যে উৎসে করে তুলতে পারে, একগ কোন ধারণা সম্ভবতঃ সে-বৃগ্নের নাট্যকারবলৈর মধ্যে ছিল না। মনোমোহন তার পৌরাণিক নাটকে প্রথম এই ভক্তিরসের মন্দাকিনী-প্রবাহ বইয়ে দিলেন।

মনোমোহন কেবল যে পাঞ্চাত্য নাট্যবৌতির ধারা প্রভাবাবিত বাংলা নাটকের গতি-পথ পরিবর্তিত করলেন, তা নন; তিনি বাংলা নাটককে তার প্রকৃত আতীয় আদর্শের অন্তর্ভুক্ত পথটি দেখিয়ে দিতে সমর্থ হলেন। তিনি এই প্রথম বাংলা নাটকে 'ৰক্তজ্ব দ্বজাতীয় বিনিষ্ঠ ভাব বা পক্ষতির কথা' চিহ্ন করেন। তিনি তার সম্পাদিত 'মধ্যহ' পত্রিকার 'দৃষ্টকাব' নামক নিবন্ধে লিখেছেন, "সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাবা প্রকৃতির নাটক সমুদ্রের মধ্যে এক একটি বিশেষ ভাব লক্ষিত হইয়া থাকে, পরবর্তী বাঙালা নাটকসমূহে যাহাতে সেইকল প্রত্যন্ধা দ্বজাতীয় নির্দিষ্ট ভাব বা পক্ষতি বিশেষ থাকে,

ତାହାର ଅନ୍ତ ଉତ୍ସାହ ଓ ସର କରା...ଏହି ସତତ୍-
ତାର ଉତ୍ସ ବାଙ୍ଗଲୀର ଜାତୀୟ ଭାବରେ ଅଛଳୁ
ଭକ୍ତିରସେର ଧାରା...” [ସବ୍ୟାହ : ପୌଦ ୧୯୮୧] ।
ମନୋମୋହନଇ ପ୍ରଥମ ସାର୍ଥକଭାବେ ଅଛଳିବ କରେ-
ହିଲେନ ଯେ, ବାଙ୍ଗଲୀର ଜାତୀୟ ଜୀବନେର ପ୍ରାଣ-
କେନ୍ଦ୍ର ଭକ୍ତିରସ ;—ତାଇ ତିନି ଭକ୍ତିରସାମ୍ରଦ୍ଧ
ପୌରାଣିକ ନାଟକ ରୁଚନାର ସାଧ୍ୟମେ ଏକଦିକେ
ଦେମନ ବାଙ୍ଗଲୀର ‘ସଞ୍ଜାତୀୟ ଭାବ’କେ ବସନ୍ତଗ
ମାନ କରିଲେନ, ଅପରଦିକେ ତେମନି ତିନି ବାଲୋ
ନାଟକରେ ଧାରାର ନତୁନ ପ୍ରାଣେର ଆବେଗ ସନ୍ଧାରିତ
କରିଲେନ । ଏହି ଭକ୍ତିରସାମ୍ରଦ୍ଧ ନାଟକ ରୁଚନା
ବାଲୋ ନାଟକରେ ମଧ୍ୟମୁଗେର ଅନ୍ତତମ ପ୍ରଧାନ
ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ।

ମନୋମୋହନ ବନ୍ଧୁର ପୂର୍ବେ ବାଲୋ ନାଟକ
ପ୍ରଧାନତ : ଛ'ଟି ଧାରାର ପ୍ରବାହିତ ହରେଛି—
ଏକଟି ସମ୍ବାଦ-ସଂଭାବୁଲ୍ଲକ ନାଟକରେ ଧାରା,
ଅନ୍ତଟ ପୌରାଣିକ ନାଟକରେ ଧାରା । ପୌରାଣିକ
ନାଟକରେ ଧାରାର ଧାରା ନାଟକ ରୁଚନା କରେ-
ହିଲେନ, ତାରା ପୂର୍ବା-କାହିନୀକେ ନାଟକରେ
ଆକାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଲେନ ଭକ୍ତିରସ ପରିବେଶରେ
ଦିକେ ଔତ୍ତୁକ୍ୟ ଦେଖାନନ୍ଦି । ତାଦେର ନାଟକେ
ଦେଶର ପୂର୍ବାଧେର ଭକ୍ତିରସେର ଅତି ଅଭିନାଶ
ସତର୍ଥାନି ପ୍ରକାଶିତ ହରେଛେ, ତାର ଚେରେ ଅବେକ
ଦେଶୀ ପ୍ରକାଶିତ ହରେଛେ ପଞ୍ଚାତ୍ୟ ପୌରାଣିକ
ନାଟକରେ ଆଦର୍ଶ ଅଭ୍ୟବତ୍ତନେର ପ୍ରଶଳ ଆକାଜା ।
ମୃଦୁମନେର ‘ଶର୍ମିଷ୍ଠା’, ହରଚନ୍ଦ୍ର ଦୋଦେର ‘କୌରବ
ବିରୋପ’, ଉମେଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ରେର ‘ଶାବିଜୀ ମତାବାନ’,
କାଲୀପ୍ରସର ସିଂହେର ‘ଶାବିଜୀ ମତାବାନ’
ପ୍ରଭୃତିତେ ଏବ ନିର୍ମଳନ ଆମରା ଦେଖି । ଏହାଜୀ
ଆରା କରେକଜନ ଅଗ୍ରାନ୍ତ ନାଟ୍ୟକାର ଏହିମୁଗେ
ପୌରାଣିକ ନାଟକ ରୁଚନା କରେହିଲେନ—ସ-
ଓଲିତ ପୂର୍ବାଧେର ଗନ୍ଧ ନାଟ୍ୟକାହିନୀର ଆକାରେ
ପ୍ରକାଶିତ ହଲେ ଓ ଅନ୍ତଟ ପୌରାଣିକ ନାଟକରେ
ଦକ୍ଷ ଛିଲ ନା ; ବରଂ ମେଉଲିକେ ଉପରି ଧରିଲେନର

ଯାଜା ବଲାଇ ସଂଗେତ । ଏଗୁଲିର ସର୍ବେ ଉତ୍ତରେ-
ବୋଗ୍ଯ ‘କଲି-କୌତୁକ ନାଟକ’, ‘ଜାମକୀ ନାଟକ’;
‘ଶ୍ରୀବଂସ ଚିତ୍ରା’, ‘ଅହୁତ୍ତର୍ଥ ନାଟକ’ ଅଭୃତ ।
ଏଗୁଲିତେ ଯାଜାର ଶିତ୍ତବାହଲ୍ୟେର ଭାବଟି ସେବନ
ଦେଖା ଗେଲ, ତେମନି ପୁର୍ବାଧେର ମହନୀର ଆଦର୍ଶକେ
ସତ୍ତା ଭକ୍ତିରସେର ଉଚ୍ଛାସେ ହାଲକା କରେ ଦେଖାଇ
ଅବସତା ଦେଖା ଗେଲ । ଫଳେ ଏଗୁଲିତେ ଖ'ଟି
ପୌରାଣିକ ନାଟକରେ ଆଦର୍ଶ ପରିଶୂଟ ହରାନି ।

ସଥନ ଏକଶ୍ରୀର ନାଟ୍ୟକାର ଲେଖିଲ ଏହି-
ଭାବେ ପାଞ୍ଚାତ୍ୟ ନାଟ୍ୟବ୍ୟାତିର ଆଦର୍ଶ ପୌରାଣିକ
ନାଟକ ରୁଚନା କରେ ଚଲେହେନ ଏବଂ ଅତ୍ୟଶୀର୍ଣ୍ଣ
ନାଟ୍ୟକାର ଯାଜାର ଆଦର୍ଶ ଶାମନେ ବେଳେ
ଶିତ୍ତବାହଲ୍ୟେ ଶିତ୍ତବାହଲ୍ୟେ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ରୁଚନା କରେ
ଚଲେହେନ ; ତଥନ ମନୋମୋହନ ବନ୍ଧୁ ଏହି ହୁଇ
ଦିଲେର ପ୍ରାଣ ଓ ଆଦର୍ଶର ସର୍ବେ ଲେନ୍ତୁ ରୁଚନାର
ଉତ୍ସୋହ ହଲେନ । ଏହି ହୁଇ ଆଦର୍ଶର ଲେନ୍ତୁ ସକଳକେ
ଭିତ୍ତି କରେ ତିନି ତୀର ପ୍ରଥମ ପୌରାଣିକ ନାଟକ
ରୁଚନାର ତ୍ରୁଟି ହଲେନ । ଅବଶ୍ୟ ତୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ
ନାଟକ ଉପିତ୍ତ ତୀର ବିବରସ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପରିଶୂଟ
ହରେ ଉଠେଛେ ।

ମନୋମୋହନେର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ‘ଶାମାଭିହେବ’
ପ୍ରକାଶିତ ହୁ ୧୯୬୭ ଖୁବି । ଏହି ବନ୍ଦସରଇ ହିମ୍ବ-
ମେଲାର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନଟି ଅଭିତ୍ତି ହୁ ଏବଂ
ମନୋମୋହନ ଏହି ହିମ୍ବମେଲାର ଅନ୍ତତମ ପ୍ରାଣ
ଉତ୍ସୋହ ହିଲେନ । ମନୋମୋହନେର ଶାମାଭିହେବ
ନାଟକେ ଓ ମେହି ଜାତୀୟ ଆଦର୍ଶର ମହାନୀକାର
ବାଣୀ ଦିଲେର ପ୍ରବାହିତ ହତେ ଦେଖି । ଏହି ନାଟକେର
ପ୍ରକାଶବାନ ନଟେର ଉତ୍ତି—: “ଏଥନକାର କୃତବ୍ୟ
ନୟାଦିଲେର ସର୍ବେ ଅନେକେ ବାଲୋଲ୍ୟ, ମଧ୍ୟ, କରନ୍ତି
ଅଭୃତ ବସେଇ ଅଭିନାଶୀ ଆହେନ । ଆର ଏଥନ
ତୀରେ କାବ୍ୟ ଓ ସଂଗୀତ ସାହଶକି ବିଶେ

হওয়াতে এদেশে অস্ত দার্শন পরিবর্তে পুনর্বার নাট্যাভিনয় উৎপন্ন হচ্ছে। তারা চান—অভিনয়ের নারক-নার্সিকার নির্মল চরিত্র ভাব। শুভবাং সহ্যবাদী, অভিত্তির, পাঞ্চ, দাঙ্গ, ধীর এমন কোন বীরপুরুষ সম্পর্কে কঙ্গারসের কোনো একটি অভিনয় যদি দেখাতে পারা যায়, তবে নির্বিবাদে দেখন সব মনোরঞ্জন হবে, এমন আর কিছুতেই নহ।” রামচন্দ্রের নির্মল চরিত্র প্রমৰ্শনের মাধ্যমে বাঙালীর সামনে উপস্থাপিত করা হোল জাতীয় আগমণের প্রতিকৃতি এবং সেই সম্বন্ধে ভজ্জিরস পরিবেশনের নতুন তাঁগর্হের ইবিত।

মনোমোহন বসু ঘোট আঠবানি পৌরাণিক নাটক রচনা করেছেন। এগুলি যথক্রমে—বাসাভিষেক, সতী নাটক, হরিকল্প, পার্ব-প্রাঙ্গন, বাসলীলা, সতীর অভিযান, বাবগণ্ড এবং শ্রীমন্ত মহাপর। প্রথম পাঁচবানি নাটক এহাকারে প্রকাশিত এবং যষ্ঠ নাটকধানি নাট্যমন্দির নাথক পঞ্জিকার ধাহাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল এবং নাট্যকারের মৃত্যুর পর এহাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। শেষ দু'বানি নাটক কোথাও প্রকাশিত হয়নি—এগুলি তাঁর মৃত্যুর পর পাঞ্জলিপি আকারে পাওয়া গেছে।

মনোমোহনের প্রত্যেকটি পৌরাণিক নাটকের মধ্যে ভজ্জিরসের স্বতন্ত্র প্রবাহ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। এই ভজ্জিরসের ধারাই দেন তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলির প্রাপ্তি। তিনি গভীরভাবে ধর্মতত্ত্ব করেছিলেন বে ভজ্জিরসাধিত পৌরাণিক নাটকই বাঙালীর জাতীয় জীবন ও মানস-প্রকৃতির সম্মে অস্তরণভাবে সম্পর্কযুক্ত। পুরাণের দেবদেবীর মহিমা কিংবা আবাধ্য দেবতার নিকট ভজ্জিরস আনন্দিবেদনের কাহিনী ভাব-প্রবণ বাঙালী-

জীবনের প্রভীরতম ধান-কলনার সামগ্রী। এই কাহিনীগুলির প্রধান আকর্ষণ ভজ্জিরসের অস্তরণয়া ; এগুলির জীবন-চন্দ ও ভাব-প্রেরণা আমাদের বিশ্বাস ও সংক্ষেপের প্রীতি-বৃন্দে সজীব ও অস্তরের আলোড়নে স্পন্দিত। এই কারণেই এইজাতীয় নাটকের প্রতি আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতিসম্মত সহজাত আকর্ষণ অনুভব করি। মনোমোহন বসু তাঁর নাটকগুলির মধ্য দিয়ে ভজ্জি ও আদর্শ-নিষ্ঠার প্রতি আমাদের জাতীয় চরিত্রের এই সহজাত আকর্ষণকেই জপায়িত করতে চেয়েছেন।

পৌরাণিক বিষয় অবলম্বন করে নাটক রচনার মাধ্যমে তিনি হিন্দুর পুরাণ-কাহিনীকে সহজভাবে সাধারণ মানবের কাছে পৌছে দেবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এইস্তে মনোমোহন বসুর নাটকে সংস্কৃত মূল পুরাণ-কাহিনীর পরিবর্তে কৃতিবাস, কালীরাম প্রতৃতির রচনার এভাব অনেকাংশে লক্ষ্য করা যায়। কতকগুলি ক্ষেত্রে আবার কলনার সাহায্যে পুরাণ-বহিকৃত কিছু কিছু চরিত্র শৃষ্টি করে পৌরাণিক কাহিনীকে অভিনব পর্জনিতে পরিবেশন করেছেন। তাঁর এই শ্রেণীর নাটকের অবিকাশ চরিত্র দেবতা কিংবা দেব-অংশ সম্মত হলেও তাঁরা দেন সর্বতোভাবে দেবলোকের অধিবাসী নন ; অবেকটা দেন যর্তালোকের সন্তান—আমাদেরই প্রতিবেশী। এইভাবে সর্বের দেবতাকে যর্ত্তের মাটিতে নামিয়ে এনে তাঁকে আপনার করে পাওয়ার মধ্যে সহজ সরল অনাবিল ভজ্জির ভাবটি পরিষ্কৃত করা যায়, তা মনোমোহন বসু তাঁর নাটকে শুকৌশলে পরিবেশন করেছেন। এবিষয়ে তিনিই বাংলা নাটকের ধারার প্রথম পথ-প্রবণ বাঙালী-

ତୀରି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଗତ ଅବଲମ୍ବନ କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳେ ହିନ୍ଦୁଶତ୍ରୁ ତୀର ପୌରୀଧିକ ନାଟକ ରଚନାର ଅଧିକ କୁତିରେ ଓ ପ୍ରତିଭା-ନୈଗ୍ଯଦ୍ୱୟର ପରିଚୟ ଦିଇଛେ ।

ମନୋମୋହନ ତୀର ପୌରୀଧିକ ନାଟକଗୁଡ଼ିତେ କୋଥାଓ କୋଥାଓ ପୂର୍ବାଣ-ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲଜ୍ଜନ କରେଛେ; କିନ୍ତୁ ଏତେ କୋଥାଓ ଉତ୍କିଳଙ୍କର ସଂକ୍ଷେପ ଘଟେନି । ତିନି ପୂର୍ବାଣର ପ୍ରଥାନ ଅଧାନ ଘଟନାକେ ଅବିକୃତ ରେଖେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟନା-ଗୁଡ଼ିର ଦ୍ୱୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଧନ କରେ ତୀର ମୌଳିକ ମୃଷ୍ଟିଭାବୀର ପରିଚୟ ଦିଇଛେ । ‘ସତୀ ନାଟକ’-ଏ ସତୀ ମକ୍ଷାଲକ୍ଷେ ଯାଓଇବାର ଅଛୁ ସଥନ ଶିଖିବାର ଅଛୁମତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେନ, ତଥନ ଶିଖିବାର ଅଭ୍ୟନ୍ତ ସହଜଭାବେଇ ତାକେ ଅଛୁମତି ଦାନ କରେଛେ; ପୂର୍ବାଣର ବର୍ଣନା ଅହୟାବୀ ସତୀକେ ମଧ୍ୟମହାବିଜ୍ଞାନପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ହସନି । ମନୋମୋହନ ଏକେତେ ହୁକୋଶିଲେ ପୂର୍ବାଣ-କାହିଁନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଧନ କରେ ସହଜ ତକି-ରଲେର ପରିବେଶନ କରେଛେ । ‘ହିନ୍ଦୁଶତ୍ରୁ ନାଟକ’-ଏ ଶର୍ମାନେ ହିନ୍ଦୁଶତ୍ରୁ ଓ ଶୈଶ୍ଵର ପୂର୍ବଧିଲନେର ବର୍ଣନାରେ ମନୋମୋହନ ପୂର୍ବାଣ-ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲଜ୍ଜନ କରେଛେ । ପୂର୍ବାଣ ଆହେ ବେ ଶର୍ମାନର ବୋଲି ଅକ୍ଷକାରେ ବିଜ୍ଞାତେର ଦୀପ୍ତ ଚମକେ ଶୈଶ୍ଵର ଅକ୍ଷାଂଶ ଶର୍ମାନ-ହକକେର ହାତେ ବୀଳଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଖେଇ ତୀର ଥାମୀ ହିନ୍ଦୁଶତ୍ରୁକେ ଚିନିତେ ପେବେଛେ । ମନୋମୋହନ କିନ୍ତୁ ତୀର ନାଟକେ ଦେଖିରେଛେ ଯେ ମୃତ ପୂର୍ବକେ କୋଲେ କରେ ସଥନ ଶିଖିବା ଯଥନ ବୁକ୍କାଟା ଆର୍ତ୍ତନାନ କରିବାର ଥାକେନ, ତଥନ ହିନ୍ଦୁଶତ୍ରୁହି ପ୍ରଥମ କଟ୍ଟ-ଥରେର ବାରା ତୀର ଝାଁଶୀଶ୍ଵରାକେ ଚିନିତେ ପେବେଛେ । ପାର୍ବ-ପରାବର ନାଟକେ ଓ ଉଲ୍ଲୀ ଚରିତ୍ରେ ମନୋମୋହନ ପୂର୍ବାଣ-କାହିଁନାର ଦ୍ୱୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଧନ କରେଛେ । ବାମଶୀଲା ନାଟକେ ଶ୍ରୀରାଧାର ପ୍ରକିପୁଜାର କଥା ଦେଖାବେ ଆରାନେର ମୁଖେ

ବର୍ଣନା କହିରେଛେ, ତା ପୂର୍ବାଣର ସଥାବଧ ଅଛୁମତ ନଥ । ଆସିଲେ ମନୋମୋହନ ପୂର୍ବାଣ-କାହିଁନାକେ ବାଙ୍ଗଲୀର ସହଜ ସରଳ ମନେର ଉପବୋଗୀ କରେ ତୁମତେ ପିଲେ ତାକେ ଏକଟୁ ନହୁଭାବେ ମାରିଯେ ନିରେଛେ ଏବଂ ଡକ୍ଟିରମେର ନିବିଡ଼ ପରାକାଠାର କୁଳ ଅଛନ କରେଛେ ।

ମନୋମୋହନ ତୀର ପୌରୀଧିକ ନାଟକଗୁଡ଼ିତେ ଅଲୋକିକ ଘଟନାର ସରିବେଶ ସଥାବଧ ପରିବାର କରେଛେ । ତିନି ଉନିଶ ଶତବୀର ଯୁଦ୍ଧବାଦୀ ବାଙ୍ଗଲୀର ମାର୍ଦନ-ପଟ୍ଟତୁମିକାର ପୌରୀଧିକ ନାଟକକେ ତାର ଗତାହୁମତିକତାର ହାତ ଧେକେ ଉକ୍ତାର କରେ ନହୁଭାବେ ଉପହାପିତ କରେଛେ । ଛ-ଏକହାଲେ ଅଲୋକିକ ଘଟନାର ଉଲ୍ଲେଖ ଧାକଣେ ଦେଖିଲି ବେ ଆରୋପିତ, ତା ନେଇଛି ବୁଝା ଯାଏ । ତବେ ତିନି କୋନ କୋନ ବିଶେଷ ଜାବେର ଅଲୋକିକ କ୍ଷମତାକେ ଶୀକାର କରେ ତୀର ନାଟକେ କଣ୍ପାରିତ କରେଛେ । ହିନ୍ଦୁଶତ୍ରୁ ନାଟକେ ମୃତ ବୋହିତାର ପୁନର୍ଜୀବନ ଶାତ କରେଛେ ବିଶ୍ଵାମିତ କର୍ତ୍ତକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ । ପାର୍ବ-ପରାବର ନାଟକେ ବୁକ୍କାଟାର ସମ୍ମାନରେ ମୃତ ଅର୍ଦ୍ଦନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଲ୍ଲୀପିର ହାତେର ବିଶେଷ ମଧ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣ କିମ୍ବେ ପେବେଛେ । ଏହି ଘଟନାଗୁଡ଼ିତେ ମନୋମୋହନର ବିଜ୍ଞାନସମ୍ପତ୍ତ ମୃଷ୍ଟିଭାବୀର ପରିଚୟ ଏକାଧିତ ହୁଲେଓ ଭକ୍ତି-ରଲେର ନିବିଡ଼ଭାବୀ ଅଭାବ ଘଟେନି ।

ମନୋମୋହନର ନାଟକର ଆବର ଏକଟି ଅଧାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସର୍ବମତେର ମଧ୍ୟେ ଏକଟା ସାମରଶ୍ଵର ସାଧନର ପ୍ରାଯାସ । ମୃଗ୍ବାବତାର ଶ୍ରୀରାମକ୍ରକେ ସର୍ବଧର୍ମ-ସମସ୍ତରେ ସାଧନା ସମ୍ଭବତଃ ଏ ବିବରେ ତୀରକେ ପ୍ରତାପିତ କରେଛି । ତାହା ମନୋମୋହନ ତୀର ନାଟକେ ଶୈଶ୍ଵର, ପାତ୍ର, ବୈକର୍ଯ୍ୟ, ତାତ୍ତ୍ଵିକ, ବ୍ରାହ୍ମ ଅଭ୍ୟନ୍ତ ସକଳ ସର୍ବସମ୍ପର୍କାବ୍ଲେଷ୍ଣର ସର୍ବବିଶ୍ଵାମେର ପ୍ରତି ଅରୁଠ ଅକ୍ଷା ଆନିଯେଛେ ଏବଂ ଦେଖିଲିର ମଧ୍ୟେ ସହେତୁର ମୁହଁ ଅଛୁମକାନ

করেছেন। তার 'সতী নাটক'-এ শাস্তি
পাগলার মুখে দর্মের মূল সত্যটি ব্যক্ত হয়েছে—

'কিষ্ট লিপ্ত বৃতি নে
শুণ আছে জন্ম-মাত্রারে,
তারে আমি ছাড়িবে।'

—এ বেন মঙ্গিশেখরের পাগল ঠাকুর
ক্রীরামকুফের সত্যাহচ্ছতির মর্মবাণী। তার
'সতী নাটক'-এ শিব ও শক্তির উপাসনার
কথা আছে, 'পার্ব-পর্বতী' ও 'বাসলীলা'
নাটক-এ কৃষ্ণের ভক্তার কথা আছে;
আবার 'গণ্য-পর্বীকা' নাটক-এর মঙ্গলাচরণে
ত্রাক্ষের সত্তাঙ্গী ব্রহ্ম সনাতনের মহিমা
কীর্তিত হয়েছে। সতী নাটক-এর শাস্তি
পাগলার মুখে শাস্তি ও বৈকবের দর্মসভের
দ্বয় নিরসনের ইতিহাস ইন্দ্রবতাবে ব্যক্ত
হয়েছে। 'বাসলীলা' নাটকে ক্রীক ডক্টরের
সংশ্লেষণের অঙ্গ মুহূর্তে কালীকণে
কল্পাস্তুরিত হয়েছেন। মধ্যমুগের বাংলা
নাটকের ধারার দর্মসমষ্টের সাধনার ইতিহাস
আমরা প্রথম মনোমোহন বসুর নাটকেই শুক্ষ্য
করি।

তার পৌরাণিক নাটকগুলি রচনার
প্রচারে ভক্তিসের প্রবর্তন ব্যতিরেকেও
আর একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। তিনি তার
সমসাময়িক কৃতিহস্ত ফরিদু বাঙালী সমাজের
সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন পুরাণের মহৎ
ও উল্লত চরিত্রের আদর্শ। তাই তার নাটক-
গুলির কেন্দ্রীয় ভূমিকার দেশ শাস্তি, দাসত্ব,
জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী পুরুষ ব্রামচর্জ,
পাতিজ্ঞায়ের প্রতীক সাধী সতী, দানবীর
মহাপুরুষ ইরিশ্চন গুরুত্বের মত আদর্শ
পৌরাণিক চরিত্র। সহজের ওপ-কীর্তন ও
চুক্তকারীর নিষ্কারণ মধ্যে তিনি পৌরাণিক
পরিষেবার অনুরাগে প্রতিষ্ঠিত করতে

চেয়েছেন কৌবন-সত্যাকে; বিদ্রিষ্ট করতে
চেয়েছেন ব্যক্তিকৌবনের ক্লেমকে। এদিক
দিয়ে তার পৌরাণিক নাটকগুলি সমসাময়িক
সমাজকৌবনে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ
করেছিল।

তিনি তার নাটকগুলিতে এক নতুন শ্রেণীর
চরিত্রের অবতারণা করে বাঙালীর সহজাত
ভক্তিবলের ধারাকে উদ্বোধিত করেছেন।
এই শ্রেণীর চরিত্রকে বাইরে থেকে বিদ্রক
মনে হলেও এই কিছু মুক্তজ্ঞানী, ধর্মৰ্থ
ডক্ট। সতী নাটকের শাস্তি পাগলা,
ইরিশ্চন নাটকের পাতঞ্জলি, ব্রামচর্জ
নাটকের কালিন্দী, সতীর অভিমান নাটকের
চরণমাস গুরুত্ব এই শ্রেণীর চরিত্র।
এই চরিত্রগুলির বাহ্যিক গ্রাম্যাপোঙ্গির
অনুরাগে প্রকাশিত হয়েছে তথ্যজ্ঞানী
ভাবুকের ভক্তি-গুণও জনস্ব-ভাবনা। বাইরে
তাদের আচরণে অসামঘন্ট প্রকাশিত হলেও
অন্তরে অক্ষয়ে কিছু তাই একান্ত ভক্তি-নিষ্ঠ
সাধকের প্রতিশূলি। মনোমোহনের পরবর্তী
কালে গিরিশচন্দ্র প্রযুক্ত নাট্যকারণ তাদের
নাটকে এইক্ষণ চরিত্র অঙ্গন করে প্রতিভা-
নৈপুণ্যের পরিপন্থ দিয়েছেন।

মনোমোহনের নাটকে অনেকসময় ধর্মের
সূক্ষ্টিন পার্শ্বনিক তথ্য প্রকাশিত হয়েছে;
কিছু মনোমোহন সেগুলিকে এত সহজ করে
প্রকাশ করেছেন যে তা চিন্তা করলে
আমাদের বিশ্বিত হতে হব। সতী নাটকের
শাস্তি পাগলার মুখে তুমি—

"দেশে এলেম, অবাক হলেম,
চুচের ভেতর হাতীর বাসা;
বে হৃষ হ'য়ামাতে শুভো মিতে,
লোকের পক্ষে হয়না সোজা !

ମୁଦ୍ରିତ ବଚନ ଓଳେ ତଥନ ବରୋପ, ‘ଠାକୁର,
ବଲହୋ କେମନ—
ଅଗ୍ରକାଣ ଏହି ବ୍ରକ୍ଷାଣ ଦିନା ଶୁତେ
ଚାଲାଯି ବେ ଜନ,
ତାର କାହେ ଆର ଏତିହ କି ଭାବ,
ଛୁଟେବ ଡେତର ହାତୀର ଚାଲନ’ ।”

ଏକପ ଆରା ଅନେକ ଉକ୍ତି ତାର ବିଭିନ୍ନ
ନାଟକେ ପାଇଁ ଥାଏ । ଦୁଇହ ଅଧ୍ୟାତ୍ମତଥିକେ
ବାଙ୍ଗଲୀର ସହଜ ଆମେର ଉପଯୋଗୀ କରେ
କତ ମୂଳରଭାବେ ତିନି ପରିବେଶନ କରେଛେ
ଏବଂ ଡକ୍ଟିକାବେର ପ୍ରସବ-ଧାରା ବହିରେ
ଦିରେଛେ ।

ମନୋମୋହନ ସଂଗ୍ରହିତ ଅନୁଭବ କରେଛିଲେନ
ଯେ ଶୈତିଆଧିତାର ଅତି ସହଜାତ ଆରକ୍ଷଣ
ବାଙ୍ଗଲୀର ହାତୀର ସଭାବେର ଅନ୍ତତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ।
ଏହି କାରଣେ ତିନି ତାର ନାଟକଗୁଲିତେ
ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପାଦେର ପ୍ରୟୋଗ କରେଛେ ।
ସଂଗୀତ ରଚନାର ମନୋମୋହନର ଥାତ୍ତାବିକ
କ୍ରମତା ଛିଲ । ତିନି ଆବାଶ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ, ରାମ-
ଅସାଦୀ, ହାଫ-ଆଖଡ଼ାଇ, ପାଚାଳୀ ପ୍ରତିତିର
ଅହୁରାଗୀ ଛିଲେନ; ତିନି ତାର ନାଟକେର ପାନ
ଛାଡ଼ାଓ ଏହି ସରନେର ଅକ୍ଷୟ ସଂଗୀତ ରଚନା
କରେଛେ । ତାର ନାଟକେର ପାନଗୁଲିତେ ଓ
ଧର୍ମର ସଂଗୀତର ପ୍ରତାବ ବିଶେଷଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରା
ଥାଏ । ପ୍ରାଚୀନ ଶ୍ରୀ ନାଟକେର କୋରାଶ
ସଂଗୀତର ସତ ତିନି ତାର ନାଟକେ ଏମନ ଅନେକ

ସମସ୍ତେତ ସଂଗୀତ ଉପହାରିତ କରେଛେ,
ଦେଖିଲିତେ ଦେବତାର ଅପାର ମହିମାର କଥା
ବାକ୍ ହରେଛେ ଏବଂ ଏହିଶ୍ରୀର ଗାନଗୁଲି ତାର
ନାଟକେ ଡକ୍ଟିକାବେର ମୁହଁଦେ ପ୍ରଧାନଭାବେ ସହାୟକ
ହରେଛେ । ତାର ନାଟକେର ଅନେକ ନେପଥ୍ୟ-
ସଂଗୀତେ ସର୍ବେର ମୂଳତଥ ସହଜାବେ ଏକାଶିତ
ହରେଛେ; ଆବାର କତକଗୁଲିତେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ-
ସମ୍ପ୍ରଦାସେର ସମ୍ବେଦ ମାଧ୍ୟମରେ ବୌଦ୍ଧମୁଖୀ
ବାକ୍ ହରେଛେ । ଏଥିକ ଧେକେ ତାର ନାଟକେର
ଗାନଗୁଲିର ଉପରୋଗିତା ତାଃପର୍ଯ୍ୟ-ବହ ।

ମନୋମୋହନ ଆବାଶ୍ୟ ହିନ୍ଦୁର ପୌରାବିକ
କାହିଁନି ଓ ଆହର୍ମେର ଏତି ଗଭୀରଭାବେ ଶ୍ରକ୍ଷମୀ
ଛିଲେନ । ତାହାଙ୍କ ପାଚାଳୀ, କଥକତା,
ହାଫ-ଆଖଡ଼ାଇ ପ୍ରତିତିର ରମ ଉପଚୋଗେର ମଧ୍ୟ
ଦିରେ ତାର ମାରଦ-ସଂହିତି ପଢ଼େ ଉଠେଲି ଏକ
ବିଶେଷ ଜାଗେ;—ଏବଂ ଏତିର ମଧ୍ୟ ଦିରେଇ ତାର
ଡକ୍ଟିପରାମଣତା ଓ ଧର୍ମାହୁରାଗ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହରେଲି ।
ଡକ୍ଟିବାସ-କାନ୍ଦୀରାମେର ବାହୁମନ-ମହାଭାରତ,
ପାଚାଳୀ, କଥକତା ପ୍ରତିତିର ମଧ୍ୟ ଦିରେ ଯେ
ରମଧାରାର ମଙ୍ଗେ ତାର ଅନ୍ତରେର ନିବିଡ଼ ଡକ୍ଟି-
ସାଧନାର ବୋଗହୁର ହାପିତ ହରେଲି, ତାର
ପୌରାବିକ ନାଟକଗୁଲିତେ ମେହି ରମଧାରାରାଇ
ପରିଚୟ ଅନ୍ତର୍ଭାବେ ଏକାଶିତ ହରେଛେ ।
ବାଲୋ ନାଟକେର ମଧ୍ୟରୁଗେ ମନୋମୋହନ ଧେକେଇ
ଏହି ଧାରାର ହତନା ଏବଂ ମନୋମୋହନଇ ଏହି
ଧାରାର ପ୍ରେସ ପଥ-ପରମର୍ଥ ।

കാലാറി

സ്രീമതി സുനന്ദാ ഘോഷ

മേഖാളി ഛോട് ടേംഗ് । പ്രാട്ടിക്കരമേരു ഇല്ലാഡേ വോർഡ് കാലോ അക്കരെ ലേഖാ ആചേ—
ANGAMALI (FOR KALADI) । മക്കിൻ റേബപുത്രേരു സമയ-താഴികാതേരു ഏതു വക്കന്നീരു മധ്യേ അദ്ധ്യാലിരു എന്തു വിശേഷ പരിചിതി ।
അർഥാം കാലാറി വേതേ ഹ'ലേ ഏറാനേ നാമേ ।
അദ്ധ്യാലി കാലാറിയ സവ ചാഡിൽ വിക്ടോരി റേബക്ടേണ !

ആദി ശക്രാന്താർവ്വ ജ്ഞാനഹാന ഹ'ലു എന്തു കാലാറി । ശക്രാന്താർവ്വ അതി സദാന മേഖാളി ദുർഗാജാര പാട്ടിഉലി ഏറാനേ ഏക മിനിട്ട് ധാരേ, ടോറേ കോണേ സൌജന്യേരു ഹാസി ടേംഗ് ആവാര ചുട്ടേ ചലേ വായ് । ആമരാഓ വാവ കാലാറി, ശ്രീരാമകൃഷ്ണ അദ്ദേശ ആശ്രമേ । ടേംഗ് ധേകേ അദ്ധ്യമേരു ദ്രുത തേരോ കിലോമീറ്ററുവേരു മത । കിൽ മൂറിൽ ഹ'ലു ഏറാനേ നാ ആചേ റിജാ, നാ ആചേ ട്യാറി അർവ്വാ ടാഡാ । വാസ്ട്ടാഡു വേശ വാനികടാ ദ്രു । ആസലേ ടേംഗേ ആസാളേ എന്തു വാമേലാടാ ഹരേചേ । ആപേ ടിക ഹിൽ ആമരാ ഏർക്കൂലമു ധേകേ വാസേ ആസവ, നാമവ കാലാറി വാജാരേ । കലകാതാ ധേകേയൈ ജേനേ എസേചിലാമ ഉട്ടരു മക്കിൻ പൂരു പത്തിമു കോന ദിക ധേകേ കാലാറി ഗ്രാമേ ചുക്കതേ ഹ'ലേ വാസേയൈ സ്വഭിാ; ഏർക്കൂലമു, തിച്ചു, കോട്ടാരാമ, അലുവേരു സവ ജാരഗാ ധേകേയൈ കാലാറിയ വാസ മേലേ । ചാഡി കി ഇങ്കേ കരലേ തിരാക്കാമ, പാലുടാട, കാലികട ധേകേഒ വാസേ ആസാര സ്വഭ്രംബന്ത ഹരേചേ । ടേംഗേ ആസാളേ വാധ ഹരേചേ എന്തു ഷീറ്റിംഗ് മിഹിലേരു മുകളിൽ വേശ

സമര ഏർക്കൂലമു ധേകേ വാസ ഹാട്ടാര കദാ ഹിൽ । ടിക പനേരോ മിനിട്ട് ആപേ ഉന്നലാമ പുത്രോലു ഹരേചേ, ശ്രൂതരാം ആജക്കേരു മത വാസ ചലാചല ഹഗിത । അർച്ച കാലാറി മര്റ്റേരു അധിക സാമീ ഗണനാലു മഹാരാജകേ ടിച്ചി ലേഖാ ഹരേചേ വേ ആമരാ 122 ആചുരാവി, 1918 വികാസ സാറേ ചാഡിൽ ധേകേ പാച്ചടാരു മധ്യേ പോളുച്ചി । ശ്രൂതരാം പട്ടി കി മരി ക'രേ ഏർക്കൂലമു റേബക്ടേണേ എസേ തിനച്ചേ പഠിശ്വരു വാഡാലോരു എരാദ്രേസ്ട (Trivandrum-Bangalore Island Express) ധരംതേ ഹ'ലു । എക്സ്പ്രസ് മധ്യേയേ പോളു മേലാമ എന്തു അദ്ധ്യാലിയേ । ടേംഗ്-മാട്ടാര തീര ദബേ പിരു അദ്ധ്യാലി വാജാരേ ടേലികോൺ കരുലേൻ । സേരാനു ധേകേ ട്യാറി എലേ ഡാഡാ ടിക കരേ ദിലേൻ പനേരോ ടാകാ ।

അദ്ധ്യാലി അതിക്രമ ക'രേ കാലാറിയ പദ്ധേ അഞ്ചി । സർവ്വയൈ ദേഖിച്ചി മന്മഹ പിച്ചാലാ പദ്ധ, സാരി സാരി വിജലീബാതിയ തുട്ട । സുറക ചുന്നേ ചുന്നേരു സ്വജ ധാരേരു ക്രേ । ക്രേതേരു സീമാര നാരകേല വനേരു ഹാട്ടാനി । ശ്രീരാമകൃഷ്ണ അദ്ദേശ ആശ്രമേരു സാമനേ ട്യാറി എസേ വർദ്ധ ധാമല ധിഡിതേ തർന്നു പാച്ചടാ വാജേനി ।

പാട്ടിര ജാനലാ ദിയേയൈ ദേഖിതേ പേശാമ മന്ദിരവേദീതേ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ശ്രേതമർമ്മരമൂർത്തി,— പഞ്ചാസന, വക്കവാസുലി । മന്ദിരഹാപട്ട വേഗുട്ടേരു മത । കേവല വേഗുട്ടേരു തുലനാര എ മന്ദിര ആയതുനേ കിച്ചു ഛോട । പ്രവേശതോറഥേരു സ്വജേ വാപാശേ സാരി സാരി കരേക്കഥാനി അക്കിസബ്ര । സാമനേ ബുദ്ധ-ബുദ്ധ-ശാന്തിഘാലാ വാലിരു ഓപര സ്കൂളുക നാഗലിംഗ മുലേരു പാച്ച । എ പാചേരു ഗാരേ

ଅକ୍ଷତି ନିଜେର ହାତେ ଖତ ଶତ ଶତ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପଣ୍ଡିତୀ କ'ରେ ରେଖେଛେ । ଶୁଗଙ୍କୀ ଅଇଲ ପୋଳାଣୀ ପାଗଡ଼ିର ମାର୍ଦାନେ ଗୌରୀପଟ, ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଓପରେ ବହୁମୂଳୀ ଏକ ସର୍ପର ବିଜ୍ଞାପିତ କଣ । ପାହେର ଗୋଡ଼ିଆ ବରେ-ଗଡ଼ା ପାଗଡ଼ିର ବୃତ୍ତାକାର ପୋଳାଣୀ ପାଲିଚା । ପାଶେଇ ଉତ୍ତର ଆଚଳ ବିହିରେ ବସେ ଆହେ ଶାମଲୀ ଶେକାଳି । ସନ୍ଦେ ବୁଝେଛେ କରବି ଟାଙ୍ଗ ମାଲାଟୀ କବା ଅଶୋକ ଟଗର ଓ ଆରା ଅନେକ । ଆମାଦେର ଆଗତ ଜୀବାତେ ଏହିଯେ ଏଲେମ ଆସି କୁତ୍ତାନନ୍ଦ । ଗଣ୍ଡାନନ୍ଦ ମହାରାଜେର ମନେ ପରିଚିତ ହ'ଲ ଚାନ୍ଦ୍ୟ ଟେବିଲେ । ମାରାର ପଢ଼ନେର ମାହୁତ । ବେହମାଥା ଚୋଖେର ମୁଣ୍ଡ । ପଥ-ଆଶ ଛେଲେମେହେଦେର ଆହର କ'ରେ ଗରମ ଗରମ ହୁଥ ଖାଓଗଲେନ । ଆମରା ଖେଳାମ କଲା ବିଶୁଟ ଆର ଚା । ତାରଗର ଆଖର ପେଲାମ ମଠେର ବିପରୀତେ ଶ୍ରୀମାରାମାତା ଆୟୁର୍ଵେଦବନେର ବିତଳେ ।

ହୋତାର ବିରାଟ ଏକଧାନ୍ତି ହଳଦିବ, ଆରା ଏକଟି ଛୋଟଦର, ଆମାଗାର ଆର ଶୁନ୍ଦର ଏକ ଛୁକରୋ ଛାଦେର ମାଲିକ ଏଥିନ ଆମରା । ଆମରାଇ ଏକମାତ୍ର ଅତିଥି, ତୌର୍ବାତୀ । ଛାଦ ଧେକେ, ଛୋଟଦରଟିର ଡେତର ଧେକେ ମହିରେର ଠାକୁରମୂଳ୍ତି ପରିକାର ମେଧା ଥାଇଁ । ବାନ୍ଦାନାଟି ବଡ଼ ଭାଲ ଲେଗେ ଗେଲ ।

ଜିନିମଙ୍ଗ ରେଖେ ଆମରା ନବାଇ ମିଳେ ଥାନେ ଚଲଲାମ । ଆଖମେର କୋଳ-ଦୈର୍ଘ୍ୟେ ବହିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦୀ । ମଠେର ବୀରାନ୍ଦୀ ଥାଟେ ଥାନ କରତେ ପାରାତାମ, କିନ୍ତୁ ମେଧାନେ ପେଲାମ ନା । ଗନ୍ଧାନନ୍ଦୀ ବ'ଲେ ହିଯେଛିଲେନ ଆଖମବାନୀ ବିଜ୍ଞାପିତା । ଖେଳାଶୁଲା ଶେଷ କ'ରେ ଓହି ଥାଟେ ନାମବେ, ଜଳେ ଖୁପାଇ ଝୁକୁବେ । ତାହି ଆଖମ-ସୀମାର ବାଇରେ ପାଖୁରେ ବାକେର ଆଭାଲେ ଅଗର ଏକଟି ଥାଟେ ଆମରା ଜଳେ ନାମଲାମ । କାମା ନେଇ, ପାକ ନେଇ, ଆମାଲୋ ଥାଟି ନେଇ ।

ଖୁବ୍ବକେ ତକତକେ ବାଲିପାଖରେର ବୁକେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବେଗବତୀ ଥୋତିଥିଲା । ଦଶ ବାରୋ ହାତେର ବେଶୀ ଏଗନୋ ଥାଇ ନା । ଛୁମାହୁ କରଲେଇ ଅତ୍ତ କୋନ ଥାଟେ ପୌଛେ ଥାନ୍ତାର ସନ୍ତାବନା । ଅର୍ଥ କରେକଟି ମାଧ୍ୟମ କିଶୋରକେ ଦେଖିଛି କେମନ ଶୁନ୍ଦର ମୀତାର ଦିରେ ଘୋତ ପାର ହଜେ । ଓଦେର ମଧ୍ୟେ ଅନେକେ ଆବାର ନନ୍ଦୀର ବୁକେ ଝେପେ-ଓଡ଼ି ନାମଲେର ବାଲୁଚଟାର ପିରେ ବାଲି ହୋକ୍ତାହୁଣ୍ଡି କରଇଛେ ।

ଛେଲେଦେଇ ଖେଳ ମେଧେ ମନେ ପଢ଼ିଲ ବାବୋଶେ । ବହର ଆପେକ୍ଷାର ଏମନାଇ ଏକ ଛବିର କଥା । ଶକ୍ରାଚାରୀର ନାକି ଛେଲେବେଳାର ଏଇ-ଭାବେ ଏତାହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁକେ ମୀତାର ଦିତେନ, ସୋନାଲୀ ବାଲୁଚରେ ଉଠେ ଏହନିଭାବେ ଖେଳ କରନ୍ତେନ । ଉତ୍ତରଜୀବନେଓ ହୁଯାତେ ଶକ୍ର ମେହି ହୁଅଥିବିଲିର କଥା ଭୁଲତେ ପାରେନନି, ଭୁଲତେ ପାରେନନି ଅନ୍ତର୍ଭୂମି କାଲାଭିର ପୂର୍ଣ୍ଣକେ । କେନାନ ବଦନ୍ତୀନାଥେର ପଥେ କ୍ଷେତ୍ରିର୍ଭିଟେ ଦେଖେଛିଲାମ ଶକ୍ରାଚାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ଦେବୀ-ମୂର୍ତ୍ତି, ଯାର ନାମ ଛିଲ ପୂର୍ଣ୍ଣଗିରି । ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମେ କୋନ ଦେବୀ ଆର କୋଥାଓ ମେଧେଛି ବ'ଲେ ମନେ ପଡ଼ଇଛେ ନ । ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଵତ ହନନି ତୀର ସନ୍ତାନ ଶକ୍ରକେ—ଶକ୍ରରେର କଥା ଅଥେ କ'ରେ କରେକ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରେ ବରେ ଚଲେଛେ ଆର୍ଦ୍ଦାର ଆଦିନା-ପଥେ । ଦୂରେର ବାଲୁଚଟାର ଓପାଶ ଦିରେ ଥେବାରାଟି ବରେ ଚଲେଛେ ମେଟାଇ ନାକି ପୂର୍ଣ୍ଣର ଆଦି ପ୍ରବାହ । ଶକ୍ରାଚାରୀର ଯା ଆର୍ଦ୍ଦାରାଦେବୀ ଐ ଦୂରେର ଧାରାଟିତେଇ ଥେତେନ ନିତ୍ୟରାନେ । ଏକଦିନ ଗ୍ରୀଥକାଳେ ଥାନ ମେଧେ କିରବାର ମହା ଅଥର ହର୍ଦୟର ତାପ ମହ କରନ୍ତେ ନା ପେରେ ତିନି ପଥେର ପାଶେ ମୁହିତା ହରେ ପଢ଼େନ । ମାହୁତକ ଶକ୍ରର ମାର୍ଦାର ଏହି ଅବହା ମେଧେ ଭଗବାନେର କାହାଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରଲେନ—‘ଠାକୁର, ଆମାର ମାର୍ଦାର କଟ ତୁମି ଲାଗୁ କର । ନନ୍ଦୀର ଧାରାକେ ବାଢ଼ୀର

କାହେ ଏନେ ଥାଓ ।' ସେଇ ସହରି ବର୍ଷାକାଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛଲେ ହେଲେ ବିଶ୍ଵାଳ ହେଲେ । ପାଢ଼ ଭାଙ୍ଗତେ ଭାଙ୍ଗତେ ଏଥିରେ ଏଲେନ ଆର୍ଦ୍ଦାଶ୍ଵାର ବାଡୀର ସରଜାର, ଉଠନେର କୋଳ ଦେବେ ପଥ ତୈରି କ'ରେ ନିଲେନ । ବର୍ଷାଶେବେ ସଥନ ଅଳେ ଟାନ ସବୁ, ମାର୍ବଧାନେ ଜେଗେ ଉଠିଲ ବିରାଟ ଏକ ବାଲି-ପାଥରେ ତିବି । କାଳାଡି ଗ୍ରାମେର ମାଇଲ ଦୁଇକ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଧାରା ଦିଖାବିଚକ୍ର ହେଲେହେନ, ଆବାର ଏହି ଗ୍ରାମେର ମୀମାଟୁକୁ ଅଭିକ୍ରମ କ'ରେଇ ଏକବେ ବିଲିତା ହେଁ ଏଥିଯେ ଗେହେନ ଆଲାଓୟେ ଅଭିମୁଖେ । ପ୍ରତି ବର୍ଷାର ପୂର୍ଣ୍ଣାର ଚଳ ନାମେ, ଧାରା ଦୁ'ଟି ତଥନ ଆଗନ ଆଗନ ସତା ହାରିଯେ ଫେଲେ । କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତରାଜୀରେ ଡିଟେ-ବଦାବର ଓହି ବାଲୁଚରଟାର ମାହନେ ଏସେ ଅଭିନ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥକେ ଦୀର୍ଘାନ । ଯମେ ପଡ଼େ ଧାର ଶିଶୁ ଶକ୍ତରେ କଥା । ସଞ୍ଚପେ ବାଲୁଚର ବେଠନ କ'ରେ ବ'ରେ ଚ'ଲେ ଥାନ ।

ପୂର୍ଣ୍ଣାର ପ୍ରକୃତ ନାମ ପେରିଯାର । କାଳାଡିତେ ପେରିଯାର ବାବୋମାପାଇ । ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ତାଇ ଏଥାନକାର ଅଧିବାସୀରୀ କୃତଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଁ ତୀର ନାମ ବେରେହେନ ପୂର୍ଣ୍ଣ । ପୂର୍ଣ୍ଣାର କାହେ ଆମରାଓ କୃତଜ୍ଞ, ତିନି ଆମାଦେର ପ୍ରାଣଦାନ କରିଲେନ । ଛୁଦିନ ଆଗେ କଟ୍ଟାକୁଥାରୀ ଥେକେ ଦେରିଯେଛି, ସେଇ ଥେକେ ପଥେ ପଥେଇ ଦିନ କାଟିଛେ । ପଦ୍ମତ ଶୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋର ଆର ଦିରଖିରେ ବାତାମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଳକେ ବଡ଼ ଦିନ ଲାଗିଛେ । ମାଧ୍ୟାର ଓପର ଅର୍ଧବୃତ୍ତାକାର ଆକାଶ ମରମ-ନୀଳ, ଦିଗନ୍ତର ପାହାଢ଼ ଗଭୀର ପାଢ଼-ନୀଳ, ସଜ୍ଜ ଅଳେର ନିଚେ ଛୁଡ଼ିଓଲିର ମଧ୍ୟେ ଅନେକ ଛଢାନୋ-ନୀଳ । ଅଗରପ ଅରୁନସ ନୀଲରେ ମେଲାଯାଇ ନୀଲଙ୍କାଳେ ଛୁବ ଦିଲାମ । —ଏ ନୀଲେ ଯାହୁଦେହେର ଶୀତଳତା ।

ନୀଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ରମେ କୁକୁ ହେଲେନ, ଶୂର୍ଯ୍ୟ ଅନେକକ୍ଷଣ ନ୍ୟତ ଗେହେ । ତୁମୁ ଅକ୍ଷକାରେ ଆକର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣମାର୍ବଧର ଆମର ଉପଭୋଗ କରଛି । ମନ୍ଦିର

ଥେକେ ସଟାଖନି ଭେଦେ ଆସିଛେ, ବୋଧ ହେ ଶ୍ରୀରାମକୃତେର ଆରତି ଶୁଙ୍କ ହ'ଲ । ଆର ବସେ ଥାକା ଚଲେ ନା, ମାର୍ବଧର କୋଳ ହେତେ ଉଠିତେଇ ହ'ଲ ।

ମିଶ୍ରମ ପଦକ୍ଷେପେ ଆର୍ଦ୍ଦନାସଭାର ଏମେହି । ଅଶ୍ଵତ ହଳଦୟରେ ହୁଇ ଭାଗେ ଶତରକ୍ଷି ପାତା ହେଯେଛେ । ବାଦିକେର ଶତରକ୍ଷିକିତେ ଆସନ ନିଯେହେନ ଦୁଇନ ମହାରାଜ, ତିନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମକାରୀ, ଆଡାଇଶ୍ଵୋର ଓପର ଆଶ୍ରମବାସୀ-ହାତ୍, ଆର ଜମା କରେକ ହାନୀର ବ୍ୟକ୍ତି । ଡାନଦିକେର ଶତରକ୍ଷିକିତେ ଆମରା କରେକଙ୍କର ମହିଳା ଓ ଶିଖ । ଶ୍ରୀରାମକୃତ ମଟେର ଆର୍ଦ୍ଦନାସଭାର ଏ ଛବି, ଏ ଗାନ, ଏ ବାପ୍ତମର ଆମାର ଅଭି ପରିଚିତ । ଏକଇ ନିଯମ, ଏକଇ ବ୍ୟବହା ଦେଖେଛି କାମାରପୁରୁରେ, କୋରାଲେପାଢାର, କରଖଳେ, କାନ୍ଦିତ । ଦେଖିଛି କାଳାଡିତେ । ହରତୋ ବା କ୍ୟାଲିକୋର୍ପିଆର ଗେଲେଓ ଦେଖିବ । ଆର୍ଦ୍ଦନା ଶେହ ହ'ଲ, ହେଲେବା ଝୁଲୁଧିଲେ ମିଶ୍ରମ ହଳଦୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଲ ।

ଓରା ଚଲେ ଗେଲେ ଗଣାନବ ମହାରାଜ ଥୁରେ ଥୁରେ ଆମାଦେର ମନ୍ଦିର ଦେଖାଲେନ, ବଳନେନ—‘କାଳାଡି ମଟେର ଅଭିଷ୍ଟା ଆର ଏହି ଗ୍ରାମେ ସବ ରକମ ଉତ୍ସତିର ମୂଳେ ହେଲେନ ଧାରୀ ଆଗମାନନ୍ଦ । ଉତ୍ସି ହିଲେନ ବ୍ରହ୍ମନନ୍ଦ ମହାରାଜେର ଶିଖ । ତବେ ଏ ବାପାରେ ଆର ଏକଜନେର ନାମା ଉତ୍ସରେ କରତେ ହ'ବେ,—ତିନି ହଜେନ ପରଯାଥୁ ଇରାଭୀ ଗୋବିନ୍ଦ ମେନମ । ଏହି ଦେଖୁନ କୌର ଛବି । ଅଭି ଝୁପୁକୁର ଜମିଦାର ଗୋବିନ୍ଦ ମେନମକେ ଛଢି ହାତେ ଦାଢିଯେ ଧାକତେ ଦେଖିଲାମ । ମହାରାଜ ବଳନେନ—‘ଏଥାନେ ମେଡ ଏକର ଜମିର ଓପର ଗୋବିନ୍ଦ ମେନମେ ହେଠି ଏକଟ ବାଡି ଓ ବାଗାନ ହିଲ । ମଟେର ଆର ବାକି ପାଚ ଏକର ଜମି ଦିଯେହେନ ଏଥାନକାର ସରକାର । ଗୋବିନ୍ଦ ମେନନ ବଚକାଳ

ଥେବେଇ ଶ୍ରୀମତୁକଙ୍କନ୍ଦେବେର ଭାବଧାରା ଓ ମଠ ମିଶନେର କାଜେର ଅତି ଅକ୍ଷଣ୍ଵିତ ହିଲେନ । ଜିବାନ୍ତ୍ରାମ, ଓଡ଼ିଆଲ୍ସ, ଡିଫିନ୍ସିଏସ ଆମ୍ବି ନିର୍ମଳାନନ୍ଦ ଓ ଆଗମନନ୍ଦେର ସେବାକାଜ ତିନି ଦେଖେଛେ । ଜୀବନେର ଶେଷ ଆଜେ ଏସେ ମନେ ଭାବଲେନ, କାଳାଭିତ୍ତିର ଓପର ଥେବେ ଅଜାନତା ଆଜି କୁମରାହେର କାଳୋହାରା ମହିରେ ଦେଖା ନିର୍ଭାବ ପ୍ରଦୋଷନ । ଶକ୍ତବ୍ୱାଦେର କଥେକ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ଶୁଦ୍ଧେବୀ ମଟେର ଆଚାରୀ ତୀର ଅଶ୍ଵାହେ ଏକଟି ମନ୍ଦିର ଅଣ୍ଟିଲା କରେହେନ, କିନ୍ତୁ କାଳାଭିତ୍ତି ସାଧାରଣ ମାତ୍ରରେ ତେମନ କିଛୁଇ ଉପରି ହରିନି । ଏଥାବକାର ସାମର୍ଥ୍ୟକ ଉପରିତି ଅନ୍ତ ତାଇ ଆଗମନନ୍ଦେର ମତ ଏକଜନ କର୍ମ-ବୀରେର । କିନ୍ତୁ କୋଣାର ପାବେନ ଆଗମନନ୍ଦକେ ? ନିର୍ମଳାନନ୍ଦ ମିଶନ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ପର ତିନି ଓ କେବଳ ହେଡେହେନ । କାଣୀ ଓ ବେଳୁଡ଼େ କିଛୁ ମିଶନ କାଟାବାର ପର ଆର୍ଜିବାନନ୍ଦେର ମଧ୍ୟ ତଥିବ ଭାବାତ-ପର୍ଯ୍ୟଟିନେ ବେଖିରେହେନ । ଅବେକ ଗୋପ-ଧ୍ୱବର କ'ରେ ୧୯୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚି ଡିସେମ୍ବର ମାମେ ତିନି ଆଗମନନ୍ଦକେ କାଳାଭିତ୍ତି ଆନାଲେନ । ତାବପର ତୀରେର ସମ୍ମିଳିତ ଏକଟୋର ଶ୍ରୀମତୁକଙ୍କନ୍ଦେବ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୯୧୬ ମାର୍ଚ୍ଚି ୨୬ଟେ ଏଥିଲ ଏହି ମଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହିଲ । ସେ ମିନଟା ହିଲ ଶକ୍ତରାଚାର୍ଯ୍ୟର ପୁରୀ ଅନ୍ତିମି । ୧୯୧୧ ମାର୍ଚ୍ଚି ଥେବେ କାଳାଭିତ୍ତି ମଠ ବେଳୁଡ଼ର ଅବୀମେ ଥେବେ କାଜ କରାଇ । ଆଗେ ଛୋଟ ଏକଧାନୀ ଦରେ ଛବିତାତିଥି ଶ୍ରୀମତୁକଙ୍କନ୍ଦେବ ପୂର୍ବ କରା ହ'ତ, ତାଇ ତଥି ଆର୍ଥିନାମଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାନାଭାବ ହ'ତ । ମେଇଷତ ନହିଁ ମନ୍ଦିରର ଶିଳାନ୍ତାମ କରେନ ଆମ୍ବି ବୀରେଷାନନ୍ଦ ମହାରାଜ, ୧୯୧୧ ମାର୍ଚ୍ଚି । କାଳାଭିତ୍ତି ସାଧାରଣ ମାତ୍ରରେ ମାକିଖେ ଆଜି କରେକଥିନ ପୃଞ୍ଜପୋକେର ଅର୍ଥମାହାରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଆଜି ମୂତ୍ତ ନିର୍ମାଣ କରା ହୁଏ । ୧୯୧୬ ମାର୍ଚ୍ଚି ୧୫ଟି ଏଥିଲ ଶକ୍ତରାଚାର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ତିମି-

ଦିବେ ବୀରେଷାନନ୍ଦଜୀ ମିଳେ ଏସେ ମନ୍ଦିରଦାର ଅନ୍ତର୍ବାହିନୀରେ ଅନ୍ତ ଉତ୍ସୁକ କ'ରେ ଦେନ ।

‘କାଳ ମକାଳେ ଆମାଦେର ବ୍ରକ୍ଷାନନ୍ଦୋମର୍ଯ୍ୟ ମଂକୁତ ବିଷାଳର, ଉଚ୍ଚତର ମଂକୁତ ବିଷାଳର, ଇଂହାଜୀ ତାଇ ଦୁଲ, ତୀତିଶିକ୍ଷା କେନ୍ତେ, ବିବେକାନନ୍ଦ ପାଠୀଗାର, ମାରେଲ ଲାବୋରେଟରି, ଆହୁର୍ବେଦିତନ, ଛାତ୍ରାଳ, ଗୋପାଳ ସବ ଦେଖିତେ ପାବେନ । ତବେ କେବଳେ ଏଥି ଶିକ୍ଷକ ଧର୍ମଦିଟ ଚଲାଇ, ତାଇ ଦୁଲେର କାଜକର୍ମ ଦେଖିତେ ପାବେନ ନା’— ଆମ୍ବି ଗୋପନ ମହାରାଜେର କଥା ଶୁଣିତେ ଶୁଣିତେ ଆମରା ଅକିମ୍ବରେର ଦିକେ ଏଗୋଛିଲାମ, ଏହି ମହିର ଫଟକ-ପଥେ ମଧ୍ୟେ ପ୍ରବେଶ କରିଲ ଲାଲବରେର ଏକ ବିଶାଳକାରୀ ମୋଟର ବାଇକ । ବାଇକ ଥେବେ ନାମଲେନ ଏକ ଦୀର୍ଘଦୈହି ପୂର୍ବ । ପରିମେ ଗେରଜା ବରେର ଧୂତ, ପାଙ୍ଗାବି । ହେଲମେଟ ଥୁଲତେଇ ତୀର ମୁକ୍ତିମତକ ଚୋରେ ଗଡ଼ିଲ । ଶାମବର୍ଷ ମୁଖେର ଓପର ଉପର ନାକ, ବୁକ୍କିଶୀଥ ମୂତ୍ତ, ମୂତ୍ତ ଟିକ୍ । ଗୋପନ ମହାରାଜ ପରିଚର କହିରେ ଦିଲେନ— ‘ହିନି ଆମ୍ବି ବୀତମ୍ଭୁନାନନ୍ଦ ।’

ଆମ୍ବି ବୀତମ୍ଭୁନାନନ୍ଦ ଆମାଦେନ ଆବାଦ ଥେବେ । ଏଥାନ ଥେବେ ତାର ପାଇଁ ମାଇଲ ଦୂରେ କାଳାଭିତ୍ତି ଅନ୍ତରେ ଆଶ୍ରମେ କରିବାକି ବରାବ-ପାହ ଆଛେ । ସେପଟେବର ଥେବେ ଆହୁର୍ବାରୀର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟ ବରାବ-ବସ ମଂଗହେର ମନ୍ଦର । ତାଇ ବୀତମ୍ଭୁନାନନ୍ଦେର ମୁହୂର୍ତ୍ତକାଳ ଅବସର ନେଇ । ଶ୍ରୀ ଓଟାର ଆଗେଇ ମନ୍ଦିରେ ଶ୍ରୀମ ଦେବେ ବେତିଯେ ପଡ଼େନ, ଆଜି ଶାର୍ଦ୍ଦିର ଅକ୍ରମ ପରିଷ୍ଠମେର ପାଇଁ କେବଳ ଏହି ଏତ ହାତେ । ଉପି ବଳହିଲେନ ଅନ୍ତରେ ବରାବପାହ ମଂଗ୍ୟାର କମ ହ'ଲେଓ ଓ ଥେ ଥେବେ ଆଜି ମେଟାମୁହ୍ମି ଭାଲେଇ ହର । ବରାବ-ପାହରେ ମନ୍ଦ: ହଜ୍ଜ ଓରା ମାତ ଆଟ ବଜର ବସ ଥେବେ ବସ ଶବ୍ଦାତେ ଶୁକ କରେ, ଆଜି ବହିରେ ଏକଟାନ ପାଇଁଛହ ମାଳ ବଳ ବୁଗିରେ ହାତ ।

তাছাম। এখানকার উক্ত-আর্দ্ধ জলবায়ু, ৮০ খুব সময়ী।'

থেকে ১২০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত ব্রহ্মা-চাবের পক্ষে অস্যাক্ষ উপরোগী। সেইভঙ্গই তো ভারত সরকার ১২৫ লাখ টাকার একটা পরিকল্পনা করেছেন। এখানকার 'মঙ্গাপারা' অঙ্গলে দশ হাজার একর জমি নিয়ে ব্রহ্মচাবের কাছে হাত দিয়েছেন। ব্রহ্মচাবের পাশা-পাশি সরকার ওখানে ইউক্যালিপটাস-চাষও চালিয়ে আছেন। পার্মী বীতপূর্ণানন্দ আমজ্ঞণ আবালেন—'সময় হ'লে একবার মুরে দেখে বেতে পারেন, তালো লাগবে।'

বীতপূর্ণানন্দকৌকে শুধু ব্রহ্মচাবই দেখতে হব না, আশের বাবতীর চাষবাসের কাছে চালানোর সাহিত্যও তোর। সেইভঙ্গই সময় বীচাতে এই বাইক।

পরিআন্ত বীতপূর্ণানন্দকৌ দানে পেশেন। পর্বানন্দ মহারাজ বসলেন অফিসখরে, আমরা অস্ত একজন আশ্রমবাসীর কাছে কালাডির ঝঁঝঁয় হানগুলির সজ্জান নিয়ে কিছু সময়ের অস্ত ঘরে ফিরলাম।

বাত ন'টাই প্রসাদ পাওয়ার দটা পড়তেই আবার সাধুমহারাজদের সঙ্গে দেখা। বড় বড় কাঠের পিঁড়ি পেতে আমরা সকলে এক-সঙ্গে দেখে বসলাম। কাঠ-আটা গোল গোল শালিগাতার পরিবেশিত হ'ল তাত, সবু, দু'বুক মুক্তী তত্ত্বাবি, বস্ম আৰু সুবির পার্শ্বে। ক্রিয়ামুক্ত্য এখানে তিনবেলা বালয়ালী বাবারই থান। তবে রাতে বালয়ালী বাজা—হজির পারেস, আৰু বালতোগে শুড়ের তৈরি নারকেলনাছু তাৰ অবগুই চাই। শালের অলে চুমক দিতে নিয়ে দেখি মেটা সামাজ হলুব বেচেৰ। গণানন্দ মহারাজ বাপুরাটা লক্ষ করছিলেন, বললেন 'সামা অল ইচ্ছে কৱলে দেতে পারেন। তবে এ অলটা

বিজ্ঞাসা কৰলাম—'এটা কিম্বে ?'

'সামাজ জিবা আৱ-গোলমুচি দিয়ে কোটানো পূর্ণাঙ্গীৰ অল। ঠাণ্ডা ক'বে হেকে কলসীতে রাখা হয়। আমৰা বাবো-মাস এই অলই বাই !'

বললাম—'এইভঙ্গই বোঝ হয় আপনাদের অনেক গোলমুচিতের প্রয়োজন হয়। আবুবে-ভবনের ছাবে আৰু বস্তাখানেক গোলমুচিচ চালা ছিল দেখেছিলাম।'

'ইা, আমৰা বাবাতেও প্রচুর পরিমাণে গোলমুচিক ব্যবহাৰ কৰি।'

মহারাজবাৰ জানালেন শোলমুচিচ তোলবাৰ এইটাই হ'ল সময়,—ডিসেৱৰ থেকে থার্ট। এই সময় মিচি মামে সন্তা ধাকে। উৱা সাৱা বছৰেৰ মুচিচ কিনে, বোদে শুকিয়ে, বতাবন্দী ক'বে বেঁধে দেন। কালাডি বাজাবে গোলমুচিচ আৰু চালের চালাও পাইকাৰী কাৰবাৰ হয়। এই চাৰহাস বিভিৰ আৱগা থেকে বাবসাহীৰা এসে গোলমুচিচ কিনে নিয়ে থান। ভাৱতবৰ্দেৰ শতকৰা ৯৮ ভাগ গোলমুচিচ অংশে কেৱলে আৰু তাৰ মোটা অংশেৰ বোগান দেৱ এই অকল।

আমাৰ ছেলে শুব নিচু গলাৰ আৰু ডোলো, 'It is the magnet which drew the Moors and then the Portuguese to Malabar' (এই সেই চুক্ত বা মূহূৰেৰ ও পৰে পতুঁজামদেৱ মালাবাৰে চেলে এনেছিল)।

শাস্ত্রমাহুষ আৰী কৃতানন্দ কথাকটি শুনে কেললেন: বললেন—'Yes, my boy', (ইা, বৰো) কিন্তু কেবল মূৰ বা পতুঁজামদাৰই নো, আমি বিশিষ্ট বে পাকামুচিচ শামাকেও আকৰ্ষণ কৰবো, ক'ল আমাদেৱ বাগোন থেকে দেবি কুমি একটা মুচিচ চিনে এনে

আমার দেখাতে পারো তবেই দুর্বলো তোমার চোখ আছে।' কামবণ্ণের এক ভজনোক আমাদের পরিবেশন করছিলেন, তাকে আমেশ করলেন—'নায়ার, তুমি কাল এইদের সব দুর্বিলে দেখিবে নিও।'

ধীরো শেষ হ'তে সহারাজ্ঞা পাত তুললেন। মাসঙ্গসো কলের অল্প দুর্বল উপভূক্তির পরে বাখলেন, পরে মাঝা হবে। আমরাও উদ্দেশ অচলসূর্য করলাম। আশ্রমে অলের অভাব নেই, করেক হাত অস্তর অস্তর কল। পূর্ণাৰ অচুরস্ত অল ইলেক্ট্ৰিক পাল্পে তুলে সর্বত্র সরবৰাহ কৰা হচ্ছে। মনেই হয় না কোন আমেশ এসেছি।

২

এক দূরে রাত পোহালো। আনন্দার বাইরে বাইতের বৃঙ্গ দেখে মনে হচ্ছে তোর হ'তে বেশী দেবী নেই। দুরজা খুলে ছান্দে এসে দীড়ালাম। আকাশে দু-একটি তারা অলছে, সামনে সৌমাইয়ীন ধূসুর সমূজ। তবল অক্ষকাৰ-সমুদ্রের মাঝেধানে প্রতৃতি হয়ে বুৰোছে এক ঝোটিমুটি মূর্তি। ঐৱামক়ুঁফুর মন্দিরধাৰ খোলা হয়েছে, একজন ব্রহ্মচাৰী দুৱে কিন্তু কাজ কৰছেন, হয়তো পুজোৱ আয়োজন।

পারে পারে এসিৰে এলাম মন্দিরধালানে। ফুল সাজানো হ'ল, পূজা হ'ল, আৱতি হচ্ছে। দু-একজন পথচাৰী ভেতৰে আসছেন, এগোম আনাজ্জেন, দীৰে দীৰে চলে যাচ্ছেন। আৱতি শেষ হ'তে দুলাম কোন কাকে দেন আলো দুটেছে। আশ্রমের কাছ উকৰ সাড়া পাইছি। —বাহুৰ ভাকছে, বাসনের পারে বাসন লাগছে, মন্দিরচৰৰ পরিকাৰ কৰা হচ্ছে। আশ্রমোলক গাছে জলসিঙ্গন কৰছে, গোৱালে দুৰ মৌওয়া চলছে। এখানে অনেক গুৰু, অনেক দুৰ। আৱ সে দুৰের ব্যবহাৰও

হয় চমৎকাৰভাবে। সহারাজ্ঞা তুমাৰকী ক'রে আশ্রমবাসী প্রতিটি ছাতকে প্রত্যেক দিন প্রাসৱতি বাটি দুধ খাওৱান। ভাতের পাতে ওয়া পার দৈ অধৰা ঘোল।

পেট ভ'রে অলখাবাৰ খেৰেছি—মোসা, সহৰ, চাটনি, কেৱলেৰ প্ৰসিক কলাসেক, নারকেলমাছু অ'র ৫। ছেলেমেহেৱা চাহেৰ বালে দুধ। এখন কাছাকাছি ঝঠৰাঞ্চলি দেখে কিবৰ।

ব্ৰাহ্মকুক মঠেৰ গোশালাৰ গালেই 'কুমীৰ-ধৰা দাট'। এখনকাৰ সাহস এ দাটকে কাশীৰ যণিকৰ্পিকাৰ মত পৰিজ মনে কৰেন। এই দাটেই শক্ত যাহেৰ কাছ থেকে সহ্যাস নেওয়াৰ অহমতি পেয়েছিলেন। সাত বছৰেৰ বালক শক্ত যাকে বিজেৰ সকলেৰ কথা আনাতে চোখেৰ অলে দুক ভাসিবে আৰ্দ্ধা বললেন—'বাবা, তুমি ছাড়া এ সংসাৰে আমাৰ আৰ কে আছে?—আমি মৰি, তাৰিগৰ তুমি সহ্যাস নিও।' কিন্তু শক্ত শিখেছেন দুবিহেৰ বাণী—'ভূমৈৰ স্থৎ নামে স্থৎমতি।' ভাৰছেন, এই মাৰাবৰ সংসাৰ আমাকে ভ্যাগ কৰতেই হবে। কিন্তু মাহেৰ মনে বাখা দেন না, চুপ-চাপ ধাকেন। এমন সময় এলো সেই স্থৰ্থ স্থৰ্ঘোপ। সেদিন বাড়িৰ কোলে পূর্ণাঙ্গাটে পুত্ৰসহ আন কৰছিলেন আৰ্দ্ধা,—ইঠাং শক্তহেৰ আৰ্তনাদ কুলে চমকে উঠলেন। দেখলেন এক ভীৰুৎ কুমীৰ শক্তহেৰ পা কামড়ে দ'ৰে গভীৰ অলে টেলে নিয়ে চলেছে। আৰ্দ্ধা চিংকাৰ ক'রে কীমতে লাগলেন—'ঠাহুৰ, আমাৰ অক্ষেৰ বাটি তুমি হিনিয়ে নিও না।' মারেৰ কামা কানে বেংকে শক্তহেৰ বললেন—'মা, এই তো মাহুদেৰ পৰিণাম। পাইছ্যা বীৰনে দুকি নেই। তুমি যদি আমাৰ সহ্যাস নিতে অহমতি দাও তাহলে হয়তো এই

কুমীর আয়ার ছেড়ে দিতে পারে।' মা
বললেন—'তাই দিলাম বাবা, তুই কিনে
আয়া।' এর মধ্যে ঘাটের অস্ত লোকজন
অলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কাছেই জেলেরা
মাছ ধরছিল, হৈ হৈ ক'রে তারা ছুটে এলো,
কুমীর শক্তরকে ছেড়ে পালাবার পথ খুঁজতে
লাগল।

কুমীরবাবা ঘাটের ওপরেই আয়াপ্নু-
ঠাকুরের ছোট মন্দির। বি-চকচকে কালো
পাথরের পুরুষভূতি। কেবলে আয়াপ্নু-
ঠাকুরের খুব প্রভাব। আয়াদের দেশের
মাঝখ দেহন বীককাণ্ডে ঠারকেখরে দান
মালয়ালীবা সেইরকম পৌর মাসে ব্রহ্মচর্চ
পালন ক'রে, কালো পোশাক প'রে, কালো
কাপড়ের পুটিলিতে ধি, চাল ও নারকেল
নিয়ে 'সবরিমালা' ভৌরে দান। কোটিয়াম
জেলার ১১৪ মিটার উচ্চ পাহাড়ের মাধ্যম
আছেন আগ্রহ দেবতা আয়াপ্নু। অতকারীবা
আয়াপ্নুকে অরণ করতে করতে সার বৈধে
পাহাড়ে ওঠেন, সংজ্ঞান্তি তিবিতে ও উদ্ধাপন
করেন।

আয়াপ্নু-খনিরের পাশেই সুউচ্চ কৃষ-
মন্দির। এই মন্দিরটি অষ্টম শতাব্দীর, কিন্তু
বিশ্ব আৱণ আঢ়ীন। পূর্বমন্ত্ৰ এখন

পূর্ণাগতে। শকরের আকৃতিতে পূর্ণা বখন
আর্যামার অধনে এগিয়ে এসেছিলেন তখন
যোতের তোড়ে শুই মন্দির কেবলে গিয়েছিল।
শকর আর্যামার অতি প্রিয় এই কেশৰ
বিশ্বকে কোলে ক'রে তুলে নিয়ে এসে
কাইপিৰি ইঞ্জাম বংশেৱই^১ অমিৰ ওপৰ
প্রতিষ্ঠা কৰেছিলেন। মন্দিৰ নিৰ্মাণ ক'রে
দিয়েছেন চেৱ রাজা কুলশেখৰ।^২ সেও এক
কাহিনী।—কুলশেখৰেৰ দৱবাৰে খৰৱ
গৌহলো বে এক সাত বছৰেৰ বালকেৰ ঔপী
শক্তিৰ প্রভাবে নাকি পূর্ণা পাঢ় ভেড়ে এগিয়ে
এসেছেন। কৌতুহলী হৰে রাজা প্ৰথান
অধ্যাত্মকে পাঠালেন সেই বালককে রাজ-
সভাৰ নিয়ে আসতে। অমাত্য শক্তরকে একটি
সুপ্ৰজিত শাতি উপহাৰ দিয়ে রাজাৰ আমুল্প
আনালেন। শক্তৰ বললেন, ব্ৰাহ্মণেৰ জীবিকা
ভিক্ষা, পৱিত্ৰে মৃগচৰ্ম, আৱ নিতাত্মত হ'ল
সক্ষ্যাবলম্ব। অধিবাহক বেদাধ্যান অধ্যাপনা
ওকুণ্ডলী। সেখনে হাতিৰ কি প্ৰয়োজন?
উপহাৰ প্ৰত্যাখ্যান ক'বে বললেন, রাজাৰ
কৰ্তব্য হ'ল তাৰ বৰ্ষচতুষ্পত্ৰ প্ৰজাৰ্বণ্য যাতে
অধৰ্মনিষ্ঠ থেকে জীবনযাপন কৰতে পাৰে তাৰ
বন্দোবস্ত কৰা, মুক্তি ব্ৰাহ্মণকে প্ৰলোভিত
কৰা নোৱ। বালকেৰ উত্তৰ শুনে বিশ্বিত

১. শক্তৰাজ্য এই বংশে অন্তঃবৰ্ণ কৰেন। নাম্বুত্তি গুদেৰ উপাৰি।

২. Sankaracharya was a contemporary of both Kulashekbara Alwar and Rajashekbara Nayyar. This Kulashekbara is most probably the Rajashekbara mentioned by Madhavacharya in his Sankaravijaya as the royal contemporary of Sankaracharya. Sankaracharya's Sivanandalahari also contains a verse in which there is a reference to one Rajashekbara and it may not be wrong to identify this Rajashekbara with Rajashekbara Varman Kulashekbara. (Travancore Archaeological Series Vol II, pp. 8-14, and Trichur Gazetteer, 1962, p. 110 —by A. Sreedhara Menon).

কুলশেখর নিজে এসেন শকরের ঝুটীরথারে। দেখলেন কৃষ্ণাঞ্জিন মঙ্গলেখল। আর যজো-পর্বীতথারী এক নারাজক খান্দাধ্যয়ন করছে। কুলশেখর ছিলেন কবি, পণ্ডিত, পাঞ্চাঙ্গোনী ও ভজিমান পুরুষ। শকরের সঙ্গে পাঞ্চাঙ্গোনী ক'রে মুঠ হয়ে গেলেন। পদপ্রাপ্তে রাণীকৃত অর্পণালা রেখে প্রণাম জানালেন। শকর কিন্তু সে মুস্তা গুণ করলেন না। তখন রাজা তাঁকে অচুরোধ করলেন—‘আপনি এই অর্থ সং-প্রাপ্তে বিহুরণ ক'রে দিন।’ শকর তৎক্ষণাতে উত্তর করলেন, ‘রাজ্যের ধর্ম বিচারান করা, আর ধনসান রাজকর্ম।’ রাজা শকরের বিচারবৃক্ষির কাছে যাগ্নি নত করলেন। ভারপুর অর্পণালা বায় ক'রে গ'ড়ে দিলেন এই মন্দির। পুরোপুরি কেবলহাগড়ে তৈরী কারুকার্যমণ্ডিত এই মন্দিরে বহিস্থৰী বিরাট বিরাট কাঠের আবলা। মন্দিরচূড়া তিকোণ, কাঠের। অনভ্যন্ত উত্তর ভারতীয়ের চোখে দূর থেকে এটিকে দেখে মনে হবে কোন ধনীর বাসস্থান। নমস্কারমণ্ডল পেরিয়ে ঐক্ষের মনোমোহন মৃত্যকে গ্রাম ক'রে এলাম।

কৃষ্ণবির-সংস্কৃত পূর্ববিকের ঝিটুকুলেই হিল শকরাচার্যের বাসভিটা, এইখানে ১৮৮ ঝিটাবের (আহমদিক ১১০ শকাব্দে) ১২ই বৈশাখ, উক্ত পঞ্চমী তিথিতে খনি ইবি মসল ধৰন তুলে আর বৃচ্ছপ্তি কেজে অবহান করেছিলেন সেই শুভমুহূর্তে শিবগুরু নামুজ্জি

বরে অশ্বান্ত করেছিলেন শকর। তখন এখানে কাছাকাছি কোথাও হিল বৃপর্বত।^{১০} পর্বতচূড়ায় ছিলেন সহস্র শিব। সেই শিবেরই বরে কাইপিলি ইংরাম বংশের মুখোজ্জল করতে আর্যান্দার কোলে এসেছিলেন তিনি। ভারতবর্ষের লোক শকরকে তুলতে পারেনি, কিন্তু তুলেছিল তাঁর জগতুমি কালাডিকে। ১৯০৫ ঝিটাবে শুকেরী মঠের ৩০তম আচার্য নবসিংহ ভারতী শকরের প্রতিরক্ষার্থে এখানে মন্দির শাপনের পরিকল্পনা করেন। জিবাচুর রাজাৰ মেওয়ান ডি. পি. মাহবুবাও, প্রাক্তন প্রাচাৰ বিচারপতি এ. আই. আহার, আর পণ্ডিত নীলকণ্ঠ খান্দার সহায়তায় নবসিংহ ভারতী এখানে দশ হেক্টের জমি নেন। ছোট ছোট ছুটি মন্দির গ'ড়ে একটিতে হাপনা করেন শকরাচার্যের মঙ্গলসূর্তি, অপরটিতে তাঁর ইষ্টদেবীৰ প্রজামূর্তি। ১৯১০ সালের ২১শে কেজুরাবী জনসাধারণের অন্ত মন্দিরবাবুর ছুটি উপুক ক'রে দেওয়া হব। পূর্ণাঙ্গিমূর্তি ছই মন্দিরবাবু খেতগাঁথৰের ঘোরানো বাবাকা দিয়ে সংক্ৰত। বারান্দাৰ সামনে মাঝখানের উঠানে আর্যান্দাৰ সমাবিষ্ট।

সমাবিষ্টটিই এ চৰেৰ সব চাইতে প্রাচীন, শকরের প্রহস্তে প্রোধিত। ‘যাতাৰ অঞ্চলি-জিয়াৰ সংজ্ঞানী পুজোৰ অধিকাৰ মেই’—এই বিধান দিয়ে শকরের আৰ্যৌৱেয়া তাঁকে পৰিত্যাগ ক'রে চলে গেলেন। কিন্তু

৩ তৎস্মহেশঃ কিল কেৰলেয় পুৰুষুৰ্বুৰ্বাসৌ কৃকৰ্মাসমূহঃ।

পূৰ্ণাঙ্গীপুণ্যাতটে অবস্থ-লিপ্তাঙ্গীহনস্থগাবিহাসীঃ ॥

তচোদিতঃ কশন রাজশেখৰঃ অপ্যে মুহূৰ্তেকলীয়েবত্বঃ।

প্রাসাদমৰকং পুৰিকলা স্মৃত্যং প্রাৰ্ত্তজন্ত সমৰ্থণঃ বিজোঃ ॥

‘শকরমিথুকু’—বিচারণা, বিতীৰ সংগ, প্রাক ১, ২

আর্দ্ধাবার অভিয়ন্তা হিছে। হিল পুরাই মেন তার
সংকোচ করেন। সুতরাং শক্র অভিকষ্ট
একলা শব্দ বহন ক'রে ঘরের বাইরে নিয়ে
এলেন। মাতার শেষ সময়ের সঙ্গী এক ডুকা
পরিচারিকার সাহায্যে কিছু কাঠ সংগ্ৰহ
করলেন। তাৰপুর দাহকার সশ্রেণ ক'রে
সেখানে একটা সুট ভিনেক উচ্চ পাথৰের অঞ্চল
পুঁতে দিলেন। উক্তের মাধ্যম থোপের মধ্যে
একটি প্রদীপ অলছে।

উক্তের বিগৱীত দিকে ঘোঁৱান বারান্দার
কোল থেকে ধাপে ধাপে সিঁড়ি মেঝে পেছে
পূর্ণাঙ্গে। এই আনন্দের দাট, বেদ-পাঠশালা,
আৰ গুৰুকুল তৈরি ক'রে দিলেছেন শৃঙ্গেৰী-
মঠের পুরবতী আচার্য জ্ঞানেশ্বৰ ভাষ্টী।
ছাত্রদের পথের মাঝে খণ্ডের পৰীক্ষা। ওয়া
ছলে ছলে সুব ক'রে যন্ত অচ্যাপ কৰছে।
কয়েকটি ছাত্র শক্র-সৃষ্টিৰ সামনে দীড়িয়ে
ঝোঁত—

নানাচ্ছিদ্রঘটোদ্যমহিতমহা-

দীপগ্রতাভাস্যৰঃ

আনং বস্ত তু চক্রবাদিকুরণ-

দ্বাৰাৱ বহি: স্পন্দতে।

জ্ঞানীতি তথেৰ ভাস্তমহুতা-

ত্যেতৎ সমষ্টং অগং

তন্মে শ্রীগুরুর্মূলে নম ইৰং

আদক্ষিণামূর্তেৰ।

বিষ্ণীৰ ঘোতপিনী, পূৰ্ণাত্মীৰ মন্দিৰবেদী

আৰ সমবেত মঞ্জোকারণেৰ মধ্যে পূৰ্ণ
পৰিত্বকা বিৱাজ কৰছে।—যন ভৱে খেল।

এ চৰেৱেৰ পুৰবতী সংযোজন একটি পথেশ
মনিব। চৰুৰসীমাৰ বাইৱে শক্রচার্য বিসার্থ
সেটাৰ আৰ ধৰ্মশালা।—সব দেখে বামকুঞ্চ
আশ্রমেৰ দিকে কিৰলাম।

তোৱণেৰ সামনে শ্ৰীমুক্ত নানাৰ আমাদেৰ
অস্ত অপেক্ষা কৰছিলেন। চৰৎকাৰ বাক্তিত
এই নানাৰ ভজলোকেৰ। কৰেক বছৱ হ'ল
আশ্রমে আছেন। সব বুকম কাজ কৰেন।
কখন অফিসেৰ কাজ দেখেন, কখন কবিয়াজী
ওযুৰ তৈরি কৰেন, কখন মাসিক পত্ৰিকা
'প্ৰযুক্ত কেৱলম'-এৰ কাৰ দেখেন, কখন
গোৱাল পশিকাৰ কৰেন, আৰাৰ কখন বা
হাই সুলে অক, ইংৰাজী পড়ান। এখন সুল
বক, তাই বাঙালৰে তৱকাহি কুটছেন,
পৰিবেশন কৰছেন, বৰ ধুছেন।

উনি আমাদেৰ গ্ৰন্থে নিয়ে এলেন
শ্ৰীসাৰদামাতা আৰুবেদ-ভবনে। এখানে বিৱাট
বিৱাট পাথৰেৰ খলছড়ি, হামানিষ্টাৰ
ককনো গাছ পাতা শিকড় ওঁড়িয়ে ইড়ি-
গোমলাৰ সিক ক'ৰে ওযুৰ তৈরি হচ্ছে। এই
ওযুৰ আশ্রমবাসী সকলে ব্যাবহাৰ কৰবেন,
আৰ দাতব্য চিকিৎসালয়েৰ মাধ্যমে আমেৰ
সাধাৰণ সাহুৰেৰ মধ্যে বিতৰণ কৰা হবে।
চিকিৎসালয়ে কক কবিয়াজ আছেন। তিনি
বখন আউটডোৱে বসে বোলী দেখেন, ওযুৰেৰ
নাম লেখেন, শ্ৰীমুক্ত নানাৰ তখন সাজেন

৪ বহ ছিদ্ৰযুক্ত ঘটেৰ মধ্যে দীপেৰ আলোক ঘৰণ পুৰিত হয়
তক্ষণ ধীহাৰ আন চক্রবাদি ইত্বিহেৰ পথে 'আমি জ্ঞানিতেছি' ইত্যাদি প্ৰকাৰে বহিৰ্দেশে
স্পন্দিত হয়, তিনি প্ৰকাশমান বলিবাই তৎপৰ্যাত এই সমত্ব অগং প্ৰকাশিত হয়। সেই
শ্ৰীগুৰুগুণধাৰী শ্ৰীদক্ষিণামূর্তিকে আমাৰ এই নমস্কাৰ।

(স্বামী গুৰুৱানন্দকৃত অহুবাস)

কল্পাউগার। আবার প্রয়োজনবোধে বখন হৃ-একজন ব্রোগীকে ইনডোরে রাখা হয় শৈনারাও তখন পুরোপুরি একজন নাস'। একটা কক্ষমো গাছের পিকড় নিয়ে নারাও আবাহের চেনাতে চেষ্টা করলেন—‘এর নাম সর্পগাঙ্কা, বৈজ্ঞানিকরা বলেন Rauwolfia Serpentina. এই পিকড়টি থেকে তৈরি হবে রকচাপ আৰ মানসিক ঝোগের মহোযথ। এ গাছের ভালগালাতেও আছে ডেবজণশ। ১৯৬২ সাল থেকে কালাডিতে ৬০০ একর জমি জুড়ে সর্পগাঙ্কার চাষ চলে। পৃথিবীৰ মধ্যে কালাডিৰ বাগেই সর্পগাঙ্কা চাষেৰ সব চাইতে বড় কেন্দ্র।

তুল ও ছাতাবাস-চতুর ঘূৰে আহুরা এলাম বাগানে। এখানে আৰ কাঠাল নারকেল কলা পেপে সব বুকহেৰ গাছ আছে। আৰ-কাঠালেৰ গাছ বেঁৰে উপৰে উঠিছে গোল-মৱিচ-লত। গাঢ় কমলা বুজেৰ কৱেকটা পাকা মৱিচ লতাৰ গাঁওৰ ঝুলছিল।—একটা তুলে নিলাম। মহারাজুৱা টিকই বলেছিলেন, চিনিয়ে না দিলে কিছুতেই বুৰতাম ন। যে, এটা গোলময়িচ। আৰ দেখলাম নাকু ভয়িকা গাছ, আৱকলেৰ গাছ। নারাও আনালেন কালাডিতে এক ভদ্রলোক আৱকলেৰ সন্ত বাগান কৱেছেন। সেখানে বছৰে ৩০০০ থেকে ৪০০০ আৱকলেৰ ফলন।

বাগানেৰ ডেতৰ নিয়ে ধাটে এসেছি। অতি মনোৰূপ এখানকাৰ বৈসেগিক মৃৎ। গাছেৰ ছাতাৰ ছোট শিবসন্দিৰ, সামনে নীল পূৰ্ণিৰ বুকে পত্তস্থৰ্য, সোনালী বাঞ্ছহেৰ শেবে আবাৰ নীলবেখা, দৰে নীল পাহাড়েৰ মাথাৰ সাদা মেদেৰ মুকুট। পাখহেৰ প্ৰশংস সিঁড়ি মেমে গেছে প্ৰবহমান পূৰ্ণাঙ্গলে। প্ৰশংস আচীৱেৰ গাঁওৰ নীৰ্ধ নল বেঁৰে পূৰ্ণা উঠে

এসেছেন আৰ্থে শিব-সমিধানে।

পূৰ্ণা আসছেন কোটারাম জেলাৰ শিব-পিৰি থেকে। উত্তৰপূৰ্ব শশল শহৰেৰ বানী দেবীকুলম, তাৰই কিছু দক্ষিণে শিবপিৰিক অবস্থান। আট হাজাৰ টুট উচু শিখৰিঃহতা পূৰ্ণা ধাপে ধাপে নেমে এসেছেন দক্ষিণ পশ্চিমে। পাৰ হয়েছেন নেৰিয়ামস্তম মালয়ালুৰ কোদনাদ। তাৰপৰ কালাডি। কালাডি পেৰিয়েই আলওয়ে। আলওয়েৰ পৰ ডান হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সৰী চালা-কুড়িৰ উদ্দেশ্যে, নিয়ে আৰও দক্ষিণে নেমে ভারাপুড়াৰ কাছে গিয়ে অনেক শ্রোতুৱাৰ ছড়িয়ে পড়েছেন। তাৰপৰ নিজেকে উজাড় ক'ৰে উৎসৰ্গ কৰেছেন বেন্মান্ড-হুদেৰ কোলে। শিবপিৰি থেকে ভারাপুড়া এই একশো বিশালীশ মাইল দীৰ্ঘ ব্যাঙাপথে সৰুজ ক'ৰে চলেছেন জীবসেবা। কোনু পুৱাকাল থেকে পেৰিয়াৰে ছই তৌৰে গ'ড়ে উঠেছে অনপদ, তীর্থক্ষেত্ৰ। এই তো কালাডিৰ থব কাছেই সেদিন কোদনাদেৰ মাটিতে ধাল পৌড়াৰ সহৰ থে সব পোড়া মাটিৰ মুক্তি, বাসন ও জীবাশ্ম পাঁওয়া গেছে, বৈজ্ঞানিকৰা তাৰেৰ ‘বয়ল নিৰ্ধাৰণ কৰেছেন শৈষ্টপূৰ্ব দুই শতাব্দী থেকে শৈষ্টপূৰ্ব প্ৰথম শতাব্দীৰ মধ্যে। নেৰিয়ামস্তমেৰ ভগৱতীমন্দিৰ, মালয়ালুৰেৰ গিৰ্জা, আলওয়েৰ বিকুমন্দিৰ, ইছৰী সিনাগাগ, পেকুছাড়ুৰেৰ দেবীমুক্তি, বুড়িকাল মসজিদ সবই শুপ্রাচীন। কোনু ঘূৰ থেকে পেৰিয়াৰ দিয়ে ডেসে আসছে দেৱী বিদেশী ব্যবসায়ীৰ নৌখান। আজকেৰ থুগেও পেৰিয়াৰকে দিয়ে বহু পৰিকল্পনা। পেৰিয়াৰেৰ বুকে বাঁধ দিয়ে কুচিম হুদ, অমদকেজ, তৌৰে তৌৰে বহু আলী সংৰক্ষণেৰ ব্যবস্থা। পেৰিয়াৰ প্ৰশংস থেকেই অলবিছুঁৎ একজন। ইডিকি ও পঞ্জী-

ভাসাল অসমিহাঁ প্রকরণের মাধ্যমে পেরিয়ার থেকে উৎপন্ন গ্র লক লক কিলোগ্রাম বিহু। সে মহাশক্তি কেরলের মাছিকে আলোকিত করছে, সাজুল্য দিচ্ছে। প্রান্ত কোডে পেরিয়ারের বুকে ৬৯২ হাঁট দীর্ঘ বীৰ্য দিয়ে হাজাৰ হাজাৰ কিউমেক জল আটকে রাখা হচ্ছে। কেৱলভূমিৰ দেহে শিৱা-উপশিৱাৰ মত ছোট-বড় নানা আকাৰেৰ গাল দিয়ে পেরিয়াৰেৰ সেই প্ৰাণশক্তি পৌছে দেওয়া হচ্ছে গ্ৰাম থেকে গ্ৰামস্থৰে। Periyar Valley Irrigation Project একমাত্ৰ এই এৰ্গাকুলম জেলারই ৬৩,০০০ একৰ জমিতে সোনা কসাচ্ছে। প্ৰান্তদিনী পেরিয়াৰমাতা পৰম যত্নে কেৱলসন্তুনকে রক্ষণাবেক্ষণ কৰছেন। যনে পঢ়ছে টিপুৰ কথা—১৯৮৯ সালে টিপু ছুটে আসছিলেন কোচিন থেকে,

এক হাতে বিশ্বগঠকা, অন্ত হাতে খোলা তলোয়াৰ। পেরিয়াৰমাতা দেখলেন তাৰ সন্তানেৰ চোখে অচ্যাচাৰেৰ আতঙ্ক, কোথে সুলতে ধাকলেন। কালাডিৰ মাঝ আঁট মাইল দুৰে অশ্বওৰাতে পৌছে সবে টিপু তাঁৰ কেলেছেন, পূৰ্ণা হচ্ছ হচ্ছ ক'বৰে ছুকে পঢ়লেন টিপুৰ তাঁৰ মধ্যে। ভাসিৰে দিলেন গোলাবাকুম, সাজসুৰাম, হাতিহোড়া, শোকলক্ষণ। সুলতান টিপুৰ দেশখনেৰ লোক সুচে গেল। পূৰ্বাকে দেখছি আৱ অৱৰ কৰছি—‘কল্পতামিব ফলদাম্ব’।

অনেক দুৰে পিছিছে পড়েছিলাম, ঐন্দ্ৰজ নায়াৰেৰ কঠিনৰে সচকিত হয়ে কিৰে এসেছি। পাটেৰ ভানদিকে পূৰ্ণা-পাৰাপাৰেৰ শোহ-মেছুটিৰ দিকে মৃটি আৰুৰ ক'বৰে উনি বললেন—‘বানচলচলেৰ সুবিধাৰ অন্ত ১০১০ হাঁট দীৰ্ঘ এই পুল চেতিৰ পেছনে ছিলেন থাবী আগমানকৃত। একমাত্ৰ তোৱাই ত্ৰিকাঞ্চিক চেঁচাৰ

কলে সৱকাৰ এখানে বিশ লক টাকা খৰচ কৰেছেন। ১৯৬০ সালেৰ ১৬ই মে থেকে এদেশেৰ মাহীকে আৱ থেৱা পাৰ হতে হৰ না। শক্ৰাচাৰ্যেৰ নামাহুসাবে সেছুটিৰ নামকৰণও ক'বৰে পিৱেছিলেন থাবী আগমানকৃত।

আজ আমৰাই আৰাম ক'বৰে অৰ্থমেৰ দাটে আন কৰেছি। ভাৰপূৰ অসাম দেহেৰ বেলা তিনটে মাগান দেৱিয়ে পড়েছি ‘মাণিক্য-মন্ত্ৰলয়ে’ৰ উদ্দেশ্যে। সেখানে আছেন ভগবতী কাত্যায়নী। পৰিছু পিচালা পথ শক্ত-ক্ষেত্ৰে মাৰখান দিয়ে বসতিতে পৌছেছে। কেৱলেৰ মাঠবাট পাহাড়গৰ্ভত নদীসমূহ দেখে দেখে মনে হচ্ছে মুনিখড়িৰা বোৰ হৰ এখানে বসেই বিশুভগবানেৰ অনন্তপৰমানন্দ কলমা কৰেছিলেন।—অনন্ত অলিঙ্গিৰ মাৰখানে শৱাল বিশাল শ্যামলুৰ্ণি। কেৱলেৰ দে-দিকে তাৰাও ততু সুস্থ আৱ নীল। গৃহহ নিলেৰ উঠানেই ধাৰচাৰ কৰেছেন। সুৰূপ পাতাৰ হালি পাকা বাঁড়া আৱ বাসগৃহেৰ বাবানা ছুঁঁৰে মোল থাচ্ছে। কেৱলী কিশোৱাৰ তিনদেশী আমাদেৰ দেখে বিশিষ্ট মৃষ্টি মেলে ধৰেছে। খোলা আনন্দাৰ ভিতৰ দিয়ে দেখা থাচ্ছে দেওয়ালে টাকানো বামকুক, বিবেকানন্দেৰ পট। হাজাৰ হাজাৰ মাইল দুৰে কেৱলেৰ গ্ৰাম্য গৃহস্থেৰ ঘৰে উদোৱ অতিকৃতি দেখে সত্যাই বড় আৰুন পাচ্ছি।

বামকুক মঠ থেকে মাণিক্যমন্ত্ৰমেৰ কাত্যায়নীমন্ত্ৰিৰ মাইল দেড়কেৰ পথ। বেলী সমৰ লাপেনি, যন্ত্ৰিৰ খোলবাৰ আগেই পৌছে পোছি। শক্ৰাচাৰ্যেৰ পিতা শিৰভূম ছিলেন এই মন্ত্ৰেৰ পূজাৰী। শিৰভূম দেহ বাখৰাৰ পৱ অন্ত ত্ৰিশ কাত্যায়নীৰ পূজাৰ অধিকাৰ পান। কিন্তু ধাৰ্যাপু প্ৰতিদিন আসতেন এই

মনিবে, মেবীর কাছে দুধ নিবেদন ক'রে দেতেন। একদিন কাজের চাপে আর্দ্ধামা এমন জাটকে পড়লেন যে দেখলেন দুধ নিবে আসা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। তখন তিনি চার বছরের শিশু শকরের হাতে দুধের পাত্রটি দিয়ে গ্রামের লোকদের সঙ্গে মনিবের পাঠিয়ে দিলেন। শিশু শকরের ছোট ছোট পা, ছোট ছোট পদক্ষেপ, দীর্ঘ চলন, পিছিয়ে পড়েন। সঙ্গের মাঝ্য বলেন—‘তুই বাপু, ঐ পেছনের লোকের সাথে আয়। আবার তাড়া আছে, আমি পা চালিয়ে থাই।’ পেছনের লোক কিছুক্ষণ পরে বলেন আরও পেছনের মাঝ্যের সঙ্গে আসতে। এমনি ক'রে শকর কেবলই পিছিয়ে পড়তে লাগলেন। অবশ্যে এখানে এসে বধন পেঁচলেন তখন মনিব বক্ত হয়ে গেছে। ক্রান্ত শকর দুধের পাত্রটি সামনে রেখে বসে বসে ফৌগাতে লাগলেন। এমন সময় এক অপূর্বসুন্দরী মহিলা তাঁর সামনে এসে বললেন—‘কি খোকা, তুমি কীভাবে কেন?’

‘মেবী কান্ত্যায়নী দুধ খাননি তাই।’

‘এই তো এই বেথ আমি দুধ খেবে নিছি। তুমি কেনোনো।’—ব'লে কান্ত্যায়নী চুম্বক দিয়ে সব দুষ্টু নিঃশেষ করে পাত্রটি কিনিয়ে দিলেন। কিন্তু চুপ করা দূরে ধাক্ক, শকর আবার চিকিৎসা ক'রে কাজা ঝক্টে দিলেন। ‘কি খোকা আবার কি হ'ল?’—মেবী বিপিণ্ডি প্রশ্ন করলেন।

শকর বললেন—‘তুমি সবই দুধ খেবে কেললে কেন? এসাম না নিয়ে পেশে মা যে আবার বকায়কি করবেন?’—মেবী তখন মুচ্চি হেসে অর্ধেকটা দুধ আবার ফিরিয়ে দিলেন।

কান্ত্যায়নী মনিবেও কেবলম্বাগত্য। গৰ্জ-

মনিবের বাইরের দেওয়ালে শত শত প্রদীপের সারি। উৎসবের সময় এ প্রদীপমালা এক-সাথে জলে ওঠে। অক্ষকার অতিক্রম বেবীর ওপর কোন মেবীসৃষ্টি নেই। প্রদীপের আলোর পুরোহিত দেখালেন তেলসিংহুরে-মাথা একখণ্ড কালোপাখর। সুন্দর অতীত কাল থেকে ইনিই কেবলের ১০৮ তথ্যবতী বিগ্রহের অস্তিত্ব হিসাবে পৃজিতা হয়ে আসছেন।

কিন্তু বাবুর সময় করলাম মাধিকা-হস্তলয়ের মত কুস্ত গ্রামেও পিন্ধিরাল চার্ট, সমরিয়। হবেই তো, সেই শ্রীঠপূর্ব সশম শতাব্দী থেকে এ দেশে বিদেশী বণিক ও ধর্মপ্রচারকদের যাতায়াত।—সোলোমন, সেন্ট উইল, টমাস কানা, মা হুরা, নিকোলো কোতি, গ্রাভিয়াল কার্ত্তাল, ভাকোভাগামা, সিঙ্গার ক্রেডেরিক, হ্যালক ফিচ সুরে গেছেন মালবাবাৰ উগ্রতা। এসেছেন মুগ্লমান, শ্রীঠান, ইহৌ, গুরুগুল, স্পেনীয়, উলন্দাৰ।—সবাই বেথে গেছেন কিছু শতি, কিছু অভাব।

সক্ষার মামকৃক মঠে প্রার্থনার পর এলাম কালাডি বাজাবে। ছেট্টিবাজাৰ, কিন্তু পরিচ্ছে, গোছাবো। যনেই হব না এলো কোন গ্রাম্য বিপণি। বিছানামাহুৰ কাগড়চোপক চালচাল থেকে আহত ক'রে কেকবিস্তুট সব পাওয়া যায়। বসে বাওয়াৰ দোকানও আছে। হেলেপুলেৰ বাইনাতে একটা কেকেৰ দোকানে চুক্তে হ'ল। এখানেই আলাপ হ'ল কয়েকজন মালয়ালী ভজ্জলোকেৰ সঙ্গে। উন্মা শ্রীঠান। এৰ্বাকুলম থেকে গাড়ী ক'রে এসেছিলেন অহমালিতে। অক্ষমালিৰ প্রাচীন পিৰী সেন্ট হৰদিস (৪০০ বীঃ) দেখে আৰু বিকালে কালাডি পি. ডৰশিউ,

ডি. বাংলোতে উঠেছেন। কাল সকালে এক-বার মালয়াত্তুরে বাবেন। ভাবপর কিবিতিগণে কালাডির মৌলেখরম্ বাজারে পাইকারী দরে কিছু কাঠ কিমবেন। বাসের তৈরী মাছুর, বেতের তৈরী জিনিসগুলো কালাডি বাজারে খুব সন্তা,—ভাব মধ্যে থেকে কিছু সওদা করবেন। ভাবপর এর্দাকুলখে নিয়ে ওঁদের বড় মোকাবে মেঝেলো বিক্রি করবেন।

তুমের কাছেই শুনলাম মালয়াত্তুরের কথা। কালাডি থেকে যাত্র পাচমাইল। শীঘীর প্রথম প্রতারীতে সেট টমাস ওই মালয়াত্তুর পাহাড়ে পদার্পণ করেছিলেন। ছাড়ার এখনও ওঁ'র পদচিহ্ন দেখা যাব। শ্রীষ্টানন্দের এটি স্মত বড় তীর্থ। বসন্তে—‘অন্তর্দুর্ধকে এত গৱাসা খুচ ক'রে এসেছেন, ভালো ক'রে দেখে যান আমাদের দেশ। মালয়াত্তুরের পির্জা, বিজ্ঞান ফ্রেন্ট, হাতি-খেড়া, কাশিল ওহার হিন্দু ও বৈন শিরের নিদর্শন, চৌওয়ারার কোটিন বাজার আঢ়ীন আসাদ। মালয়াত্তুরের বিশ্বাত দিকে পেরিয়ারের পাড়ে রয়েছে কোদমাদ, মেখালে মালয়াত্তুর অঙ্গলে ধৰা হাতিদের তালিম দেওয়া হচ্ছে। কালাডির কাছেই দেখতে পাবেন কালমেসারির বিরাট টারার ক্যাটরি, আলওয়ের আলগুলিমিহ ষ্টেটিং কারখানা, আস্বান কত কি।’

বললাম—‘দেখতে পারলে তো ভালোই হ'ত, কিন্তু সময় কই?’

কালাডি বাজারে আসবাও কিছু সওদা করলাম। ওয়াম্ উগলকে কেবল হাতুলুম রিবেট দিছিল। ভাবপর সময়মত মঠে ফিরে আসাম পেটে পড়তেই জাস্ত চোখে সুম নেবে এলো।

৩

খুব ভোরে ব্য তেবেছে। শিরাঃকেব মন্দিরবাব এখনও থোলেনি। একটু এদিক শুধিক গ্রে মন্দিরে এলাম। আম স্বামী সাহুনন্দের অস্থিপি। শ্রীগুরু পদপ্রাপ্তে তোর পটখানি সংহে বসানো হয়েছে। পট বেঠন ক'রে পরালো হয়েছে গেজুরা বসন, ক্ষেমের মাধুর একটুকুরো গেজুরা চামৰের আচ্ছাদন। অকচারী একাগ্রমনে পূজা ও আরতি করলেন।—বলে বলে বেখলাম, আরতির শব্দে চৰণামৃত নিয়ে বয়ে কিলাম।

কিশোরাতে কিছুটা জিনিস ওছিয়ে রাখছি। কারণ আম ছপুরে আসবা কালাডি ছাড়ব, আব চায়ের পর যাৰ মাতুৰ পাহাড়ে। শ্রীকৃষ্ণ নামার পথ দেখিয়ে বিহু মাবেন।

মাতুৰ পাহাড়ের বর্তমান নাম বাসকুঞ্চ-পুরম। এখানে মঠের একটি Community Centre আছে। ভাবত সরকার এর অঙ্গ কিছু অর্ধসাহায্য দেন। সপ্তাহে পাঁচদিন প্রাত দ্বিতীয়শে হরিজনকে এখানে রাটি ও ধূ বিতৰণ কৰা হয়, প্রাপ্তিক শিক্ষার বাবহা আছে, প্রাৰ্থনা ও তত্ত্ব হয়।

মাতুৰ পাহাড়ের বিশেব আকর্ষণ শক্ত কলেজ। হালিঙ্ক হয়েছে ১৯৫৪ সালে। এটিৰ হালনার পেছনেও রয়েছে বাহী আগমনন্দের অক্ষয় পরিশ্ৰম। পাহাড়চূড়াৰ বিৱাট কলেজ। ছ'হাজাৰের ওপৰ ছাত্রছাত্রী, একশে অনেৰ মত শিক্ষক, B. A., B. Sc., B. Com., M. A., M. Com. গড়াৰো হয়। ছাত্রছাত্রীদেৰ অক্ষ পৃথক পৃথক ছাত্রাবাস রয়েছে। কলেজেৰ পৱিচালনাৰ দায়িত্ব নিৰেছেন শৃঙ্খেলী মঠ। কলেজটিঃ অবহানও বড় সুন্দৰ। এখান থেকে নিচেৰ ছড়িয়ে-গড়া শক্তক্ষেত, ক্ষেত্ৰৰ উপৰ খলমলে

আলো, আর সবুজ গাছের আড়ালে আড়ালে
আমা ঝুটীর লুকোচুরি দেখতে শুন তালো
লাগছে। কোনুগানকার মাহুষ কোথার
এসেছি। সেই ২২°৩৪' অক্ষাংশ আর ৮০°২০'
জ্যাদিবা থেকে এই ১০°১৪' অক্ষাংশ আর
৭৬°৪৫' জ্যাদিবাৰ। তবু মনে হচ্ছে এ আমীৰ
ছবি দেন আমাৰ অনেক দিনেৰ চেনা। ছেড়ে
থেকে মন চাইছে না।

শকুন কলেজেৰ কাছেই 'ডেলিমানতুলি'।
'ডেলিমান' মানে সামা। হরিণ, আৰ 'তুলি'
শব্দটি এসেছে হলী থেকে। 'ডেলিমানতুলি'
শব্দেৰ অৰ্পণ সামা। হরিণেৰ আবাসস্থল। শকুন
বধন আৰ্যাদ্বাৰ কোল খালি কৰে প্ৰত্যক্ষাবৃত
নিৰে চলে গেলেন, তখন শুন্য ঘৰে আৰ্যাদ্বাৰ
মন টীকতো না। সকী ঝুটিৰে আৱাই থেকেন
তিচৰে। সেখনকাৰ শিবলিঙ্গেৰ চৰণে পূজা
নিবেদন ক'ৰে পুত্ৰেৰ মঙ্গলকামনা কৰতেন।
বয়স বাড়াৰ মধ্যে মধ্যে শৱিৰ বধন অশক্ত
হয়ে গড়ল তখন আৰ অতুলৰে পাড়ি দিতে
পাৰতেন না। তাৰাকান্ত দুৰৱে ঘৰে বসে
স্বৰ্প কৰতেন হিচৰেৰ বড়ুয়াখনকে (শিব)।
এহন সহৰ একদিন অপে দেখলেন পশ্চিমলিঙ্গকে
নিৰ্দেশ ক'ৰে বড়ুয়াখন বলছেন—'অ হ্যায়
দেখতে দেতে তিক্ষণিবপেক্ষৰ দেতে পাৰিস না
ব'লে দুঃখ কিসেৰ? আমি তো তোহ
কাছেই এসেছি। কাল এক সামা হৱিণ
তোকে নিৰে আসবে আমাৰ কাছে ঐ
পাহাড়ে!' আনন্দেৰ আতিশয়ো আৰ্যাদ্বাৰ
সুন্দৰ দেখে গেল, অৰৌৰ অপেক্ষাৰ বাকি হাত-
টুকু অতিবাহিত কৰলেন। ভোৱেৰ আলো
কুটতে সত্তা সত্তাই দেখতে গেলেন বাড়িৰ
অনুৱে বোপেৰ আড়ালে এক সামা হৱিণ।
হৱিণ আগে আগে লাকিয়ে চলল, আৰ্যাদ্বাৰ
কুটলেন পিছ পিছ। অবশ্যেৰ এখানে পৌছে

হৱিণটা কোথাৰ হাবিয়ে গেল। আৰ্যাদ্বাৰ
দেখতে গেলেন এই শিবলিঙ্গ। তিকোণ
চূড়াৰ ছোট মন্দিৰেৰ অভ্যন্তৰে পশ্চিমযুক্তি
হয়তু লিঙ্গ। এ মন্দিৰও কেৱলহাপত্ত্যে তৈৱী,
সামনে চতুর্ভূত নমস্কাৰমণ্ডণ। প্ৰাকৰেৰ
কোলে কোলে বিলাস দেওয়া বোৱালো
হলদৰ। হলদৰেৰ মঙ্গল-পশ্চিম কোণে
আছেন গণেশ আৰ আয়োজন।

কিবুৰি সহয় বোদ্ধটাকে একটু চাঢ়া মনে
হ'ল। কিন্তু তাৰ জল কঠ হ'ল না। আমাদেৱ
সাড়া পেয়েই গণাবন্দ মহাৱাজি পাঠিয়ে
দিয়েছেন অগভৰ্তি ঠাণ্ডা সহৰৎ। এক
নিঃখালে বানিকটা চুমুক দেওয়াৰ পৰ আগ
নিৰে বুৰলাম এ তো মিছিয়ি সহৰৎ নন।—
এ বে ভাবেৰ জল! ভাবেৰ জল এতো মিটি!!
ভালো ক'ৰে পৰীকা ক'ৰে দেখলাম সত্তাই
হৃ-এক টুকৰো সামা শৈস সীতৰে বেড়াচ্ছে।

আজ খাওৱাৰ পৰেও পৱিবেশিত হ'ল
মিটি মাৰকেল জলে তৈৱী কেৱলী পারেস—
'জাগৰী'।—যামী সাৰদানন্দেৰ অশ্রতিধি
উপলক্ষে বিশেৰ প্ৰসাদ। গণাবন্দ মহাৱাজিৰ
কাছ থেকে এৱ বৃহনপ্ৰণালী জেনে নিলাম।
—ভালো আতপ চালে একটু তি মাথিয়ে দিয়ে
মাৰকেল জলে সিদ্ধ কৰা হৰেছে। তাৰপৰ
কোৱালো মাৰকেল আৰ গুড় দিয়ে ঝুটিয়ে
হন বন নামালো হ'য়েছে। অপূৰ্ব সাম!

এবাৰ ফেৱাৰ পালা। বেলা তিনিটো
নাগাদ আমাদেৱ ট্যালি আলো। মন্দিৰে
প্ৰাম সেৱে সকলেৰ কাছ থেকে বিদায়
নিলাম। পাড়োতে ওঠবাৰ আপে ত্ৰৈৰূ
নামাৰ বললেন, 'আবাৰ বলি কৰন এলিকে
আসেন তবে শকুনকুণ্ডীৰ সহৰ আসবেন।
শুনেৰী যঠ আৰ ত্ৰৈৰামকু মঠেৰ বৃগ্ন পঞ্চাটোয়
আসবা এখানে বিহাট ক'ৰে শকুনকুণ্ডী

উৎসব পালন করি। আশা করি আগন্তবের পথ ধরেই এগিবে গিয়েছিলেন শক্তি, উত্তর ভালো লাগবে।'

ট্যাঙ্গি এগোতে শুন করল। ওরা অবৈত্ত আশ্রমের তোরণে দোড়িয়ে রাইলেন। শামী কৃত্যানন্দের সদাচাল কৃপাটি মুছে গেল, গণানন্দ শামীর আশুহ শাস্তি মৃষ্টি হারিয়ে গেল। সামনে পড়ে রাইল তুরু বিজীর্ণ পথেরেখা। এ হাতে ছিল মণি, অঙ্গ হাতে কমঙ্গল। মৃষ্টির আগে আগে তেমে উঠেছে সেই বালক সংয়াসীর পারের চিহ্ন। উনেছিলাম মালয়ালী ভাষার 'কালাডি' শব্দের অর্থ 'পদচিহ্ন'। সার্থকনাম কালাডি! তোমার সঞ্চক প্রণাম।

কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ

শামী প্রভানন্দ

বিজীর্ণ পর্ব

[প্রাচ্যহ্যাতি]

১৬ই আগস্তারী ১৮৮৬, শনিবার, ৪ঠি মাস,
১২৯২ সাল, একামী চিতি, কৃত্যিকা নক্ষত্র।

একদিনকে দেখন ত্যাগী শুক্রকর্ত্তকেশ প্রাণ-
চেলে ঠাকুরের মেধা করছিলেন, অপরদিনকে
তেমনি গৃহীতকেশু অর্পণাত্মক করে বৃক্ষপাতা-
মৰ্শ দিয়ে এমন কি কেউ কেউ কারিক পরিঅম
করে ঠাকুরের পরিচর্ণাতে নিযুক্ত হয়েছিলেন।
গৃহীতক মনোমোহনের এই তারিখে একটি
গজাংশ হতে কিন্তি ধারণা করা যায় ঠাকুরের
শ্রীরেষ তদানীন্তন অবহঁ; ও ততগণের মনের
আকুলি-বিকুলি। তিনি লিখেছেন^১: তাঁর
আকে : 'পরতন রামেতে আমাতে কাশীপুর
গিয়াছিলাম। আমাদিগের যাইবার পর প্রচু
কিছু হৃহ হইয়াছিলেন। আমরা ১০টা
ব্রাতিতে কিরিয়া আসিয়াছিলাম—রামের
বাটীতে সেদিন যাতে ছিলাম।...কাল বাটী

যাইবার টেছা ছিল কিন্ত তিনটাৰ পৰ অফিসে
ধৰু আসিল প্রচুর অবগত অতি মন, তাই
গতরাতে কাশীপুরে ছিলাম।...প্রচুর গতরাতে
কিন্তি হৃহ ছিলেন—এখনও আমরা আশা
করিচ্ছি। কিন্ত মন বড় বাকুল। আজ
অফিসের ফেরৎ কাশীপুর যাইব—যাবে সেখানে
ধাকিব। প্রচুর কৃপায় প্রচুর যদি কিছু হৃহ
ধাকেন কাল ঝোঁঝারে বাটা যাইব। (তিনি
কোর্সগুর ধাকতেন) ...প্রচুর উপর্যুক্ত অবহা
দেবিয়া তাঁহার শক্তি ও ছাড়িয়া যাইতে পারে না
—আমাদের ত কথাই নাই—তাঁহার অভাবে
আমাদের অগঁ শৃঙ্খল, আমরা কোথায় যাইব,
কি করিব কিছুই আসি না। সে কথা ডাবিলে
আমাদের জান ধাকে ন।...আমার যাতা-
যাতে আজকাল অনেক ধরচ-পত্র হইচেছে—
শ্রীরেষ কষ্টও হইচেছে—কি করিব; যখন

১. 'ভক্ত মনোমোহন' গ্রন্থের ১৩৬-৮ পৃষ্ঠায় উক্ত পত্রখানির বিষয়বস্তু বিচার করলে
বুঝা যাব প্রতি লেখার তারিখ ১৬ই আগস্তারী, ১৮৮৬ পৃষ্ঠার। তিনি সন্তবত্ত: ঠাঁর অফিস
থেকে এই চিঠি লিখেছিলেন।

অসুস্থ অসুস্থ দিতে অসুস্থ, তখন অর্থ ও কষ্ট তাহার নিকট অতি সামান্য । অ্যাটামহাশুর (শ্রীনবাইচৈতন্য মিত্র) যদি গুরুসামৃত হইতে কিন্তু পাকেন, কাল আতে কাণ্ডপুরে আসিতে বলিও। এমাসে টাকাকড়ির বক্র টারাটানি, তিসাব করিয়া খরচগত করিবে । . . .

ঠাকুর শ্রীবামকৃষ্ণ ভজগোষ্ঠীর প্রাণের প্রাণ আণাধাম। তাঁর হঃসহ ব্যাধিতে ভজগণ ব্যাধিত, পঙ্গীভাবে চিহ্নিত। তাঁদের মন পড়ে থাকে কাণ্ডপুরের বাগানে মোহসন ঘরে বেধানে ঠাকুর পীড়িত হয়ে শ্বাসাপত্তি। মাঠারমশাই দুল খেকে শুধোগ করে নিয়ে বেলা ১১:০টার রওনা হয়ে বাবুটা নাগাদ কাণ্ডপুর এসেছেন। ঠাকুরের ঘরে মিয়ে দেখেন ঠাকুরের পথ্য অসুস্থ রচে। মাঠারমশাই সকালবেলা। ডাঙ্কার মহেন্দ্রলাল সরকারের কাছে গিয়েছিলেন, তাঁকে ঠাকুরের শ্বাসাপত্তি সংবাদ আনিয়ে এসেছিলেন। মাঠারমশাইকে দেখে শ্রীবামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করেন: ‘[ডাঙ্কার] কথম আসবে?’ মাঠার: ‘আসবেন বলেছেন।’

মাঠারমশাই বীচে নেমে আসেন ও কীরোবৰকে পাঠান ডাঙ্কার সরকারের সকালে। অঙ্গিকে পথ্যগ্রহণের পর ঠাকুরের খাস-কষ্ট শুরু হয়। মাঠারমশাই লক্ষ্য করেন যে ঠাকুর তাঁর দিকে বাবুবাবুর চাইছেন। মাঠারমশাই কি করবেন হিঁর করতে পারেন না, তিনি জিজ্ঞাসা করেন: ‘পারে হাত ব্লিউরে দেব?’ শ্রীবামকৃষ্ণ: ‘হ্যাঁ।’ মাঠারমশাই পারে হাত বুলাতে থাকেন, এমন সময় ঠাকুরের খাসের কষ্ট তীব্রতর হয়। সে-সময়ে বালকভক্ত শুধোর এসে আনান: ‘ডাঙ্কার সরকার এসেছেন।’

ডাঙ্কার সরকার এসেছেন। আসার সময়

ডাঙ্কার প্রতাপ শহুমারকেও গাঢ়ীতে তুলে নিয়ে এসেছেন। ডাঙ্কার সরকার ঝোঁপীর অবস্থা দেখে একমাত্র কোনিয়াম (Conium) দেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা যায় ঠাকুরের খাস-কষ্টের তীব্রতার কিছুটা শাখা হয়েছে। ডাঙ্কার সরকার প্রতাপচুক্তে বলেন: ‘Conium কাল করেছে—তাই দেখা যাক।’ ঠাকুর শ্রীবামকৃষ্ণ ইসিতে মাঠারকে নিকটে আসতে বলেন; মাঠার নিকটে এলে তাঁর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। একটু পরে শ্রীবামকৃষ্ণ অতি কষ্টে বলেন: ‘বড় গুরু হয় ওষুধে।’

ডাঙ্কার সরকার: ‘তবে যাক—where the patient does not require it, it is not necessary to force it on him.’। ডাঙ্কার সরকারের মতে ঝোঁপী ঘরে সাগ্রহে অকার সম্মে ঔষধ গ্রহণ করে তখনই ঔষধের শুল্ক পাওয়া যায়। একেত্রে ঠাকুরের শ্বাসাপত্তি উপরোক্ত ঔষধ প্রত্যাখ্যান করতে চাইছে একপ ধারণা হয় ডাঙ্কার সরকারের।

মাঠার: ‘উনি বোধ হয় তা বলছেন না—বলছেন যাতে পথ্য না হয় এমন শুধু [যিতে]।’ ডাঃ সরকার: ‘তা এখন কোথায় পাই...।’

ঘরে উপস্থিত সকলে মৌহুরে অপেক্ষা করে। কিন্তুক্ষণ পরে ডাঃ সরকার বলেন: ‘I did not expect that the disease should have advanced so far. There is no earthly remedy which can arrest the progress of the disease. I have been saying this from the beginning and I say this [even] now. The cancer has extended to the shoulders, neck etc.’

অভিজ্ঞ চিকিৎসকের অভিযন্ত তুলে

ଉପହିତ ମେବକ ଓ ଡକ୍ଟରର ଆଖ କେଣେ ହଠେ ।

ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କୌଣସିଲେ ବଲେନ : 'କୁବିରେ
କି ଡାଳ ହବେ ନା ? ଘାଁ, ଏମରେ ଟିପାଳେ
ଥାର୍ଥ୍ୟ କରିବେ (ସବେ ହାତ ମେଞ୍ଚିଲି ରହ)—ସାରବେ
ନା କୁବେ ?' ମାଟୋରମଧ୍ୟରେ ମନେ ହୁଏ ତୌତୁମୀ
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଡକ୍ଟରର ମନେ ହତୋପାର ମେବ
କାଟୋବାର ଅଛି ଦେଇ ଡାକ୍ତାରର କଥାର ପିଠେ
ଆଗୁଙ୍କ ମନ୍ଦବା କରିଲେନ ।

ଡା: ମରକାର : 'ଓସୁଧେ ଡାଳ ହଲୋ ନା ବଲେ
ବେ [ଆର ଡାଳ] ହବେ ନା ତା ନୟ । ମେଥ ନା,
ମହେଶବାବୁ [ଏତ ଡୁଗଛିଲେନ] ଶେବେ [କି
ଏକଟା ଟୋଟ୍କା] ଶେବେ ଡାଳ ହଲୋ ।'

ଆଗୁଙ୍କ କିଛିକଣ ଠାକୁରେର ଥରେ ଅପେକ୍ଷା
କରେ ଡାକ୍ତାର ମନ୍ଦବାର, ଡାକ୍ତାର ମନ୍ଦବାର ନୌଜେ
ଦେବେ ଥାନ । ତୀରେ ମନେ ମାଟୋରମଧ୍ୟାଇ ଓ
ଅପର କେଟ କେଟ ଥାନ । ମାଟୋରମଧ୍ୟାଇ ଡାକ୍ତାର
ମରକାରକେ ବୁଝିଯେ ବଲେନ ଯେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମ-
କଥେର ପୀଠ ବହରେ ବାଲକେର ଅଭାବ । ଅବୁ
ହୋଟ ହେଲେର ମତ ତିନି କଥନ ଓ କଥନ ଅବେଳା
ହେ ପଢ଼େନ ।

ଡା: ମରକାର ଚିନ୍ତାଲୀଳ ବାଜି । କିନ୍ତୁ ତୀର
ମୋଲିକ ଚିନ୍ତାର ସବକିଛୁ ଅପରେର ନିକଟ
ମହାବୋଦ୍ୟ ବା ଏହିମୋହା ହତ ନା । ଠାକୁର
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣର ଅତି ତୀର ଗଭୀର ଅକ୍ଷା ଓ
ଭାଲବାସା । ତିନି ବଲେନ : 'I have the
highest regard for him as man.' କିନ୍ତୁ
ତିନି ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣର ଅନେକ ଅନୁଭବତତ୍ତ୍ଵ
ଆଚାର-ଆଚାରଧେର ଡାଂପରୀ ଧାର୍ମୀ କରିଲେ
ପାରିଲେନ ନା ଏବଂ ଅତୀବବଶ୍ତ : ମହେ ମହେ
ତୀର ମନ୍ଦବା କରେ ବଲେନ । ଡା: ମରକାର
ଏଥିବଳେନ : 'There is a perversity—
not moral perversity—in his nature,
which has been causing his ruin, e.g.
my father-in-law ଆମାର ମେତା ମେଥତେ

—ତୁ ଡାକ୍ତାରିତେ ନା—କିନ୍ତୁ ଶେବେ ବଲେ
ବାମ୍ବାରେ ମୁହଁ ଥାବ ନା । ତମାନାଥ କବିତାକ
—latterly won't go—fit, died.' (ତମାନାଥ
କବିତାକରେ ଡାକ୍ତା ହଲ । ଶେବାଶେବି ତିନି
ଦେଲେନ ନା । ଫଳେ ହୋମୀର ଫିଟ ହରେ ମୁହଁ
ହଲ ।)

ଡାକ୍ତାର ଦୁଇବରକେ ବିଦ୍ୟାର ଦିରେ ମାଟୋରମଧ୍ୟାଇ
ଦୋତଳାର ଠାକୁରେ ଥରେ ଉପହିତ ହନ ।
ଡାକ୍ତାରମେର ମନେ ତୀର କଥେଗକଥନେ ମାର୍ବାଣିଶ
ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣକେ ନିବେଦନ କରେନ ।

ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ବିଛାନାର ଉଠେ ବଲେନ :
କିନ୍ତୁ ଏଥିମଧ୍ୟ ପରେ ବଲେନ : 'ଓସୁଧେ ଆର କି ହେବେ
—ବଜ ଗରିବ !'

ମାଟୋର : 'ଗରବ ସମ୍ମ ହର ବାଦେନ କେବ ?'

ମେବକ ଲାଟୁ ଠାକୁରେର ଶହୀରେ ଔରଦେର
ଅତିକିଳାର ଅଛ ଚିନ୍ତିତ ହନ । ମାଟୋରମଧ୍ୟାଇ
ହୋମିଗ୍ଯାପିକ ଔରଦେର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମହିନେ ବଲେନ ।
ଅନେକ ମହିନେ ଔରଦେର ଅତିକିଳା ହର, ବାବିର
ଉପସର୍ଗର ତୌରତା ଦୁରି ପାର, କିନ୍ତୁ ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ
ମୁହଁ ପାଓଇ ଥାର । ମାଟୋରମଧ୍ୟାଇ ଲାଟୁକେ
ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ବଲେନ : 'ହେତୋ ଏକଟୁ ତୁଳ
ନିର୍ମିତ ଆହେ ।' ବାବାରାମ : 'ତଥେ ଗରମ ହୁ
କେବ ?'

ମାଟୋର : 'କିମେ କି ହୁ ତା କି ବଳ
ଥାର ?'

ଅଗରାହକାଳ । ଦୋତଳାର ଅର୍ଦ୍ଧୋଲାକାର
ହଲଧର । ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମାନ୍ଦିକିତାରେ
କିଛଟା ମୁହଁ ବୋଧ କରିଲେନ । ଥରେ ଉପହିତ
ମହେଶବାର ଓ କରେକର୍ମ ପ୍ରକାରୀ ମେବକ ।
ଉପହିତ ଡକ୍ଟର ମରଗୋପାଳ ଘୋଷ, ମାଟୋରମଧ୍ୟାଇ
ଅଛନ୍ତି । ଠାକୁରକେ କିଛଟା ମୁହଁ ମେଥେ
ମକଳେର ମନ୍ଦର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘିତ ।

କଥାପରମାଣେ ମାଟୋରମଧ୍ୟାଇ ତୀର ଏକଟି ବିଚିତ୍ର
ଅତିକିଳା ବର୍ଣନ କରେନ । ଡାଂପରମର୍ପ ଲେ

ଅଭିଜନ୍ତା । ମାଟୋରମଣ୍ଡାଇ ବଲେନେ : ‘ଟ୍ରାମ୍ସ୍ ସାହିତ୍ୟ—ଏକଟୁ ତତ୍ତ୍ଵ ଏମେହିଲ—ଦେଖିଲୁମ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଲେହେଲେ । ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓର (ଠାକୁରେର) ମାଧ୍ୟାର ହାତ ବୁଲୋଛେ—ତାରଗତ ଦେଖିଲୁମ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କେର ମୁଖ ହାସିଲେ ତରେ ଉଠେଛେ, ତୀର ବଡ଼ ଆଳ୍ମାନ ହରେଛେ ।’

ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ : ‘କି ଅଭିନ୍ନ [ଦେଖିଲେ] ?’

ମାଟୋର : ‘ନା ତତ୍ତ୍ଵାର ମତ [ଅବହାର ଦେଖିଲାମ] ।’

ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ : ‘କେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ? ଥିଲୁରୀଣ ହାତେ ?’

ମାଟୋର : ‘ନା [ଦେଖିଲାମ] ଗଲାର ଗେଳଯା [କାଶକ ଗୀତି ବୀରା] ।’ ତିନି ନରେଜିକେ ମକ୍ଷା କରେ ବଲେନେ : ‘ତୁମିଓ ତୋ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକେ ତପସ୍ତିର ବେଶେ ମରିବ କରେଛ ?’

ନରେଜି : ‘ଆମିଓ [ରାମଜୀକେ]’ ସନ୍ଧ୍ୟାସୀ ବେଶେ ଦେଖି ।

ଶୁଦ୍ଧିକର୍ତ୍ତକଣଗମ ପାଲା କରେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କେର ଦିବାରୀର ଦେବାକୁଳକା କରିଲେନ । ଦେ ମହାରେ ଏତୋକେ ଅନୁତଃ ହ ଷଟା କରେ ଏକ ନାଗାଢ଼େ ଦେବା କରିଲେନ । ଦେବକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରାର ମର୍ଦକଣ୍ଠି ଠାକୁରେର କାହେ ଥାକିଲେନ । ରାଧାଲ ଜରେ ଆକାଶ ହୟେ ଚାର-ଚାର ଦିନ ହ'ଲ ବଲରୀମ ବସୁର ବାଟୀତେ ଅବହାନ କରିଲେନ ।* ଗତ କରେକଦିନ ହ'ଲ ମାଟୋରମଣ୍ଡାଇ ଦେବକଦେର ସମେ ଦେବାର କାହେ ଘୋଗ ଦିଲେହିଲେନ । ଆଜି ମକ୍ଷା ସାତଟାର ନିରଜନେର ପର ମାଟୋରମଣ୍ଡାଇ ଡିଉଟି ଦେନ । ମକ୍ଷାକାଳ ନିରିଷ୍ଟେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହର ।

୨ କଲକାତାର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରାମ ଚଲିଲେ କୁକ କରେ ୧୮୧୧ ଖୂଟାବେର ୨୪ଶେ ଫେବ୍ରାରୀ । ଶିଳ୍ପାଳଦା ହତେ ଟ୍ରାମ ରୋଡ ଧରେ ଆର୍ଦ୍ଦେଲିରାନ ଥାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଟିର ଲାଇନ ପାତା ହସେହିଲ । ଶାହିବାଜାର ଅକ୍ଷଳେ ସାତୀବାହୀ ଟ୍ରାମ ଚାଲୁ ହର ୧୮୮୨ ଖୂଟାବେର ଜୁଲ ମାସେ । ଘୋଡ଼ା-ଟାନା ଟ୍ରାମ ଓ ବାଲ୍ପାଲିତ ଟ୍ରାମ ତଥନ ବିଭିନ୍ନ କଟେ ବ୍ୟବହରିତ ହଏ ।

୩ ଭକ୍ତ ଯମୋମୋହନ, ପୃଷ୍ଠା ୧୦୮

ବାଜି ଗଭୀର ହର । ପ୍ରାର ମେଡ଼ଟାର ମମର ଶଳୀ ନୀଚେର ହଳଦିର ଧେକେ ଦୁଇତମ ମାଟୋରମଣ୍ଡାଇକେ ଡେକେ ତୋଲେନ । ମାଟୋରମଣ୍ଡାଇ ଓ ନବପୋପାଳ ଠାକୁରେର ଘରେ ଥାନ । ଠାକୁରେର ଚୋଖେ ଦୂର ନାହିଁ । ଛୋଟ ହେଲେକେ ସାମନା ଦେବାର ମତ ମାଟୋର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣକେ ବଲେନେ : ‘ଶୁଦ୍ଧ ଆବା କାଜ ନାହିଁ ।’ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ : ‘ବାବା... ।’ କିର୍ତ୍ତମଣ୍ୟ ପରେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଆବାର ବଲେନେ : ‘ଏକଟୁ ଥାବ ?’

ମାଟୋର : ‘ଏକଟୁ ଥାନ ନା—ପେଟ ଠାଓ ହତେ ପାରେ ।’

ଲାଟୁ : [ତାହ'ଲେ ଏକଟୁ ପଥ୍ୟ ତୈହାର] ‘କରି ଗେ ।’ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ : ‘କି ଏଥି—ଏହି ବାତେ ?’

ଲାଟୁ, ଶ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତି ସବାଇ ବଲେନେ : ‘ବର ଜୋଗାଡି ଆହେ, କୋନ ଅନୁବିଧାଇ ହବେ ନା ।’ ଦେବକ ଲାଟୁ ନୀଚେ ବାଜାରରେ ଥାନ ପଥ୍ୟ ଏବତ କରାର ଜଣ୍ଠ । ବାଜି ଗଡ଼ିରେ ଥିଲେ । ପଥ୍ୟ ତୈହାର ହତେ ଦେବୀ ହଞ୍ଚେ ଦେଖେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ବାଲକେର ମତ ଅନ୍ୟରେ ହରେ ପଡ଼େନ । ଏମନ ମହାର ଠାକୁରେର ଘରେ ଏବେଶ କରେବ ନରେଜନାଥ । ତାରଗରେଇ ଉପହିତ ହନ ନିରଜନ ଓ ଗୋପାଳ । ତୀରେର ସନ୍ଧ୍ୟାସୀର ବେଶ । ନରେଜ ତୀରେର ଛବନକେ ଦେଖିଯେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣକେ ବଲେନେ : ‘ଏହା ତାଳ ବେତାଳ ।’

ଇତିମଧ୍ୟେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କେର ପଥ୍ୟ ଆନା ହର । ଦେବକେର ମହାରତାର ତିନି ସାମାଜିକ ପରିମାଣ ତଥାର ଦୁଃଖଜୀପାନ କରେନ । ଏହିକେ

ନରେନ୍ଦ୍ର, ନିର୍ବଳନ ଓ ଗୋପାଳ ଠାକୁର ଡକ୍ଟର ଆଟୁପାଟୁ ତାର ସହକେ ଥାଏଇ ସାରଦାନନ୍ଦ ବଲେହିଲେନ : ‘କାଣ୍ଡିଗୁର ବାଗାଳେ ଥାବୀଜୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରର ଉପାସନାର ଆଶ୍ରମନ ତେବେ ଦିଯ଼େଛେମ । ତୋର ଐକାନ୍ତିକତା ଓ ଅଧ୍ୟବନାରେ ଅଂଶ୍ଵା ବାବାର କବେ ଠାକୁର ଶେବେ ବଲେହିଲେନ, “ଏଥାବେ (ନିଜେର) ସେ ତୋଢ଼ି ଏସେହିଲ ତାର ଫୁଲନାଯ ଏଇ ବ୍ୟାକୁଳତା ସିକିଓ ନାହିଁ ।”^୪

ମାଟୋରମଧ୍ୟାହ୍ନ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃତଙ୍କେର ନିକଟେହି ଉପବିଷ୍ଟ । ହଠାତ୍ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃତ ବଲେତେ ଥାକେନ : ‘ଆଜି ତାବକୁର୍’ ସେ ଆଜି ପାହାନ୍ତର କବର ହେଉଥାଇ ହେଉ ଲାଭ ବହର କ୍ଷେତ୍ରକର କରାଇ—ତା ନରେନ୍ଦ୍ରକ କି କରାତେ ହବେ ନା ? [ତା ମା] ନବ କରିଲେ ମିଛେ । ଆଜି ତୋ ଓକେ ସମ୍ମାନ—ଏକ କ୍ଷୟାଗ୍ନି ।’

ଏଇ ମମରେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥେର ତୌତ୍ର ବ୍ୟାକୁଳତା,

ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃତଙ୍କେର ବାଣୀ ତଥେ ମାଟୋରମଧ୍ୟାହ୍ନ ମନେ ଏହି କାଗେ, ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃତ କି ତୋକେଓ ଅହଜଳପ ତ୍ୟାଗ ତପତା କରାତେ ଇହିତ କରାହେଲ ? ଏହି ଶ୍ରୀରମଧ୍ୟାହ୍ନ ମନେ ପୂର୍ବରେ ମାଟୋର ଶୋନେନ ଶ୍ରୀରାମକୃତ ଧୀରକରେ ବଲେହିଲେ : ‘[ନରେନ୍ଦ୍ରର] ଧୂର ଉଚ୍ଚ ଘର । ଏଥାମକାର ସକବାଇରେ ତାହିତେ ତେର ଉଚ୍ଚ—ତାଇ ପୂର୍ବ ବିକାଶ ହ୍ୟାର ଆଗେ ଏହି ସବ ।’

ମାଟୋରମଧ୍ୟାହ୍ନ ମନେ ହୁଏ ନରେନ୍ଦ୍ରକେ ଉପରକ୍ଷା କରେ ଶ୍ରୀରାମକୃତ ତୋକେ ସାଧନଭବନ କରାତେ ଏବୁନ୍ତ କରାହେଲ ।^୫ [କରମଃ]

୪ ବ୍ୟକ୍ତାବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ : ଥାବୀ ସାରଦାନନ୍ଦର ବ୍ୟାବନୀ, ପରିପିଟ, ପୃ: ୩୬୨-୩

୫ ମାଟୋରମଧ୍ୟାହ୍ନର ଭାବ୍ୟାବୀ, ପୃ: ୧୯୪-୬

“ଠାକୁର ଶେଷ ଅନୁଧେର ମମର ଯଥନ କାଣ୍ଡିଗୁରେ ବାଗାନବାଡ଼ୀତେ ହିଲେନ, ତଥନ ଏକଦିନ ହରିନାଥ (ପରବତୀ କାଳେ ଥାମୀ ତୁରୀଯାନନ୍ଦ) ଠାକୁରେର କାହେ ଗିଯାହେମ । ତିନି ଠାକୁରକେ ଝିଜ୍ଞାସା କରିଲେନ, ‘କେମନ ଆହେନ ?’ ଠାକୁର ଉଚ୍ଚର ଦିଲେନ, ‘ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହଜେ, ଥେତେ ପାରାଇ ନା, ଅମହ ଜ୍ଞାଲୀ-ସ୍ତରଣା ହଜେ ।’ ଠାକୁରେର ଦିବ୍ୟ ମାର୍ଗିଧ୍ୟ କିଛିକଣ ଧାକିଯାଇ ହରିନାଥେର ଆନନ୍ଦକୁ ଉପ୍ରୋତ୍ତିଷ୍ଠାନ ହଇଲ । ତିନି ଦେଖିଲେନ, ଠାକୁର ଆନନ୍ଦେର ସାଗର ଏବଂ ରୋଗ-ସମ୍ପଦର ଅତୀତ । କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ପୂର୍ବର ସୌଇ ରୋଗ-ସମ୍ପଦର କଥା ଆବାର ହରିନାଥକେ ବଲିଲେନ । ଇହା ବଳା ମନେର ହରିନାଥେର ଏକଇ ଅଲୋକିକ ଅନୁଭୂତି ହଇତେ ଲାଗିଲା । ତଥନ ତିନି ଠାକୁରକେ ବଲିଲେନ, ‘ଆପନି ଯାହାଇ ବଲୁନ ନା କେବ, ଆମି ଦେଖି ଆପନି ଅମ୍ବି ଆନନ୍ଦେର ସମ୍ମୁଦ୍ର ।’ ଇହା ଶୁଣିଯା ଠାକୁର ମୃତ୍ୟୁହାତ୍ମେ ସଙ୍ଗତ ଉତ୍ସି କରିଲେନ, ‘ଶାଳା ଧରେ ଫେଲେହେ ରେ ।’”

[ଥାବୀ ନିର୍ବେଦାନନ୍ଦ କରିତ]

ନବ କ୍ରପାୟଣ

ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଶିବଶ୍ରୁତ ମରକାର

ହେ ମୁଁର ! ଶାସ୍ତ୍ର ହୁ, ତୁଲେ ନାଓ, ନିଶାସ ତୋମାର !
ପାଦପେର ଶାଥେ ଶାଥେ ପତ୍ରେ ପତ୍ରେ ଚପଳ ବିହାର
ଶୀଲାଛନ୍ଦେ ମହାନଦେ କୃତୁଳୀ ନୃତୋର ବିଧାର—
ଶ୍ରଦ୍ଧକ କର । ହେରିଛ ନା ?—କେ ବସେଛେ ପୂର୍ଣ୍ଣମା-ଆକାର
ପଞ୍ଚବଟୀ ଆଲୋ କୋରେ । ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତ ନିଧର ଆଧାର
ଦୂରେ ଶ୍ରିର ଏକ ପାଯେ । ହେର ତାର ଓଷ୍ଠ ଉଠାବାର
ସର୍ବ ଶକ୍ତି ନିଃଶେଷିତ ! ଦିଶେ ହେର,—ଆକାଶ-କିନାର
ଛାଯାପଥବାହୀ ଯାରା—ତାହାରେ ପଥ ଚଲିବାର
ସବ ବାଣୀ—ସବ ଶୁର—ସବ ମୀଡ଼—ଅଚଳ ଅସାଡ଼
ଚେଯେ ଆଜେ ଅପଳକେ । ଶର୍ପିର ଦୃଷ୍ଟି ବୀଳାତାର
ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ, ତିଗ୍ରେ, ତୁସାରିତ, ଶୁରେର ମୌତାର !
ନକ୍ଷତ୍ର-ମିଛିଲ ଶ୍ରଦ୍ଧ—ଶର ଶୁଦ୍ଧ ଆଖି-ତାରକାର—
ଆଧାର ଉତ୍ତାଳ କୋରେ ଗନ୍ଧ ଆସେ ଶୁବର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପାର !
ନିଶି ଥାଯ ଭାସି । ମହାକାଳ କାନଥାଡ଼ା—କୁନ୍ଦବାର—
ଦୀଡାୟେ ଗଣିଛେ କଣ—କବେ ଆସେ ଆଲୋକ ଉଦାର—
କବେ ନାମେ ସେ ମାହେଶ୍ୱର—କବେ ହେବେ ତରଙ୍ଗ-ଝଙ୍ଗାର
ନିରକ୍ଷ ମୁହଁ-ପଟେ ହିଲୋଲିତ ଉଦାମ ଆସାର ।
ମାହୁରେ ନବ କ୍ରପାୟଣ ! ଶାସ୍ତ୍ରାନ୍ତ ଏ ସଂମାର
ଆକାଶେ ନିଃଖାସ ପାବେ—ଗତି ପାବେ ଶୁଭ୍ରତୀ ଆସାର ।
ମୁକ୍ତି ଲାଭେ ଜୟ-ଶୂତ୍ର—ମନ୍ଦିରେର ଦେବତାର ସାର !
ଜାଡେ ଜୀବେ ସମଶ୍ଵର—ବ୍ରହ୍ମମୟ ଘଟିବେ ସଂସାର—
ଋଷିଦେଇ ସ୍ଵପ୍ନ-ସର୍ଗ ମୂର୍ତ୍ତି ପାବେ ବେଦାନ୍ତ-ଆକାର !

আত্মীপ বৃক্ষ

ডেটের সচিদানন্দ ধর

বেদান্তের মূর্ত্তিপ হে বৃক্ষ গৌতম !

জ্ঞানাইয়া আত্মীপ চরি' সিংহসন

কাটাইলে ভবের বক্ষন ;—জ্ঞানিলে নির্বাণ ।

সর্বজীবে দিতে শাস্তি কাঁদে তব প্রাণ

অহেতুক করণায় । বিচারের ভীজ্জ ধারে

বিশ্লেষিলে মায়াময় অনিতা সংসারে ।

জগ-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু দৃঃখের কারণ

আষ্টাঙ্গিক-মার্গ-পথে করিলে বারণ ॥

ত্রিতাপ জ্ঞানায় জলি কর্মবক্ষ দাস

ফিরে চাই তব পানে পাইতে আখ্যাস

বাসনারে করিতে নির্বাণ । আর্য সত্তা,

তোমার জীবন আর মার্গ অষ্ট নিতা—

দেখায় মুক্তির পথ জীবন-আধারে ।

বারংবার হে সমুক্ত ! আরি যে তোমারে ॥

জানাই আহ্বান

শ্রীগুর্জন্মুশৈথ পঞ্জিত

জীবনে জয়েছে মোর যত দৃঃখ ব্যাথা ও বেদনা—

যত কষ্ট ঘানি ক্লেষ শোক তাপ জ্ঞান ও যদুণা—

হতাশা নিরাশা শঙ্কা পরাজয় বৈকল্য পতন—

যত বাধা বিল্ল দায় দুর্বিপাক বিপদ ভীষণ—

আস্তি পাপ হলাহল অশুভ অশাস্তি অন্ধকার—

আছে যত প্রাণ মন দ্রুদি তথা সকল সন্তার

সুগভীরে ক্ষোভ ক্ষত—থাক সবি একাস্ত আপন—

তাকি নাকো সে সবের অংশ নিতে কাহারে কথন ।

কিন্ত আছে যত হাসি সুখ শাস্তি আশা আলো গান—

স্নেহ মায়া শ্রীতি প্রেম ভালবাসা মধুর মহান --

কৃতিত্ব সাফল্য সিদ্ধি ঐশ্বর্য ও আনন্দের ভার—

সৌন্দর্য অমৃত পুণ্য বোধি তৃপ্তি জীবনে আমার—

আর মোর মাঝে আছে যতটুকু দ্রুদি মন প্রাণ

সে সবের অংশতাগী হতে সবে জানাই আহ্বান

সমালোচনা

পরমার্থ সাধন ও সাধুসন্ধি : শ্রীঅধিত
কুমার সেন। প্রকাশিকা: শ্রীমতী উদারাণী
সেন, বাবুকুকু রোড, গো: নোবা চন্দনপুর
(বাবাকপুর), ২৪ পরগনা। (১৩১),
পৃঃ ১২৪, মূল্য: ছয় টাকা।

সকল মাহবই চার আত্মাত্তিক দুখনিরুত্তি
ও পরমানন্দপ্রাপ্তি। ঈশ্বর এই পরমানন্দের
উৎস। তাহাকে জাত করিলেই প্রভুত
আনন্দ। আনন্দবৃক্ষ ঈশ্বর হইতে সর্বভূতের
উৎপত্তি, তাহাতে হিতি এবং তাহাতেই
সর। ঈশ্বরলাভ সাধনসাধনেক। এইকার
এই সাধনবৃহত্ত উদ্বাটনের আত্মিক অয়স
পাইয়াছেন তাহার হৃষিক্ষিত এবক্ষণাত্মিতে।
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পূজা-পত্রিকার পূর্বে
প্রকাশিত লেখাগুলিতে সেখেকের জ্ঞানের
গভীরতা ও অসামান্য পরিচয় দিলে।

এইখানি দুই পথে বিভক্ত: (১) পরমার্থ
সাধন, (২) দেববাণী বা সাধুসন্ধি। অথবা
আছে চারিটি পরিচ্ছেদ। বিবৃহত ঘোটাঘুটি
ধর্মসাধনার উদ্দেশ্য ও পথ, দৰ্শনসংবোগ,
অক্ষর্য, আহাৰণত্ব, ভজিষ্ঠোগ—নামসাধন বা
যজ্ঞবোগ, পূজা, অপ, ধ্যান, শ্রবণাগতি,
আর্থনী, সাধুসন্ধি, শুভত্বিতি, প্রেম, কৃতিলিনী-
শক্তি প্রভৃতি। সাধনার সিদ্ধিসাতের এইগুলি
অপরিহার্য অৱ। সাধনার ধৰ্মান্বিত ও
আহুত্তান্বিত (ব্যবহারিক) উভয় দিকেইই
অত্যাৰঞ্চকতা ও ফলপ্রাপ্তি বিশেষভাবে
আলোচিত হইয়াছে। হিতীয় পথে শ্রীরামকু
পরমহংস, শ্রীমা সৌৰাম্যবি, বাহী বিবেকানন্দ,

শ্রীঅবুবিস, শ্রীমীতাৰামদাস উকারনাথ,
শ্রীযামঠাকুৰ প্রভৃতি মহাজন, সাধু-সন্ধি ও
সাধকগণের উপদেশ এবং বহু শাঙ্কাভিতৰ
সহায়তায় উদ্বার অসাম্প্রাণিক সর্বজনীন
ভাবে সাধনবৃহত্ত ব্যাখ্যা কৰিবার সময় চেষ্টা
প্রশংসনীয়।

এইকার ‘হরিনাম’-সাধনার উপর
সবিধেয় কোৱ দিয়াছেন। ‘নামেৰ পৰমঃ
তপঃ, নামেৰ অগতাঃ পতিঃ।’ ‘নামেৰ কলে
কৃষ্ণদে প্ৰেম উপজৰে।’ তপবানেৰ নামকণ
ও কৌর্তনী পৰম তপস্তা, যাহুবেৰ পতি;
হরিনাম কৰিলে প্ৰেম তত্ত্ব জাত হৰ—এই
শান্ত-ও সহাজন-বাক্য স্বৰ্য কৰাইয়া দিবাৰ
অঙ্গই নামসাধনেৰ উপহোগী অনুত্তমৰ উপদেশ-
গুলি উৱেষিত হইয়াছে।

পৃত্তকধান্বি কাগজ, মলাট ও মুজু
শোভন; তাৰা আঁঊল ও সহস। অনেক
বৰ্ণাত্তকি চোখে পড়িল। মুচীগৰে পৰিচ্ছে-
গুলিৰ উৱেখ নাই। পৃষ্ঠাসহ প্ৰত্যেকটি
পৰিচ্ছেদেৰ উৱেখ খাক। অত্যাৰঞ্চক। হিতীয়
পথেৰ ভিতৰ আবাৰ দিতীয় পথ (পৃঃ ১৮)
আছে, অথচ এখন বা অক্ষাৰ্থ পথেৰ উৱেখ
নাই। পৰবৰ্তী সংক্ৰান্তে এই সকল আধিক
জটিৰ দিকে লক্ষ্য বাধা বাহনীয়।

সপ্তদিবনিৰ্বিশেষে সকল ধৰ্মীয় ভক্ত ও
সাধকই পৃত্তকধান্বি পাঠ কৰিয়া উপকৃত
হইবেন।

শ্রীরামকুমার হস্তগত

ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠ ଓ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ସଂବାଦ

ଶୁର୍ବର୍ଜନ୍ଧୟଙ୍କୀ

ଆଗପୂର୍ବ ରାମକୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ରମେର ଶୁର୍ବର୍ଜନ୍ଧୟଙ୍କୀ
ଉତ୍ସବ ମତ ୧୦୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ହିତେ ୨୬ଶେ ମାର୍ଚ୍ଚ (୧୯୭୯)
(ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରମିଶବ୍ୟାଳୀ ନାରୀ ଆନନ୍ଦାଖ୍ରୀତିମେର
ଶାଶ୍ଵତ ମହାମହାରୋହେ ନୁମପର
ହିଇଯାଇଛି)।

ଶ୍ରୀମଂ ଶାହୀ ଶିବାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜ ୧୯୨୭
ଜୀବନରେ ନିଜହଣେ ଏହି ଆଶ୍ରମେର ଠାକୁରଦେବର
ଭିଜ୍ଞିତାପାନ କରେନ ଏବଂ ତୋହାରେ ଆଶ୍ରମେ
ତୋହାର ଅକ୍ଷତମ ସନ୍ଧ୍ୟାମୀ-ଶିଷ୍ଟ ଶାହୀ ଭାକୁରେ-
ଖର୍ବାନନ୍ଦ ୧୯୨୮ ସାଲେ ଲେଖେଥର ମାତ୍ରେ ନାଗପୁରେ
ଆସିଯା ଆଶ୍ରମେର କାଳେ ଗୋଡ଼ାପତନ
କରେନ । ତୋହାର ଅସୀମ ଶୁଭତତି, ଏକାକ୍ରମ
ନିଷ୍ଠା ଓ ଅକ୍ଷାମ ପରିଶ୍ରମେର ଫଳେ ଅତି ସମରେର
ମଧ୍ୟେ ନାଗପୁରେ ଆଶ୍ରମଟି ପଡ଼ିଯା ଉଠେ ଓ ନାଗ-
ପୁରେର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଵାରାରେର ମୃଣି ଆକର୍ଷଣ କରେ ।
ଶାହୀ ଭାକୁରେଖରାନନ୍ଦେର ଡ୍ୟାଗ-ତିକ୍କାପୂର୍ବ
ଜୀବନ ଓ ନିଃଶାର୍ଦ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟଧାରୀ ଦେଖିଯା ବହ
ନରନାରୀ ଆଶ୍ରମେର ପ୍ରତି ମହାହତିମିଶିଲ୍ପର ହଳ
ଓ ତୋହାରେ ସାହାହୋ ଓ ଆଶ୍ରମକର୍ତ୍ତଗଙ୍କେର
ଅକ୍ଷାମ ଚୋର କୁମେ ଏହି ଆଶ୍ରମ ହିନ୍ଦୀ ଓ
ଯାହାଟି ଭାବାଯ ପୁତ୍ରକର୍ତ୍ତକାର୍ଯ୍ୟକେତୁ, ପୁତ୍ରକାଳୟ,
ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଛାତ୍ରାବାସ ଇତ୍ୟାଦି ବହ ଶାଖା-
ମସ୍ତିଷ୍କିତ ଏକ ବିରାଟ ଯଠେ ପରିଷିତ ହୁଏ ।
ଆଶ୍ରମେର ଗୋଡ଼ାପତନେର ପକାଶ ବ୍ୟକ୍ତି
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲକ୍ଷେ ତଗବାନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କେର
୧୪୪ତମ ଅନ୍ତିଧି-ଉତ୍ସବେର ମଧ୍ୟେ ଆଶ୍ରମେର
ଶୁର୍ବର୍ଜନ୍ଧୟଙ୍କୀ ଉତ୍ସବେର ଅର୍ଥାତନ କରା ହୈ ।

୧୮୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ଅଛୁଟେ ସାମାଇଲେର ଝର୍ଣ୍ଣେ ଅଭାତୀ
ବାନିଶୀର ଝର୍ଣ୍ଣୁର ଆନାଗମୁଖରେ ପରିବେଶେ

ମହାରାଜି, ତୋର୍ଦ୍ଦ୍ଵାରା ଓ ଶାଖୁ-ଅନ୍ତଚାରୀଦେର
ବେଶପାଠେର ମାଧ୍ୟମେ ଉତ୍ସବେର ଶୁଭାବଳୀ ହୁଏ ।
ପୂର୍ବାହେ ଶ୍ରୀରାମକୃରେର ବିଶେଷ ପୂଜା, କୌମ ଓ
ତୋଗାରତି ହୁଏ । ସଂଦେର ବିଭିନ୍ନ ଶାଖାକେତୁ
ହିତେ ମହାଗତ ଶାଖାମିଶିରେ ଶୁଳଲିତ ଭଜନ-
ମୂଳିତ ପୂଜାକାଳେ ନାଟ୍ୟନିରେ ଏକ ଡକ୍ଟିପୁତ୍ର,
ଭାବଗଭୀର ପରିବେଶ ସ୍ଥିତ କରେ । ତୋଗାରତି
ମହାଗତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ । ଶାଖାମିଶିରେ ଶାଖାକେତୁ
ହାତେ ହାତେ ଖିଚୁଡ଼ି ଏମାହ ଗ୍ରହଣ କରେନ ।

ଶକ୍ତ୍ୟାରତିର ପର ଆଶ୍ରମ-ଶାଖାରେ ଶୁଭିଷ୍ଟ
ଶାଖାନାମୀ ଶାଖୁ-ଅନ୍ତଚାରୀଦେର ମମବେତ ଉତ୍ସବ
କଠେ ବେଶପାଠେର ଧାରା ପ୍ରେସ ମିନେର ଧର୍ମତା
ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ । ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠ ଓ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନେର
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀମଂ ଶାହୀ ବୀରେଶ୍ୱରାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜ
ମଧ୍ୟେର ବିଭିନ୍ନ ଶାଖାକେତୁ ହିତେ ମହାଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା
୪୦ ଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାମୀ ଏବଂ ନାଗପୁର ଓ ଅକ୍ଷତ ହିତେ
ମହାଗତ ପାଇଁ ୩,୫୦୦ ନରନାରୀର ଉପହିତିତେ
ଆଶ୍ରମ ହିତେ ଶୁଭ୍ରିତ ଅବଧିକା-ପ୍ରତିଶ୍ରୀରାମରେ
ଏକାଶ କରେନ । ଆଶ୍ରମେର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶାହୀ
ବୋଯ୍ସକପାନମ ଆଶ୍ରମେର ବିଷ୍ଟ ପକାଶ
ବ୍ୟକ୍ତିରେ ଇତ୍ୟାଦି ଓ ଆଶ୍ରମକର୍ତ୍ତକ ପରିଚାଳିତ
ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟବଳୀର ଲଙ୍ଘିତ ବିବରଣୀ ପାଠ
କରେନ । ପରେ ଶ୍ରୀମଂ ଶାହୀ ବୀରେଶ୍ୱରାନନ୍ଦଜୀ
ମହାରାଜେର ମଭାପତିତେ ‘ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଓ
ଆଶ୍ରମିକ ଅଗତେର ପ୍ରତି ତୋହାର ବାନୀ’ ଏହି
ବିଷ୍ଟେ ଶାହୀ ଧୂମନନ୍ଦ (ଇଂରେଜୀତେ), ଶାହୀ
ଆଶ୍ରମନ (ହିନ୍ଦୀତେ) ଓ ଶାହୀ ଅକ୍ଷାମାନନ୍ଦ
(ଯାରାଗୀତେ) ଶୁଚିଷ୍ଟି ବକ୍ତା ଦେବ ।

সভাপতি মহারাজ সংক্ষেপে একটি সারগর্হ অভিভাবন দিয়া এই বিষয়ের উপর সবিশেষ আলোকপাত করেন।

১৯শে সক্ষাব্দিতির পর আয়োজিত ধর্মসভার ‘শামী বিবেকানন্দ ও আধুনিক অগ্রগতির অতি তাহার বাণী’ এই বিষয়ে গভীর তথ্যপূর্ণ আলোচনা হয়। শামী বিবেকানন্দ (ইংরেজীতে), শামী আচ্ছানন্দ (হিন্দীতে) ও সভাপতি শামী হিন্দুগ্রামন্দ (ইংরেজীতে) বিভিন্ন দিক ইতিতে আলোচনা করিয়া বিষয়টিকে উপর্যোগ্য করিয়া তুলেন।

২০শের ধর্মসভার শামী বিবেকানন্দ ‘ধর্ম ও বিজ্ঞান’ সংক্ষেপে (ইংরেজীতে) সারগর্হ বক্তৃতা দেন। সভাপতি ছিলেন নাগপুরের আজিধনাল করিশনর শ্রী এস. এন. খাণ্ডেকর।

২১শের ধর্মসভার শামী বিবেকানন্দ ‘উপনিষদের সৌন্দর্য’ (‘The Charm of the Upanishads’) সংক্ষেপে কল্পনাহী ভাবণ দেন। নাগপুর সিটি কলেজের প্রিলিপ্যাল ডেটের জি. এস. কুলকুমী সভাপতিত্ব করেন।

২২শে প্রাতে শামী অকাশানন্দ ‘ভগবদ্গীতার বাণী’ সংক্ষেপে মারাঠীতে সুচিপ্রিয় বক্তৃতা দেন। সক্ষাব্দিতির পর শামী আচ্ছানন্দ তুলসী-দাসী বামারণ অবলম্বনে ‘পর্বাতের পুরুষোত্তম শ্রীরাম’ বিষয়ে হিন্দীতে ধর্মপ্রসঙ্গ করেন। প্রাতে শ্রীরামকুমারের জীবনী অবলম্বনে বাংলা চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

২৩শে প্রাতে শামী বিবেকানন্দ ‘গীতোক্ত ভক্তিশোগ’ সংক্ষেপে মারাঠীতে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেন। সক্ষাব্দিতির পর শামী আচ্ছানন্দ তুলসীদাসী বামারণ অবলম্বনে ‘পরম সত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণান’ সংক্ষেপে মনোরম ধর্মপ্রসঙ্গ করেন। প্রাতে বাংলার ‘শ্রীক্ষিণি’

সংক্ষেপে চলচ্চিত্র দেখান হয়।

২৪শে সক্ষাব্দিতির পর স্যাম্পানিজ ওরের নাগপুর শামীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রী এ. পি. বাহুদেবের সভাপতিত্বে শামী আচ্ছানন্দ ‘ভয়কে জয় করা’ (‘Conquest of Fear’) বিষয়ে মনোরম ভাবণ দেন। প্রাতে শামী বিবেকানন্দের জীবন ও ‘তুমি বিজেই তোমার ভাগ্যবিবৃতা’ (‘You are the creator of your own destiny’) বিষয়ে ইংরেজী ছারাছবি দেখান হয়।

২৫শে ও ২৬শে প্রাতে বিষ্যাত কৌর্তন্য-প্রাক্ত শ্রীগুণ মহারাজ বেগপুরকুর তাহার সহকারী পার্ককল্পনের সহযোগে মহারাজীর বৈকব সপ্রাপ্তত্বক ‘ওরাবকু’-গবেষণ পঞ্জি অছবারী বাগান্ধিত হিন্দুকীর্তন পরিবেশন করেন।

এইভাবে এই নবদিনব্যাপী উৎসব ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক বিবিধ অস্থানের মাধ্যমে সুস্থুতাবে উন্মাপিত হয়। প্রত্যাহ প্রতিটি অস্থানে বহসংখ্যক নবমাহী বোগান্ধান করিয়া উৎসবটিকে সাক্ষ্যাত্তিত করেন। প্রতিটি ধর্মসভার প্রাতে সাধু-অষ্টারীদিগের বেদগাঠ ও শেষে অংশসের অধ্যক্ষ কর্তৃক ধন্তব্য জাপন করা হয়।

ত্রাপকার্য

কারণে: (ক) শূর্পবাতাজ্বাগ: অঙ্গ-প্রদেশের কুকুলেশ্বর ৬৮০টি গৃহের নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অবশিষ্ট ৩১৬টি গৃহ এবং কয়েকটি সর্জনীন সভাগৃহের নির্মাণকার্য বিভিন্ন গুরে উদ্বিদীয়।

গত ১৩ই মার্চ (১৯৭০), শামী বিবেকানন্দ ‘নবেন্দুপুরম’ (১৪৪টি গৃহস্থক পুর্ববিহিত চিঙ্গ চরিক্কমওড়া ও গাউড়োওড়া), ‘পরমহংস

পুরুষ' (১১২টি গৃহস্থক পুনর্নির্মিত পালা-কার্যালয়) এবং 'কৃষ্ণপুরম' (২২টি গৃহস্থক) —এই তিনি কলোনির উদ্বোধন করেন।

(৩) বঙ্গজ্ঞান : তামিলনাড়ুতে উচ্চকামণ রামকৃষ্ণ আশ্রম কর্তৃক গত ফেব্রুয়ারি মাসে বঙ্গাপীড়িত দশজনকে ১,৫০০ টাকা মূল্যের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপন ও সাক্ষ-সরঞ্জাম দেওয়া হয়।

বাংলাদেশে : চিকিৎসা ও ইউনিভার্সিটি চলিতেছে।

ছিল ৮৪৩।

পরিশেবে আশ্রম কর্তৃপক্ষ কৃষ্ণবর্ধমান সেবাকার্যে সহায় অনসাধারণের নিকট সহ-বোগিতা ও আর্থিক সাহায্যের আবেদন করিয়াছেন। মাত্র ১ চিকিৎসালয়ের বাংসবিক প্রয়োজন ২০,০০০ টাকা তুলিবার অন্ত কর্তৃপক্ষ ছাইলক টাকার একটি তহবিল স্টোর সিঙ্কাস গ্রহণ করিয়াছেন। এই তহবিলে মুক্তহস্তে দানের অন্ত আবেদন করা হইয়াছে।

কার্যবিবরণী

অঙ্গালোর রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৭৭-৭৮ সালের প্রাক্ষিপ্ত কার্যবিবরণীর সার-সংক্ষেপ :

শিক্ষা : বালকাশ্রমে জ্ঞানিধি-নির্বিশেবে দুর্জ ও মেধাবী ছাত্রদের বিনা পরস্পর ধার্কা-ধারণা-পরা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। বিজ্ঞানিকার অভ্যন্তর উপকৰণে বিনামূল্যে দেওয়া হয়। আলোচ্য বর্ষে উচ্চ বিজ্ঞানের ৩৪টি ও কলেজের ১০টি, মোট ৪৪টি ছাত্রকে বালকাশ্রমে রাখা হয়। সকাল-সকাল সহবেত গ্রাহণ এবং আশ্রমের নিয়ত-কার্য ও পরিচালনার ব্যাপারে ছাত্রগণ অংশগ্রহণ করে। তাহাদের অন্ত একটি সাম্প্রাক্ষিক নীতি-শিক্ষার ঝাল করা হয়। তগবন্ধীতা, বিজ্ঞসহিতৰ প্রতি আবৃত্তি করিতে ও ভজন পাহিতে তাহাদের শিক্ষা দেওয়া হয়। অধান উৎসর্বাদি ও মহাপুরুষগণের আবির্ভাব-তিথি বোগ্য অঙ্গালাদিত সাধায়ে পালিত হয়।

মাত্রব্য চিকিৎসা : মোট চিকিৎসক রোগীর সংখ্যা ছিল ৩৮,০৯৯, তথ্যে নৃতন রোগী ৪,৩৫০ জন। শুট-চিকিৎসার সংখ্যা

দেহত্যাগ

গভীর দুঃখের বিষয়, স্বাস্থী ক্ষোমল গত ১০ই মার্চ (১৯৭৯) রাতি ৯-৪০ মিঃ ১১ বৎসর বয়সে শুরোগজনিত হাপানিতে কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করিয়াছেন। অবসরপ্রাপ্ত সাধুহিসাবে তিনি বেলুড় মঠের আরোগ্যভবনে বাস করিতে ছিলেন এবং গত ৮ই মার্চ চিকিৎসাৰ অন্ত তাহাকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়।

তিনি শ্রীং প্রামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের প্রশংসিত ছিলেন এবং ১৯১৬ সালে কল্পল সেবাশ্রমে ঘোগৰান করেন। পৌর পুরু নিকট তিনি ১৯২১ সালে সংজ্ঞাস্নাত করেন। তমলুক, কলিকাতা সমাজের আশ্রম এবং কাটিকার আশ্রমের অধাক্ষ ও প্রেরণ ছাড়া তিনি সোনারগাঁ ও সারগাহিতে এবং বেলুড় মঠেও নানাভাবে সভ্যের সেবা করেন। মিশনের নানাবিধ আপ ও পুনর্বাসনকার্যে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। সরল ও কঠোর সাধুজীবনের অন্ত সকলেই তাহাকে ভাল-বাসিতেন ও অক্ষাৰ চক্ষে পূৰ্বিতেন।

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମାତ୍ରେର ବାଡ଼ୀର ସଂବାଦ

ବାଗବାଜାର ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠେର (ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମାତ୍ରେର ବାଡ଼ୀ—ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥାମୀ ହିରଖ୍ରାନଳ ପତ୍ର ୨୫୩୯ ମେଟେର (୧୯୭୮) କଥାମୃତ ଏବଂ ୨୮୩୯ ମେଟେର ଶ୍ରୀମାତ୍ରେ ପାଠ ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛେ । ମେହି ଆଲୋଚନାର ସାର-ସଂକେପ ନିରେ ମେହା ହଇଲା :

କଥାମୃତ—

ଆମେର ଦିନ ଆମର ମେଧେହି (ଚିତ୍ର ୧୦୪୫ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଟେର), ଶ୍ରୀମକ୍ରମଦେବ ନାମ ଉପମାଲାହାରେ ବୁଝିରେହେଲା, ଅକ୍ଷତିର ବିକଳେ ଅଭ୍ୟାସୀ ଜୀବେର ତରକାରେ କଥା । ବନ୍ଦ ଜୀବେର ଅଶ୍ୱେ ବଲେହେଲା, ଏବଂ ସଂଶାରେ ଅଭ୍ୟାସା ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ ବିଶ୍ଵର୍ତ୍ତ ହଲେଣ ହକ୍କା ପାଇବାର କଥା ତାବେ ନା ।

ଚାରୀକେବର ମତୋ ବନ୍ଦଜୀବେରା ବଲେ, ‘ଭୟାଭୂତତ ଦେହଙ୍କ ପୁନରୋପନଃ କୃତः ।’ ଅତିରି ‘ବାବ୍ଦ ଜୀବେଣ ମୁଖ୍ୟ ଜୀବେଣ, ଖଣ୍ଙ୍କ କୁତ୍ତଃ ପିବେଣ ।’ ଚାନ୍ଦାନ୍ତାବେ କାନ୍ଦକାନ୍ଦନ ଡାଗ କ’ରେ ନେଇରାଇ ଏଦେର ଜୀବନେର ଏକମାତ୍ର ଅକ୍ଷ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ଏହା କାମେ ନା—ଶହାକାଳ ହତ ହକ କ’ରେ କାଳ ଟେନେ ଏକହିନ ଏଦେର ଡାକ୍ତାର ତୁଳବେ । ଲେ କାଉକେ ଖାତିର କରିବେ ନା । ଏକଥା ବନ୍ଦଜୀବ କିନ୍ତୁ ବୁଝେଓ ବୋବେ ନା ।

ଏ ଅଶ୍ୱେହି ଏକବନ ଭକ୍ତ ଏହି କରିରେଲା ଠାକୁରଙ୍କେ, ‘ଏହି ବକମ ସଂଶାରୀ ଜୀବେର କି କୋନ ଉପାର ନେଇ?’ ଠାକୁର ବଲହେଲା, ‘ଅବଶ୍ଯ ଉପାର ଆହେ । ଆବେ ଆବେ ସାଧୁ-ଜଳ ଆର ଆବେ ଆବେ ନିଜମେ ଥେକେ ଈଶ୍ଵରଚିନ୍ତା କରିବେ ହୁଏ । ଆର ବିଚାର କରିବେ ହୁଏ । ତୀର କାହେ ଆର୍ଥମା କରିବେ ହୁଏ, ଆମାକେ ଭକ୍ତି ବିଶ୍ଵାସ ହାଣେ । ବିଶ୍ଵାସ

ହେବେ ଗେଲେହି ହଲ । ବିଶ୍ଵାସେର ଚେରେ ଆର ଜିନିସ ନେଇ’ (୧୧୧)

ବିଶ୍ଵାସକେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଦିରିବେହେଲା । ବିଶ୍ଵାସ ନା ଧାକଳେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମଗଣେ ଅଗୋଳେ ଥାଇ ନା । ଏହି ମାହିରେ ସହଜାତ ଅୟତି । ଶିଖ ତାର ମାକେ ଅଡିରେ ଥ’ରେ ବିଶ୍ଵାସ କରେ, ମେ ସବ ବିପଦ ଥେକେ ହକ୍କା ପାବେ । ବାବା ସଥି ତାକେ ବଲେନ, ଓହିକେ ହେବ ନା ଜୁହୁ ଆହେ, ମେଣ ମନେ ମେ-କଥା ବିଶ୍ଵାସ କ’ରେ ଆର ମେଦିକେ ଥାବେ ନା । ଏହି ସେ ବିଶ୍ଵାସେର ଅୟତି, ମେ ମାହିରେ ସହଜାତ, ତାକେ ନିରେ ଥେତେ ହବେ ଈଶ୍ଵରର ଦିକେ । ଅବତ ଏହି ବିଶ୍ଵାସକେ ଶାନ୍ତେ ବଲା ହରେହେ ‘ଶକ୍ତା’ ।

ଶାନ୍ତକାରବା ଶକ୍ତା ଅର୍ଥ କରିବେହେ, ‘ଭରବେନୌତ୍-ବାକ୍ୟେବୁ-ବିଶ୍ଵାସ:’ । ଶକ୍ତ ଓ ଶାନ୍ତବାକେ ବିଶ୍ଵାସିହ ହଜେ ଶକ୍ତା । ଏହି ଶକ୍ତା ବା ବିଶ୍ଵାସ ଏହି ବେଦାନ୍ତେର ଅଧିକାରୀର ଅର୍ଥ ତଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦ—ଶମ-ଧର-ତିତିକ୍ଷା-ଉପରତି-ଶକ୍ତା-ମାଧ୍ୟାନ, ଏହି ବନ୍ଦମପନ୍ତିର ଅନ୍ତତମ । ଏହି ମାଧ୍ୟାନର ଜୀବନେର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଳ । ଶ୍ରୀତାତେଜ ଆହେ, ‘ଅଞ୍ଚାଅନ୍ଦଧାନକ ସଂଶାରାୟା ବିନନ୍ଦିତ ।’ (୧୧୦) ସେ ଅଳ ଓ ଯାହି ତେତରେ ଶକ୍ତା ନେଇ, ବିଶ୍ଵାସ ନେଇ—ସଂଶରୀଲ ସେ, ତାର ବିବାହ ଘଟିବେ । ‘ଶକ୍ତାମହୋହୟ ପୁରୁଷୋ ସୋ ସଞ୍ଜକ: ମ ଏବ ସଃ ।’ (୧୧୧) ଏହି ପୁରୁଷ ଅର୍ଧାଂ ଜୀବ ଶକ୍ତାମର, ବାର ମେମନ ଶକ୍ତା ସେ ସେହି ବକମିହ ହର । ଆବାର ବଲେହେଲା, ‘ଶକ୍ତାବକ୍ତୋହନତ୍ରତ୍ତୋ ମୁଚ୍ୟାତେ ତେବେ କର୍ମତି:’ (୩୦୫) ଯାରା [ଆମାର ବାକେ] ଶକ୍ତାବାନ, ଦୋଷବଶୀ ନନ, ତୀରାଓ କର୍ମବକ୍ତନ ଥେକେ ମୁକ୍ତ ହନ ।

ଏହି ହଜେ ବିଶ୍ଵାସେର କଥା । ବଲେଇ ଉପମା

দিজেন বিশ্বাসের শক্তি প্রমাণ করবার অঙ্গ—
মহাবীরের রামনামে বিশ্বাস ক'রে সমুজ্জ-
লভনের কণা আবার বিভীষণের সেই পাঠার
রামনাম লিখে দেওয়ার কথা। বতক্ষণ
শ্লোকটির বিশ্বাস ছিল, সে বেশ অলের উপর
দিয়ে দাহিল, কিন্তু সেই অবিশ্বাস এলো
ওসমি ঝুঁতে পেল। বিশ্বাসের এমনি শাহাজ্ঞা।
বিশ্বাসের বে কতখানি শক্তি সেক্ষণ বলতে
সিরে ঠাকুর বলছেন, মহাপাপ থেকেও মাহুব
উক্তার পার, যদি তার ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকে।
এই বিশ্বাসের বে কতখানি শক্তি তা আমরা
দেখেছি শ্রীরামকৃতের অঙ্গতম বিশ্যাত গৃহ্ণ-
ভক্তের জীবনে বীর প্রসঙ্গে তিনি বলতেন,
'এর পাঁচ সিকে পাঁচ আমা বিশ্বাস।' সে-
বিশ্বাস ছিল সে-স্মৃতের মহাচূর্ণনের অবিকারী,
মহাপাপও অৰ্থ মহাকবি, বিশ্যাত নট ও
নাট্যকার পিরিশচচ্ছেৱ। তার উপর ঠাকুরের
ঙ্গা হয়েছিল। শ্রেষ্ঠীবনে তার চরিত
একেবারে পালটে থার। এই পিরিশচচ্ছেই
ঠাকুরের অবতারত্ব প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ব্যাস
বাসীকি বীর কথা বলে শেব করতে পারেননি
আমি তার কথা কি আর বলবো? এই হচ্ছে
বিশ্বাস—জীবন, আগ্রহ বিশ্বাস! এই বিশ্বাসের
উপর নির্ভর করেই কেউ যদি বলে যত অঙ্গার
করেছি আর করবো না, সে নিশ্চিত উক্তার
পাবে। এই ব'লে ঠাকুর গান হয়েছেন। চৃণা-
নামের উপর বিশ্বাসের ভাব নিয়ে গানটি।

তাহুণগৱেই হঠাৎ প্রসঙ্গ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন।
আবার নরেন্দ্রের উপর মৃত্তি পড়েছে। নানাভাবে
তার প্রশংসা করছেন। বলছেন, সেই বে-সব
মাছ আলে ধরা গড়ে না—এ হচ্ছে সেই নিতা-
পিক্ষের ধাক। এদের শ্রবণপ্রিয় তথ্য শোক-
কল্প্যাণের অঙ্গ। এরা সংসারের মারাত্মক কথনও
বীরা গড়ে না। এরা নিতামৃত, বেদের হোমা-

পাখির সঙ্গে ঠাকুর তার ছুলনা করছেন।
হোমাপাখি আকাশে ডিম পাড়ে। সেখানেই
ডিম ঝুঁটে থার আর নীচে গড়বার আগেই
ছানাটা চোচা উপর-বিকে উঁচে থার। সেই
বৃকষ নিত্যপিক্ষের কথনও পৃথিবীর মলিনতার
সঙ্গে মুক্ত হয় না। নরেন্দ্রনাথও তেমনি
আগ্রহিক সবৰকম মালিঙ্গের উর্ধে। সর-
বিষ্ণুবিশ্বাস—অনন্তশুণ্যসম্পর্ক সে। তর্কেও
তার ঝুঁটি নেই।

ঠাকুরের কৌতুহলেরও সীমা নেই।
মাঠীরমণ্ডাইকে বিজ্ঞাপা করছেন, ইংরেজীতে
তর্কের কোন বই আছে কিনা। এ-বিবরে
মাঠীরমণ্ডাই দু-চার কথা বললেন। ঠাকুর
কথাগুলি উন্দেন যাব। উন্দেন উন্দেনই
অঙ্গমন্দ হয়ে পেলেন। তাই এ-বিবরে আর
বেশী কথা হ'ল না। (১১১)

শীতা—

শ্রীগুবান অর্জুনকে নিকামকর্মহোসেহ
কথা বলেছেন—সকল প্রকার আগম্বি পরি-
ত্যাগ ক'রে অথবা ইন্দ্ৰার্পণবৃক্ষিতে কর্ম
কৰার কথা বলেছেন। সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে অৰ্দ্ধৎ-
কলাকলে চিত্তের সময় বা নির্বিকাৰ ভাৰই
যোগ। (২১৪৮) এই কথাই আগে ১৮-সংখ্যাক
ঝোকে বলা হয়েছে 'হৃথকঃশে সঙ্গে কৃষ্ণ সাভা-
নাভো কৰ্মাজৰো। ততো মৃজায় মৃজায়...' দ্বিবিৰহিত হয়ে সম্পূর্ণ অবিচলিতভাবে কর্মের
অঙ্গ কর্ম কৰার নামই যোগহ হয়ে কর্ম কৰা।
সেই কাবেই কর্ম করতে গুবান অর্জুনকে
উপরেশ দিয়েছেন। (২১৪৮)

এখন বলছেন, বে-সব শোক কল্পকামনা
ক'রে কাজ করে, তারা হীনবৃক্ষ, তারা
নিন্দাট, তারা 'কৃপণ'। শ্রীবৰ্দ্ধী বলছেন—
'সকাম্বঃ নরাঃ কৃপণাঃ সৌনাঃ।'—সকাম্ব

ବ୍ୟାକିର୍ଣ୍ଣୀ କୃପଣ, ମୌଳି । ଯୁଧସାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦେଇ ବଲୀ ହେବେ, ‘ମୋ ବା ଅତ୍ସଙ୍ଗରଙ୍ଗ ଗୋଗୀବିଦିଷା-ହ୍ସାଏ ଶୋକାଂ ପ୍ରୈତି ମ କୃପଣः ।’ ସାଜୁବକ୍ଷ ବଲହେନ, ହେ ଗାଗି, ମେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅକ୍ଷର ପ୍ରକ୍ରିୟକେ ନା ଜେବେ ଇଲ୍‌ଲୋକ ତ୍ୟାଗ କରେ ମେ କୃପଣ, କୃପାର ପାତ୍ର । ବାବା ଶ୍ରୀ ତୋଗ କରତେଇ ଏଥେହେ ତାମେର ପକ୍ଷେ ସମୋରସାଗର ପାର ହେଉଥାର ମନ୍ତ୍ର ନଥ । ଏହି ବ'ଲେ ଶ୍ରୀଚପବାନ ଅଞ୍ଜନକେ ନିକାମ କର୍ମହୃଦୀନେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛେନ । (୨୫୯)

ମେହି କର୍ମଦୋଗେର କୌଣସି କି, ତାହି ଏଥିନ ବଲହେନ । ମାହୁଦେଇ ବୁଦ୍ଧିକୁ ତାକେ ମୁଁ ପଥେ ବା ଅମ୍ବ ପଥେ ପରିଚାଳିତ କରେ । ବେ-ବୁଦ୍ଧି ମୁଁ ପଥେ ମାହୁଦେଇ ନିରେ ଦାରା, ମେହି ବ୍ୟାବସାଯାକ୍ଷିକୀ । ତାର ଦାରା ପରିଚାଳିତ ହେବେ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଭ୍ୟାଗ କ'ରେ କର୍ମ କରାର ନାହିଁ କର୍ମର କୌଣସି ଦେବେ କର୍ମ କରା । ଏହିଇ ଶୁଦ୍ଧବୁଦ୍ଧିର ଦାରା ପରିଚାଳିତ ହେବେ କର୍ମ କରା । ତଗବାନ ଶ୍ରୀବାମକ୍ଷକ ମେହିଅଛନ୍ତି ମାରେର କାହେ ଆର୍ଥିନ କରେଛିଲେନ, ‘ଏହି ଲାଓ ତୋମାର ପାପ, ଏହି ଲାଓ ତୋମାର ପୁରୀ, ଆମାର ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତି ଦୀଓ ।’ ‘ଶୁଦ୍ଧ-ଦୁଃଖ’—ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାଳମନ୍ଦ ମରକିଛୁ ଦ୍ୱରରେ ଅର୍ପଣ କ'ରେ ମମବୁଦ୍ଧିକୁ ହେବେ କର୍ମ କରତେ ହେବେ ଆର ତାର ଦାରାହି ବୀବେର ଚରମ ଶକ୍ତି ପରମପଦ ଲାଭ କରା ମନ୍ତ୍ର ହେବେ । ଏହି-ତାବେ କର୍ମ କରାଇ କର୍ମଦୋଗେର କୌଣସି । ଶ୍ରୀଦୁର୍ବାମୀ ବଲହେନ, ‘ମୋକ୍ଷପରତସମ୍ପାଦକ-ଚାରୁର୍ବୀ ।’—କର୍ମ ମାହୁଦେଇ ବୁଝ କରେ, କିନ୍ତୁ ମେହି କର୍ମକେ ବୋକେର ଉପାର କ'ରେ ତୋଳା ଦାର ବେ-କୌଣସିର ଦାରା, ବେ-ଚାରୁରୀର ଦାରା ମେହି ଚାତୁରୀରୀଇ ଚାତୁରୀ—କୁଣ୍ଡଳତା । (୨୫୦)

ଏହିତାବେ କୁଣ୍ଡଳତାର ମନେ କାଜ କରତେ ପାରିଲେ, ଅର୍ଥାଏ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ହେବେ କର୍ମଦୋଗେର ମାଧ୍ୟମ କରିଲେ ମାହୁ ତାର ସକଳ କର୍ମବକ୍ଷନ

ମେହେ ବୁଦ୍ଧି ପାର । ବେ-କର୍ମ ଦୀବେର ବକ୍ଷନେର କାରଣ, ତାହି ତାର ମୁକ୍ତିର କାରଣ ହୁଏ । ନିକାମ କର୍ମ ଆର ନୃତ୍ୟ କୋନ ମଂକୁରିପ୍ରବାହ ପଢ଼ି କରେନା, ନୃତ୍ୟ କର୍ମର କାରଣର ଆର ପଢ଼ି ହେନା । ତିନେ କୋଣପ୍ରକାର ବାସନାର ଲେଖମାତ୍ର ବା ଧାକାର କର୍ମଦୋଗେର ଆର ଅନୁବନ୍ଧନ ଦୀକ୍ଷାର କରତେ ହୁଏ ନା, ତୀରା ମୁକ୍ତ ହେବେ ଦାରା । ଶ୍ରୀଦୁର୍ବାମୀ ବଲହେନ, ‘ମରୋଗନ୍ତବରହିତିଃ ବିକୋଃ ପରଃ ମୋକ୍ଷାଧ୍ୟ ପଞ୍ଚତି’—ତୀରା ମନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସାହିତ ‘ମୋକ୍ଷ’-ନାୟକ ବିଜୁଳ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହନ । (୨୫୧)

ଏହିଭାବେ ସକଳପ୍ରକାର ବାସନାବିରହିତ କର୍ମହୃଦୀନେର ଦାରା ମାହୁଦେଇ ଦେହେ ଓ ବିମହେ ନିରାକରଣ ବେ-ଆସନ୍ତି, ବେ-ମୋହ, ତାଓ ଚିରଟରେ ଦୂର ହେବେ । ‘ମୋହକଲିଲ’—ଦେହାଦିତେ ଆକ୍ଷ-ବୁଦ୍ଧିର ନାମହି ମୋହ, ତା-ଇ କଲିଲ, କାଳୁତ, ମଲିନତା । ସଥି ମୋହକଲିଲ ଅଭିଜ୍ଞନ କରିବେ —ଆକାନ୍ତାବିବେକ ଦାଗବେ, ତଥିନ ପ୍ରୋତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତ ବିବରେ ଦୈରାଗ୍ୟ ଆସବେ । (୨୫୨)

ତଗବାନ ପରମକର୍ମାନାଭରେ ଅଞ୍ଜନକେ ଲକ୍ଷ କ'ରେ ସକଳ କାଳେର ମାହୁଦେଇ ବଲହେନ: ଏହ ଆଗେ କର୍ମକାଣେର ନାନାରକମ କ୍ରିୟାବହଳ ବାଗ୍ୟଭାଦ୍ରିର କଥା ବଲା ହେବେ ଦାରା ପର୍ମାଣି ଶୋକ ଓ ବହୁକାର ସ୍ଵରସଂକୋପ ଲାଭ ହତେ ପାରେ । ମେହି ସବ କଳେର କଥା ତୁମେ ଚିନ୍ତ ବିକିଷ୍ଟ ହେବେ । କିନ୍ତୁ କର୍ମଦୋଗ-ମାଧ୍ୟନେର ଦାରା ଲକ୍ଷ ମମବୁଦ୍ଧିତେ ଅଭିନ୍ନ ହେବେ ଏହି ନିକାମ ଅବହାର ନାମହି ମୋହ—‘ମୋଗନ୍ତବରହିତି-ନିବୋଃ’ । ବୁଦ୍ଧି କିମେ ହିର ହେବେ? ନା—‘ମମାଦୋ’ । ‘ମମାଦି’ର ଅର୍ଥ ଶଂକର ବଲହେନ—‘ମମାଦିରତେ ଚିତ୍ତବ୍ୟରିତି ମମାଦିରାଜ୍ଞା’ । ଅର୍ଥାଏ ‘ମମାଦି’ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ‘ଆଜ୍ଞା’ । ତିନେର ମର୍ଦ୍ଦୁତିରହିତ ହେବେ ଏହି ବେ ଆଜ୍ଞାତେ ହିତି—ଏହିଟିଇ ମୋହ । ‘ମୋହ’ ବଲତେ ଶଂକର

‘বিবেকপ্রজ্ঞা’ নামক সমাধির কথা বলছেন। আর শ্রীব্রহ্মামী বলছেন, ‘বোগ’-এর অর্থ ‘বোগফল’ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান।—চিন্ত আস্তাতে হিঁর হলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হবে। (২১৩)

অঙ্গুল ভগবানের কাছ থেকে এই পরম-তত্ত্ব—কর্মবোগের বহুস্ত কুন্ডেন আর কুন্ডেন এই সমাধিষ্ঠ অবস্থার কথা। কুন্ডেন

টার মনে জিজ্ঞাসা এলো, প্রশ্ন আগলো এতক্ষণ বে সমাধিশান পুরুষের কথা তিনি কুন্ডেন, টার সকলগুলি কি?—আস্তাতে যুক্তি যখন নিশ্চল হবে সেই হিঁড়প্রজ্ঞ সাধকের চুলন-বলন আচার-আচরণ কেনন? এই প্রশ্নই তিনি সবলভাবে শ্রীভগবানের কাছে নিবেদন করলেন। (২১৪)

বিবিধ সংবাদ

আলোচনা-চক্র

নিবেদিতা জগতী সঙ্গের উচ্চোগে এবং বামকুঠি মিশন ইনসিটিউট অব কালচারের সহযোগিতার ১০ই মার্চ ১৯৭৯, ইনসিটিউটের ঘোষণাবল হলে ‘বর্তমান সময়ে আমী বিবেকানন্দের চিন্তাধারার তাৎপর্য’ বিষয়ে এক আলোচনা-চক্রের আরোজন করা হয়।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহাবিজ্ঞানের হইতে সর্বসমতে আশি জন অধ্যাপক, অধ্যাপিকা এবং ছাত্র, ছাত্রী এই আলোচনা-চক্রে বোগমান করেন। এছাড়া, বিবেকানন্দ সোসাইটি, বিবেকানন্দ শিলা স্মারক সমিতি, বিবেকানন্দ পাঠচক্র, বামকুঠি পাঠচক্র (ইন্ডো-পার্ক), সারদা আর্জন (নিউ আলিপুর) প্রত্নত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্বও ইহাতে অংশগ্রহণ করেন।

সকাল মশ্টার আলোচনা-চক্রের আরপ্তে মধ্যাচ্ছন্ন করেন নিবেদিতা বিজগতা সঙ্গের সমস্তাবল। ইহার পর, তিনিই নিবেদিতার বাণী ও শ্রদ্ধার্থা মঠের অধ্যক্ষ প্রাঞ্জিকা মোক্ষপ্রাপ্তার শতজ্ঞা-পত্র পাঠ করেন অধ্যাপিকা ড: বন্দিতা ভট্টাচার্য। উদ্বোধনী ভাবদে সত্য-সভাবেজী ড: রমা চৌধুরী বলেন, আমী বিবেকানন্দ ছিলেন হৃগ-অগ্রগামী। বিবেকানন্দের বেদান্তসৰ্বনের বিশ্বজ্ঞানতা

ও প্রোগ্রামিতার উপর গুরুত্ব আবোগ করিয়া তিনি বলেন, ‘আধুনিক জীবনে এমন কোন সমস্তা নেই যার সমাধান বৃগুচার্য আমী বিবেকানন্দের অন্ত চিন্তাধারার পাওয়া যাব না।’

সভাপতির ভাবশে অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন, ‘বর্তমানের বাণিজ্যিক ও সামাজিক সমস্তার সমাধানে বিবেকানন্দের মৌলিক চিন্তাধারার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। সাম্বৰাদ, সমাজতত্ত্ববাদ, ও শান্তিবৰ্তীবাদকে বিবেকানন্দ এক সত্ত্বন দৃষ্টিকোণ থেকে বাব্দা করেন।’

অধ্যাক্ষ সমবেশচন্দ্র মৈজ্জ তীহার শিখিত অবক্ষে বর্তমান সময়ে মূল্যবোধের বে সকল দেখা দিয়াছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক চিন্তাধারার গুরুত্ব উদ্বাটন করেন। ড: বন্দিতা ভট্টাচার্য তীহার অবক্ষে নিবেদিতা সূচীর আলোকে নবমুগ্ধল্লো বিবেকানন্দের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। ড: কাননবিহারী মুখোপাধ্যায় বিবেকানন্দ ও বৰৌদ্ধবাদের চিন্তাধারার সামৃত্য প্রসঙ্গে জীবন সমক্ষে উত্তরের এক বহুস্তরোধ, বাস্তব কাবোধ এবং এক ঐশ্বী অশান্তিত (divine discontent) প্রতি

মৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শ্রীমতী অরস্তী রায়-চৌধুরী (ছাত্রী) তাহার প্রবক্তৃ বর্তমানের মৃগ-বন্ধনী ও বিজ্ঞানবোধের পরিপ্রেক্ষিতে আবীজীর ঔৰ্বনদৰ্শনের মূল সূত্রগুলি লক্ষ্য আলোচনা করেন। শ্রীমতী রাইকমল মঙ্গলমার (বিখ্যাতভাবের পরেবক) ভারত-বর্দের আতীৰ শিক্ষানীতি ও বর্তমান শিক্ষাসকটের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

মধ্যাহ্ন-বিরতিৰ পৰি বৈকালিক অধিবেশন শুভ হয় বেলা ছইটাটাৰ। আমীৰ বসন্তনন্দ আবীজীৰ বিশাল চিঞ্চাদারার মধ্য হইতে ধৰ্ম ও বিজ্ঞানেৰ সমষ্টিহেৰ মূল সূত্রটি উকাউ কৰিয়া বলেন, ‘আজকেৰ ঔৰ্বনে আধ্যাত্মিক মূল-বোধেৰ পুনৰুজ্জীবনেৰ প্ৰয়োজন হৱেছে।’ ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচাৰ্য তাহার ভাৰতে বলেন, ‘বিবেকানন্দই একত আতীতাবাদী। তাৰ অবদেশপ্ৰেম পাঞ্জাত্য অবদেশহিতৈষণা বা স্থান-ন্যালিক্ষ্মী ধাৰা প্ৰচাৰিত হিল না।’ আতীৰ গ্ৰহণাবেৰ সহকাৰী গ্ৰহণাবিক শ্ৰীনিবাস্তা ভৱনাবল বলেন, “আবীজী ভাৰতবৰ্দেৰ বৰ্কীৰ বিকাশেৰ পথটি নিৰ্দেশ কৰেছিলেন। এত্যোক আতি ও ব্যক্তি যদি তাৰ বিজ্ঞানীয়াৰ সত্য ‘হৰে উঠতে পাৰে’, তবেই একত উন্নতি সম্ভব এবং আৰ্দ্ধবাদৰ সংঘোত দূৰ হতে পাৰবে।” অধ্যাপক শ্ৰেষ্ঠবৰ্তমান সেন বলেন, “যত যত তত পথ” শ্ৰীৱামকৃষ্ণনেৰেৰ এই সূত্রটি তথ্য ধৰ্মীয় কেৰে নৰ, রাজনৈতিক, সামাজিক, মার্শনিক গ্ৰন্থত কেৰেও সত্য।

অৰ্ধাংশ মানসিকতাৰ বিচিৰ শ্রেকাশেৰ মধ্য দিবেই ঔৰ্বনেৰ দিতিৰ কেৰে উন্নতি সাধিত হৰে।” বৈকালিক অধিবেশনেৰ সভাপতি ডঃ সুবীৰকুমাৰ নন্দী বৰ্তমানে মূল্যবোধেৰ বে সকল, বে অৰক্ষৰ দেৰা দিয়াছে, তাহার পৰি-

প্ৰেক্ষিতে বিবেকানন্দেৰ মানবতাৰাদেৰ কথা পৰণ কৰাইয়া দেন।

ইহা ব্যাপীত শ্ৰীগুৰীৰ পাল (কলিকাতা বিখ্যাতভালু), ডঃ শ্ৰদ্ধাঙ্গমোহন বল্দেৱ-পাধ্যায়, শ্ৰীশামাপ্রসাদ সুখোপাধ্যায় (বিবেকানন্দ পাঠচক্র), শ্ৰীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (বিবেকানন্দ শিলা আৱক সমিতি), ডঃ পশাকবিহারী চট্টোপাধ্যায় একত আলোচনায় অংশগ্ৰহণ কৰেন।

আলোচনা-চক্ৰেৰ মূল্য ‘মতব্যক’ অধ্যাপক অমিতৰঞ্জন মঙ্গলমার বলেন, ‘আইন-প্ৰণয়নে দেশেৰ নেতৃত্বাবীৰেৰ অপেক্ষা বনস্পতিৰণেৰ মূল্য ভূমিকা গোৱে—এই হিসেবেকানন্দেৰ অভিপ্ৰেত। মাৰিজন-দ্বীপৰণেৰ সদে সদে তিনি আধ্যাত্মিক উজ্জীৰনেৰ কথাও বলে-হিলেন, কাৰণ তা না হলে অৰ্থনৈতিক হারিব আসবে না।’

সৰশেৰে সজ্জ-সম্পাদিকা অধ্যাপিকা সাৰদা দাশগুপ্ত উপস্থিত সকলকে ধতবাদ আপন কৰেন। বিবেকানন্দ সকলে নানা অল্পষ্ট ও বিপ্ৰাদিকৰণ ধাৰণা বাহাতে দূৰীভূত হয়, সে বিবৰণে তিনি মৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰেন।

বিকাল পাঠটাৰ শিবানন্দ হলে এক অনন্তৰ উপৰিবৰ্তন কীৰ্তিৰ পৰি আবীজী সম্পর্কে আলোচনা কৰেন অধ্যাপক শক্তী-প্ৰসাদ বহু, অধ্যাপিকা চামেলী বহু এবং ডঃ বনিতা ভট্টাচাৰ্য। অছঠানে সভানৈতীক কৰেন শ্ৰীমতী আশাপূৰ্ণী দেৱী।

উৎসব

বাৰাসত বাৰকুক-শিৰানন্দ আত্মে ২৬শে ডিসেম্বৰ ১৯১৮ হইতে ছৱিদিনবাপী বিবিধ ধৰ্মীয় সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক আৰম্ভাবৃত্তান্বেৰ মাধ্যমে শ্ৰীৱামকৃষ্ণনেৰে

পার্শ্ব শ্রীমৎ শামী শিবানন্দের ১২০-তম পূর্ণাবগ্রহ হস্তাম। তিনি আমার দিকে তাঁর কৃপানিষ্ঠলী দৌর্যালীত নেতৃত্বাত ক'রে দীক্ষা-প্রদানের আগ্রাস দিলেন। বধাসময়ে দীক্ষা হ'ল। বেলুড় মঠে বাড়ায়াত করি আবৃ মহাপুরুষজীর অবস্থায়ী সর্বন জীবনের অধান উণ্ডীয় হয়ে দাঢ়ার; তাঁর প্রতি একটা অদৃত আকর্ষণ অভ্যন্তর করতাম। একটু চোখের চাহনি, মুখের একটি মধুর কথা মনকে আনন্দরসে আপ্নুত ক'রে দিত। দেখেছি অশুল্হতার ভেতরেও তিনি নিবিড় অশাস্ত্রিতে বসে আছেন আবৃ শামী মাঝে উচ্চারণ করছেন ‘মা’ ‘মা’—অপূর্ব মধুর মাহমত। শ্বৰীরের কথা জিজেস করলে বলতেন—‘শ্বৰীরটা দুঁড়ো হয়ে ভাল নেই। আমি কিছি ভাল আছি—আমি আজ্ঞা।’ একেবারে বিদ্বেহভাব। সাধু হবার ইচ্ছা একাশ করার মহাপুরুষজী আবাস দেন ও আলীর্বাদ করেন—‘বেশ বেশ, তুই ভাল সাধু হবি।’ এতে আমার মনের মনেহ, ধিখ দ্রু হয়ে আনন্দ ও শক্তাস্থ হ'ল। গুরুদেবের কৃপাতেই সংসারভ্যাগ ক'রে মঠে পোগমন করি। তাঁর কথা অহস্যরয়ে মনে হয় ধর্ম সত্য, ধর্ম জীবন, ধর্ম জ্ঞান—এই বোধই তাঁর কাছে সাত করেছি।”

শামী পরদেবোন্দও মহাপুরুষ মহারাজকে তাঁর দ্বারে প্রথম সর্বন ও অধাম করার সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি চেরারে আসীন, অনেক সাধু-ভক্তের সমাগম হয়েছে। মনে হ'ল উজ্জল ভাস্তুর-কাঞ্জিতে সমস্ত পরিমণ্ডল দেন আলোকিত! এ দেন সাক্ষিৎ শিবের সর্বন হ'ল। মনে ভজ্যিঞ্জিত ভক্তি। কিছুদিন পরে একটা অশাস্ত্র ভাব এল, দীক্ষাগ্রহণের প্রয়োজন উপলক্ষ করলাম। কৃপাশ্রাদ্ধী হয়ে শ্রীমহাপুরুষজীর

শ্রীমতী দৌর্যালীত নেতৃত্বাত ক'রে দীক্ষা-প্রদানের আগ্রাস দিলেন। বধাসময়ে দীক্ষা হ'ল। বেলুড় মঠে বাড়ায়াত করি আবৃ মহাপুরুষজীর অবস্থায়ী সর্বন জীবনের অধান উণ্ডীয় হয়ে দাঢ়ার; তাঁর প্রতি একটা অদৃত আকর্ষণ অভ্যন্তর করতাম। একটু চোখের চাহনি, মুখের একটি মধুর কথা মনকে আনন্দরসে আপ্নুত ক'রে দিত। দেখেছি অশুল্হতার ভেতরেও তিনি নিবিড় অশাস্ত্রিতে বসে আছেন আবৃ শামী মাঝে উচ্চারণ করছেন ‘মা’ ‘মা’—অপূর্ব মধুর মাহমত। শ্বৰীরের কথা জিজেস করলে বলতেন—‘শ্বৰীরটা দুঁড়ো হয়ে ভাল নেই। আমি কিছি ভাল আছি—আমি আজ্ঞা।’ একেবারে বিদ্বেহভাব। সাধু হবার ইচ্ছা একাশ করার মহাপুরুষজী আবাস দেন ও আলীর্বাদ করেন—‘বেশ বেশ, তুই ভাল সাধু হবি।’ এতে আমার মনের মনেহ, ধিখ দ্রু হয়ে আনন্দ ও শক্তাস্থ হ'ল। গুরুদেবের কৃপাতেই সংসারভ্যাগ ক'রে মঠে পোগমন করি। তাঁর কথা অহস্যরয়ে মনে হয় ধর্ম সত্য, ধর্ম জীবন, ধর্ম জ্ঞান—এই বোধই তাঁর কাছে সাত করেছি।”

শামী পরদেবোন্দও মহাপুরুষ মহারাজকে বক্তৃতা দেন। সকার শামী শিবানন্দ গীতি-আশেধা পরিবেশন করেন শ্রীফু চৌধুরী ও শ্রীতপন লিঙ্গ। বাজিতে কালী-পূজা অচলিত হয়।

২৭শে অপরাহ্নে শ্রীশ্রামকৃষ্ণব্যাসুত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন শামী পরদেবোন্দও। শাখুরাজ শ্রীবীরেশ্বরক ভক্ত এবং সঙ্গী শংশে শ্রীরাম-কুমার চট্টোপাধ্যায় ও সম্পদায় কর্তৃক মুস্মুরভাবে পারিবেশিত তথ্য ‘কল্পক’ শ্রীবাম-

কুক'। ২৮শে অপৰাহ্নে প্রেমিক গোপীর পরিচালনার 'শ্রীবামকৃষ্ণস্তুতিপূর্ণ' (কথার ও গানে) বিবেদিত হয়; সঙ্গীতাংশে বোগদান করেন শ্রীবামিনী চট্টোপাধ্যায়, অভিনব মত চৌধুরী ও সংশ্লিষ্টবৃন্দ। সকা঳ৰ সঙ্গীতের আসৰ বলে শ্রীঅনন্তমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায়; অংশগ্রহণ করেন শ্রীশক্রবন্ধ ঘোষাল, শ্রীত্বিদিৰ চৌধুরী, শ্রীঅজুন ভট্টাচার্য, শ্রীবাণী চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীবেকুমাৰ সাংতোষ। ২৯শে অপৰাহ্নে 'মা সাবলা' গীত হয় বামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমিক শিল্পিগোষ্ঠী, কুফলগুৰ। সকা঳ৰ 'মূর্তি মহেশ্বৰ অচ্ছান্ন' গীত হয় বামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমিক শিল্পিগুলি কর্তৃক। ৩০শে অপৰাহ্নে শ্রীবন্ধিম বশুবাজৰ সঙ্গীতাঞ্জলি নিবেদন করেন এবং শ্রীগোপালগীলা কীর্তন করেন শ্রীকানাইলাল বল্দোপাধ্যায় (ভাবিত সহকারের সোজনে)।

৩১শে পুরীতে মন্দিৰট, শশ্যবন্ধি, তত্ত্বজ্ঞ-সঙ্গীত, সংকীর্তন, ঢাক-চোল-ব্যাও বাদন, ধৰ্মা-পতাকা। সহ কয়েক হাজাৰ নবনাথী ও বালক-বালিকাৰ এক বিৱাট বৰ্ণচ শোভাযাত্ৰা বাহিৰ হয়। সুসজ্জিত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত শ্রীবামকৃষ্ণমেৰ, শ্রীমারমাদেবী, আমী বিবেকানন্দ ও আমী শিবানন্দেৰ চাহিটি পৃথক অভিকৃতি দক্ষে বহন কৰিবা বাবামত শহৰেৰ এখন বাস্তাঞ্জলি পরিকৰ্মা কৰা হয়। শোভাযাত্ৰাৰ বোগদান কৰে নেতৃত্বী বাল ত্রিপেড ব্যাও পাটি, স্বৰ্ণপুতন, বাৰামত; অগ্রদৃত সংখ, বাৰাসত; হোকারিয়া শ্রীবামকৃষ্ণ ডজন সংখ, বোলতলা, ২৪ পুৰণী প্রতিতি অভিটান ভলি। যথাক্ষে সমৰ্বত নবনাথী ও বালক-বালিকাদেৰ অঞ্জনসাদ দেওয়া হয়। অপৰাহ্নে শ্রীকালীগুৰু দেবনাথ ও সপ্তদশৰ বামাজুল গান কৰেন; পৰে চান্দৰ কথা

আলোচিত হয়। শ্রেষ্ঠনাথ শ্রীঅভয় বাবু ও সঙ্গীতাংশে শ্রীনিবাই দাস, শ্রীকালীনাথ দাস ও সহশিল্পিবৃন্দ কর্তৃক 'সাধক বামপ্রসাদ' (কথাৰ ও স্বৰে) পরিবেশনেৰ পৰ বাজিতে উৎসবেৰ সমাপ্তি হয়।

কলিকাতা: শ্রীতাৰকনাথজীৱ শ্রীঅংগুৰী দেৱীৰ ঠাকুৰবাড়ীতে 'শহিলাৰ্মসন্তা'ৰ বৰচত-অৱস্থা উপলক্ষে গত ২২শে ডিসেম্বৰ ১৯৭৮, শ্রীমারমাদেৱৰ অগ্রতিবিধিতে শ্রীবামকৃষ্ণমেৰ ও শ্রীমারমাদেৱীৰ বিশেষ পূজা হোৰ শ্রীগীতি, 'শ্রীবামকৃষ্ণসহস্রনামতোজন্ম' ও 'শ্রীবামকৃষ্ণ-সহস্রনামাচন্তা' পাঠ হয় এবং ঐ দিন হইতে দশদিনব্যাপী কৰ্মসূচীৰ বাধায়ে ধৰ্মোৎসব পালিত হয়। বিভিন্ন দিনে ধৰ্মীলোচনা ও ভাষণাদি প্রদান কৰেন প্রাণিকা শ্রকাণ্ডা, আমী গৌৰীবৰানন্দ, আমী হিৰণ্যাৰানন্দ, আমী বন্ধুবানন্দ, আমী অমলানন্দ, আমী আকৃষ্ণানন্দ, আমী দেৱানন্দ, আমী তৈৱবানন্দ ও আমী শিবানন্দ পিৰিঃ। এতদ্বাতীত প্রথ্যাত শিল্পগণ ধৰ্মীৰ সংগীত পরিবেশন কৰেন। প্রতিদিনই সাধু ভক্ত ও দরিদ্ৰনাবাসৰেৰ সেৱাৰ বাবহা কৰা হয়।

গোপালগুৰ শ্রীবামকৃষ্ণ আশ্রম কর্তৃক গত ৬ই পৌৰ ১০৮৫, শ্রীমা মারমাদেবীৰ ও ৬ই মাৰ ১০৮৫, আমী বিবেকানন্দেৰ শুভ অগ্রতিবি উপলক্ষে মন্দিৰাবাট পূজা গীতাপাঠ প্রতিই অনুষ্ঠিত হয়। আশ্রমহ বালকেৱা বিভিন্ন দিনে শ্রীমাদেৱ এবং আমীজীৰ বালগীলা-গীতি ও ভজনসজীত পরিবেশন কৰে। মধ্যাহ্নে বচ তক্ষ-নবনাথী বসিৱা বিচুড়ি প্রসাৰ পান। বিকালে আশ্রম-গ্রামে আৰোধিত ধৰ্মসভাৰ বিভিন্ন দিনে শ্রীশ্রী ও আমী বিবেকানন্দ সহকে ভাষ্য মৈল প্রয়োগ-কুমাৰ মন্দিৰাবাট, শ্রীগুৰুমুকুট কুমাৰ বামপ্রসাদ, শ্রীগুৰুমুকুট কুমাৰ বামপ্রসাদ, শ্রীকান্তিক ৮ষ ভট্টাচার্য ৬ শৈলজদেৱ সাধা।